জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক সংস্করণ

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

চতুর্থ শ্রেণি

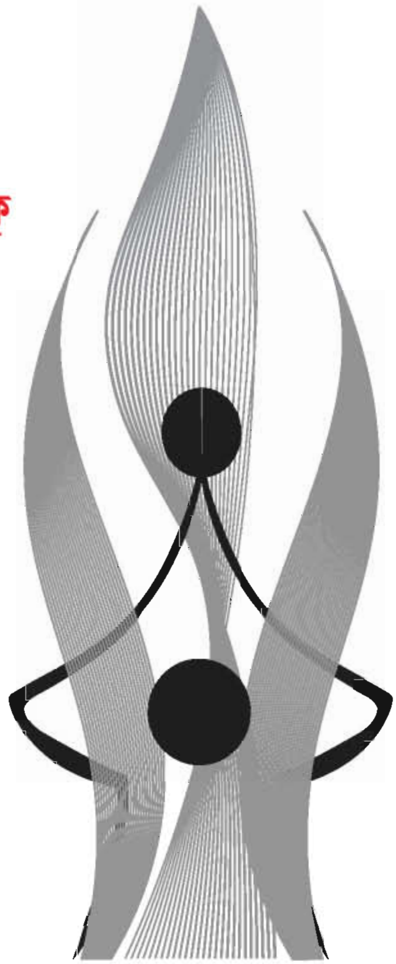

লেখক ও সম্পাদক

ড. আব্দুল মালেক
ড. সেলিনা আক্তার
খুরশীদ আকতার
সরোজ কুমার সাহা

পরিমার্জন

লানা হুমায়রা খান
মোঃ মোসলে উদ্দিন সরকার
মোঃ মোস্তফা সাইফুল আলম
মোঃ আবু সালেক খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান (সমন্বিত) বিষয়ের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের জন্য এ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। শিক্ষক সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, পাঠ বিভাজন, পিরিয়ড সংখ্যা, শিক্ষা উপকরণ, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নির্দেশনা , নিরাময়মূলক ব্যবস্থা ,পরিকল্পিত কাজ, মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন ইত্যাদি শিক্ষক সংস্করণে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষক সংস্করণের শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, 'শিক্ষক সংস্করণ'সমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট করা হয়।ট্রাই আউট থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক ক্রিটিক্যাল রিভিউ এর ভিত্তিতে শিক্ষক সংস্করণসমূহ পরিমার্জন করা হয়। সমগ্র কার্যক্রমটি বেশ জটিল এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সংস্করণটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে পরিচিতি

- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকটি পড়ানোর আগে বইটির iv-v পৃষ্ঠা থেকে ভূমিকা অংশটি পড়ে নিন।
- পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়গুলো সম্পর্কে ভূমিকা অংশে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে অধ্যায়ের ভেতরের বিষয়বস্তুগুলো পাশাপাশি দুইপৃষ্ঠাজুড়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রতিটি দুইপৃষ্ঠার বিষয়বস্তু পড়াতে দুইটি পাঠ/ দিন প্রয়োজন হবে।
- প্রথম দিনের পাঠে বইয়ের বাম পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু এবং ডান পৃষ্ঠার 'এসো বলি' অংশের কাজটি আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় দিনের পাঠে 'এসো লিখি', 'আরও কিছু করি' এবং 'যাচাই করি' অংশের কাজ করানো হবে।

পাঠ শুরুর পূর্বে

- যে বিষয়বস্তুটি শ্রেণিতে পড়াতে যাচ্ছেন, শিক্ষক সংস্করণ থেকে সেই বিষয়বস্তুটি ভালো করে পড়ুন। প্রতিটি বিষয়বস্তুর জন্য নির্দিষ্ট শিখনফলগুলো নোট করে দিন।
- বিষয়বস্তুটি পড়াতে অতিরিক্ত যেসব উপকরণ প্রয়োজন হবে বলে মনে হবে যেমন মানচিত্র, সেগুলো হাতের কাছে গুছিয়ে রাখুন।
- প্রতিটি অংশের কাজের জন্য শিক্ষক সংস্করণে যে সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে, সেদিকে লক্ষ রাখুন।
- পাঠ্যপুস্তকের বাম পৃষ্ঠায় আলোচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিজে খুব ভালো করে বুঝে নিন।
- শ্রেণিতে কোন কাজ কীভাবে করাবেন, তা ঠিক করে নিন। জোড়ায় বা দলে কাজ থাকলে শিক্ষার্থীদের কীভাবে জোড়ায় বা দলে ভাগ করে দেবেন, তাও ভেবে রাখুন।
- পাঠ্যপুস্তকের vi পৃষ্ঠা থেকে দক্ষতা ম্যাট্রিক্স অংশটি ভালো করে দেখুন। শিক্ষার্থীদের কোন দক্ষতাগুলোর উন্নয়ন করবেন, তা ঠিক করুন।
- ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ থাকলে যে বিষয়বস্তুটি পড়াবেন, তার ওপর আরও তথ্য সংগ্রহ করুন।

পাঠ পড়ানোর সময়

- কোনো বিষয়বস্তু পড়ানোর সময় পুনরায় শিক্ষক সংস্করণ দেখার প্রয়োজন নেই। কারণ, পাঠ্যপুস্তকে বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা আছে।
- সকল শিক্ষার্থী নিজেদের পাঠ্যবইয়ে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠার নির্দিষ্ট অংশই পড়ছে নিশ্চিত করুন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাঠের সকল কাজের সঙ্গে যুক্ত করুন। পাঠ পড়া এবং নির্দিষ্ট কাজগুলো থেকে কোনো শিক্ষার্থী যেন বাদ না পড়ে, সেদিকে লক্ষ রাখুন।
- শিক্ষার্থীদের দক্ষতার ধারাবাহিক মূল্যায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য পাঠ্যপুস্তকের কাজগুলোতে অন্য শিক্ষাক্রম যেমন গণিত, নকশা ও অংকন, বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কাজ রাখা হয়েছে।

- প্রতিটি বিষয়বস্তুর শেষে 'যাচাই করি' অংশটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী বুঝেছে, তার সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য রাখা হয়েছে।
- নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে নিজস্ব মূল্যায়ন বা আরও কিছু তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর পাঠ শেষ করুন।

পাঠশেষে

- শ্রেণিতে যা কিছু পড়াতে ও করাতে চেয়েছেন, তার সবটুকু করাতে পেরেছেন কি না, তা যাচাই করুন। যদি কোনোকিছু করানো না হয়, তাহলে পরবর্তী দিনের জন্য বিষয়টি নোট করে রাখুন।
- শিখনফল ও দক্ষতা ম্যাট্রিক্স অংশগুলো আবারও দেখুন। প্রত্যাশিত দক্ষতাগুলোর চর্চা ও উন্নয়ন করিয়েছেন কি না, তা যাচাই করুন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনগুলো বিবেচনা করুন। কোনো শিক্ষার্থী কোনোকিছু খুব ভালো পেরেছে অথবা কোনো শিক্ষার্থী কোনোকিছু ঠিকমতো পারেনি– এমন ঘটনার পেছনের কারণগুলো অনুসন্ধান করুন।
- পরবর্তীতে কী করে আরও ভালো করে পাঠ পরিচালনা করা যায়, তার পরিকল্পনা করুন।

সূচিপত্র

১	আমাদের পরিবেশ ও সমাজ	১
২	সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা	১১
৩	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	২২
৪	নাগরিক অধিকার	৪০
৫	মূল্যবোধ ও আচরণ	৫৫
৬	পরমতসহিষ্ণুতা	৬৫
৭	কাজের মর্যাদা	৭৫
৮	সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ	৯০
৯	এলাকার উন্নয়ন	১০৫
১০	এশিয়া মহাদেশ	১১৪
১১	বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি	১২৩
১২	দুর্যোগ মোকাবিলা	১৪০
১৩	বাংলাদেশের জনসংখ্যা	১৫৪
১৪	আমাদের ইতিহাস	১৬৪
১৫	আমাদের মুক্তিযুদ্ধ	১৭৩
১৬	আমাদের সংস্কৃতি	১৮৯
•	নমুনা প্রশ্ন	২০৪
•	শব্দভাণ্ডার	২০৮

অধ্যায় ১

আমাদের পরিবেশ ও সমাজ

১ প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য

প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয়। প্রকৃতির উপাদানগুলো হলো মাটি, পানি, বাতাস, তাপ, আলো, গাছপালা, সাগর-মহাসাগর, নদী, পশু-পাখি ইত্যাদি।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। কোনো অঞ্চল তুষারে ঢাকা। আবার কোনো কোনো অঞ্চল শুষ্ক মরুভূমি। বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর মধ্যেও রয়েছে ভিন্নতা। কোথাও জলবায়ু শীতল আবার কোথাও উষ্ণ। কোনো স্থান শুষ্ক, কোথাও বৃষ্টির পরিমাণ বেশি।

শুষ্ক পরিবেশ

বৃষ্টিভেজা পরিবেশ

বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে ভিন্নতা রয়েছে। উত্তর অঞ্চলের ভূমি উঁচু, নদ-নদীর সংখ্যা কম। গ্রীষ্মকালে অনেক গরম পড়ে। শীতকালে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। আবার দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ভূমি নিচু, সেখানে অনেক নদী মিলিত হয়েছে। নদীর কারণে এ অঞ্চলে বন্যার প্রবণতা বেশি।

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে তোমার এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে আলোচনা কর।

- অঞ্চলটির ভূমি কেমন?
- জলবায়ু কেমন?

খ | এসো লিখি

বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের পার্থক্য লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চল	বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল

গ | আরও কিছু করি

প্রকৃতির বিভিন্ন অঞ্চলের ছবি সংগ্রহ কর : তুষারে ঢাকা অঞ্চল, মরুভূমি, পাহাড়, সাগর।

ঘ | যাচাই করি

প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে অঞ্চলভেদে যে পার্থক্যগুলো দেখা যায় তার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

অধ্যায় ১: আমাদের পরিবেশ ও সমাজ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১.১। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক জানবে এবং উপলব্ধি করবে।

শিখনফল :

১.১.১। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।
১.১.২। মানবজীবনে এসব উপাদানের সম্পর্কের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৪টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য

পৃষ্ঠা ২-৩

শিখনফল:

১.১.১। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

২-৩ নম্বর পৃষ্ঠা
বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীরা তৃতীয় শ্রেণিতে এ বিষয়ে যা শিখেছে, সেই আলোচনা দিয়ে এই পাঠ শুরু করুন। যেমন-তাদের প্রশ্ন করতে পারেন যে 'পরিবেশ' বলতে কী বোঝায়? এর উত্তরে তারা বলতে পারে, আমাদের চারপাশের সবকিছু অথবা আমাদের চারপাশের স্থান।
  আবার 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' বলতে কী বোঝায়?-এর উত্তর হতে পারে, প্রাকৃতিক পরিবেশ হচ্ছে মাটি ও জলবায়ুর সেইসব উপাদান যেগুলো সবসময়ই ছিল।
  এই কাজটি আপনাকে শিক্ষার্থীদের অনুধাবনের স্তর বুঝতে সাহায্য করবে।

- এরপর প্রাকৃতিক পরিবেশের দুইটি উপাদান মাটি এবং জলবায়ু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কিছু তথ্য দিন। এবার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে বলুন। এই ভূপ্রকৃতি হতে পারে পাহাড় ও

সমতল, নদী ও মরুভূমি প্রভৃতি।
এরপর বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু যেমন গরম ও ঠাণ্ডা, আর্দ্র ও শুষ্ক জলবায়ু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বর্ণনা করতে বলুন।

- শ্রেণিতে পাঠ্যবইয়ের ২ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন।
  এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের ছবি দেখে প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে বলুন।
  শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল সম্পর্কে তারা আর কী কী জানে?

ক| এসো বলি

৩ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান।
এই কাজটির মূল আলোচ্য দেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। আপনার এলাকাটি দেশের উত্তর বা দক্ষিণ, যে অঞ্চলে অবস্থিত, সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন।
শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন, তাদের নিজ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর মধ্যে বিশেষ কী আছে?

পর্যালোচনা :

শিক্ষার্থীরা ভূপ্রকৃতি এবং জলবায়ু সম্পর্কে ঠিকমতো বলতে পারছে কি না, তা যাচাই করুন।

পাঠ ২: প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য

পৃষ্ঠা ২-৩

শিখনফল :

১.১.১। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

২-৩ নম্বর পৃষ্ঠা
বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে শেখা বিষয়গুলো পুনরালোচনা করুন।
  এরপর কিছু শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের ভূমিরূপ ও জলবায়ু সম্পর্কে বর্ণনা করতে বলুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকরণ দক্ষতার চর্চা হয় যা সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয়।

৩ নম্বর পৃষ্ঠার 'এসো লিখি' কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। এরপর ব্ল্যাকবোর্ডে 'বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চল' ও 'বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল' শিরোনাম দুইটি লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের সেগুলো নিজেদের খাতায় লিখতে বলুন।

উভয় শিরোনাম থেকে শিক্ষার্থীদের একটি করে নমুনা শব্দ জিজ্ঞাসা করুন। যেমন-পাহাড়, নদী ইত্যাদি। বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে যেসব ভূপ্রাকৃতিক পার্থক্য রয়েছে, শিক্ষার্থীরা সেগুলোর নাম বলবে। এরপর শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ খাতায় বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের পার্থক্যগুলো লিখতে বলুন। শিক্ষার্থীরা জোড়ায় আলোচনা করে পার্থক্যগুলো লিখবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে গবেষণা করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

এই কাজটির জন্য শিক্ষার্থীরা খবরের কাগজ, বিভিন্ন পত্রিকা, পোস্টার, র্কাড, ইন্টারনেট ইত্যাদি উৎস হতে ছবি সংগ্রহ করতে পারবে।

শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য শিক্ষক বিভিন্ন ভ্রমণ পুস্তিকাও দিতে পারেন।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবে। শিক্ষার্থীদের উত্তর ও দক্ষিন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্যগুলো বলতে উৎসাহিত করুণ।

পর্যালোচনা :

এই পাঠটির মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রাথমিক আলোচনা শেষ হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন যে প্রাকৃতিক সম্পদ একটি পরিবর্তনশীল সম্পদ। আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, সেকারণে আমাদের শিখতে হবে কীভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানিয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

২ সামাজিক পরিবেশের উপর প্রকৃতির প্রভাব

মানুষের সৃষ্ট উপাদান নিয়ে সামাজিক পরিবেশ গঠিত হয়। যেমন, বাড়ি, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ ইত্যাদি। একই সাথে সমাজের বিভিন্ন কাজ যেমন, কৃষি এবং পরিবহন ব্যবস্থাও সামাজিক পরিবেশের অংশ।

আমাদের সামাজিক পরিবেশ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। কোনো অঞ্চলে ঠান্ডা বেশি আবার কোনো অঞ্চলে গরম বেশি। যেখানে শীত বেশি সেখানে আমরা শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মোটা জামা কাপড় পরি। এ সময়ে আমরা ভিন্ন ধরনের খাবার খাই। এমনভাবে ঘর বাড়ি তৈরি করি যেন ঘর গরম থাকে। শুষ্ক এলাকায় গাছ ও ফসল কম জন্মে। এছাড়া যেসব এলাকায় জলাশয় ও নদ-নদী বেশি, সেসব এলাকায় মাছের চাষ বেশি হয় এবং সহজেই সেচের কাজও করা যায়।

এ ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে চাষের কাজ হয় বেশি

যেখানে জলাশয় ও নদ-নদী বেশি সেখানে পরিবহনের প্রধান মাধ্যম নৌকা

সামাজিক পরিবেশও প্রকৃতির উপর প্রভাব ফেলে। তাই আমাদের পরিবেশ নিয়ে সচেতন হতে হবে। আমাদের বেশি করে গাছ লাগানো উচিত। প্রচুর গাছপালা থাকলে আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টি মাটির জন্য উপকারী। গাছ থেকে আমরা বাড়ি ও আসবাবপত্র তৈরির কাঠ পাই।

ক| এসো বলি

পৃষ্ঠা ২ ও ৪ দেখ, সেখানে চার ধরনের যানবাহনের ছবি দেওয়া আছে। যানবাহনগুলো ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে কেন উপযুক্ত তা শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

প্রাকৃতিক পরিবেশ কীভাবে আমাদের সামাজিক কাজকে প্রভাবিত করে তার উদাহরণ দাও।

বৃষ্টিভেজা পরিবেশ	শুষ্ক পরিবেশ

গ| আরও কিছু করি

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর জলবায়ুর প্রভাব আলোচনা কর।

ঘ| যাচাই করি

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর সমাজের প্রভাব কমাতে আমরা কী করতে পারি?

পাঠ ৩: সামাজিক পরিবেশের উপর প্রকৃতির প্রভাব
পৃষ্ঠা ৪-৫

শিখনফল :
১.১.১। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।
১.১.২। মানবজীবনে এই সম্পর্কের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :
৪-৫ নম্বর পৃষ্ঠা
বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক পরিবেশের আরও কিছু ছবির জন্য ভ্রমণ পুস্তিকা ব্যবহার করতে পারেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শ্রেণিতে পরিবেশ, ভূপ্রকৃতি এবং জলবায়ুর বৈচিত্র্য সম্পর্কে পুনরালোচনা করুন।
  এরপর শিক্ষার্থীদের বলুন মানুষের জীবনযাত্রা কীভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরবর্তী দুইটি পাঠে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

- প্রাকৃতিক পরিবেশ কীভাবে সামাজিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে, তা আলোচনা করুন।
  এরপর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন বিভিন্ন জলবায়ুতে যেমন, গরম-ঠাণ্ডা বা আর্দ্র-শুষ্ক জলবায়ুভেদে তারা কোন কোন কাজ আলাদাভাবে করে?

- শ্রেণিতে ৪ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন।
  শিক্ষার্থীদের ৪ নম্বর পৃষ্ঠার ছবি দুইটি দেখতে বলুন। এই ছবিগুলো থেকে তাদের বর্ণনা করতে বলুন জলবায়ুর প্রভাবে মানুষের জীবনযাত্রা কীভাবে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়।
  বিষয়বস্তুর শেষ অনুচ্ছেদটিতে বর্ণনা করা হয়েছে মানুষ প্রাকৃতিক উপাদানকে কীভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে পারে। শ্রেণিতে এ সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলুন।

ক| এসো বলি

- ৫ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ‘এসো বলি’ অংশের কাজটি করান।
  এরপর শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন যানবাহন সামাজিক পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এই উপাদানটি ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়।
  এরপর শিক্ষার্থীরা যেসব নাম বলবে, সেগুলো বোর্ডে লিখুন।
  এই যানবাহনগুলো কীভাবে ব্যবহৃত হয়, সে সম্পর্কে শ্রেণিতে আলোচনা করুন।

পর্যালোচনা :

প্রাকৃতিক পরিবেশকে ব্যবহার ও সংরক্ষণ, উভয় কাজের মাধ্যমে মানুষ কীভাবে পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে, তা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ৪: সামাজিক পরিবেশের উপর প্রকৃতির প্রভাব

পৃষ্ঠা ৪-৫

শিখনফল :

১.১.১। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।
১.১.২। মানবজীবনে এই সম্পর্কের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৪-৫ নম্বর পৃষ্ঠা
বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক পরিবেশের আরও কিছু ছবির জন্য ভ্রমণ পুস্তিকা ব্যবহার করতে পারেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে যা পড়ানো হয়েছে, তা পুনরালোচনা করুন।
  এরপর কিছু শিক্ষার্থীকে আমাদের সামাজিক পরিবেশের উপর ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা করতে বলুন।

খ | এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজটি মূলত সামাজিক কার্যক্রমের উপর জলবায়ুর প্রভাব নিয়ে। কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকরণ দক্ষতারও চর্চা হবে যা সামাজিক বিজ্ঞানে অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয়।
ব্ল্যাকবোর্ডে বৃষ্টিভেজা পরিবেশ ও শুষ্ক পরিবেশ, এই দুইটি শিরোনাম লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলুন।
শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এই শিরোনামগুলোর উদাহরণ জানতে চান। যেমন, বৃষ্টিভেজা পরিবেশের উদাহরণ হতে পারে নৌকা, বন্যা, ধান চাষ। অন্যদিকে শুষ্ক পরিবেশের উদাহরণ হতে পারে খরা, কম চাষাবাদ, মৃত গাছ ইত্যাদি।
এরপর শিক্ষার্থীদের নিজেদের খাতায় বৃষ্টিভেজা পরিবেশ ও শুষ্ক পরিবেশের আরও কিছু উদাহরণের তালিকা করতে বলুন।

গ | আরও কিছু করি

- এই কাজটির উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ও উপস্থাপন দক্ষতার চর্চা করানো।
  এ কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের অঙ্কনে খুব ভালো হওয়ার প্রয়োজন নেই। আঁকার সময় সহজ কিছু আকৃতি ও সরল লেবেল আঁকতে পারলেই হবে।
  এই কাজটির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের নিজেদের এলাকা পর্যবেক্ষণ করা এবং এলাকার অবকাঠামোগুলোর উপর স্থানীয় উপাদান ও জলবায়ুর প্রভাব বুঝতে পারা।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের যে প্রশ্নটি করা হয়েছে, তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক/মিথস্ক্রিয়ার ধারণা যাচাই করাই এই কাজটির উদ্দেশ্য।

পর্যালোচনা :

ছবি আঁকা ও লেখার মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী শিখেছে তা পুনরালোচনা করুন।

মূল্যায়ন:

নিম্নের প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি শিক্ষক আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে পারেন।

১. প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সংজ্ঞা দাও।
২. আমাদের বেশি করে গাছ লাগানো উচিত কেন?
৩. বাংলাদেশের দক্ষিন অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি কেমন?
৪. শুষ্ক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য লেখ।

অধ্যায় ২

সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা

১ নারী ও পুরুষ

পরিবারে আমরা সবাই মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করি। মা-বাবা ও ভাই-বোন নিয়ে আমাদের পরিবার। কোনো কোনো পরিবারে দাদা-দাদি ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজন থাকেন। আমরা যেমন আমাদের মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করি, তেমনি তাঁরাও তাদের পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করেন ও ভালোবাসেন।

একটি পরিবারে মেয়ে ও ছেলে শিশু সবাই সমান। সবারই শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার আছে। পরিবারের বিভিন্ন কাজে ছেলে-মেয়ে সকলেরই অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে নারী ও পুরুষ সবাই ঘরে ও বাইরে কাজ করেন। সবখানেই নারী ও পুরুষকে সমান চোখে দেখা উচিত। নারী ও পুরুষ উভয়ের সব ধরনের কাজ করার যোগ্যতা রয়েছে।

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী ও অর্ধেক পুরুষ। দেশের উন্নয়নে নারী ও পুরুষের সমান অবদান রয়েছে। কাজেই নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো **বৈষম্য** করা উচিত নয়।

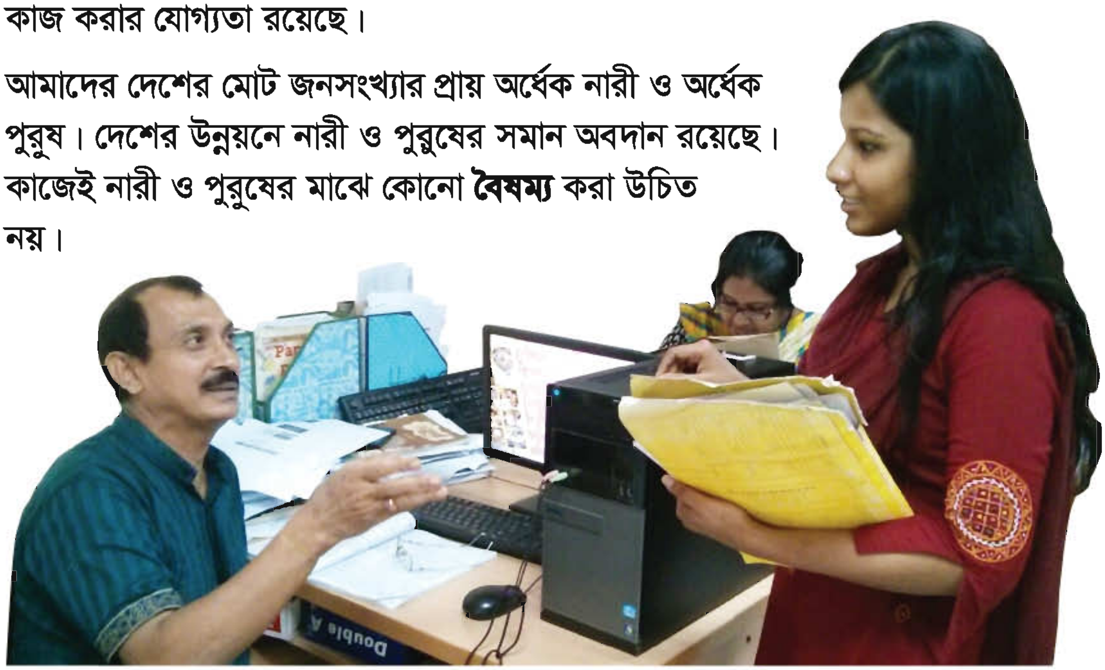

কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ একত্রে কাজ করছেন

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- সকল পরিবারে ছেলে ও মেয়ে শিশুকে কি একই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়?
- শিক্ষাক্ষেত্রে কি ছেলে ও মেয়েদের সমান সুযোগ আছে?
- সকল ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলে শিশুকে সমান সুযোগ দেওয়া উচিত কেন?

খ | এসো লিখি

নিচের টেবিলে প্রথম কলামে এমন কয়েকটি কাজের নাম লেখ যে কাজগুলো শুধু পুরুষদের করতে দেখা যায়। দ্বিতীয় কলামে কয়েকটি কাজের নাম লেখ যে কাজগুলো নারী ও পুরুষ দুইজনকেই করতে দেখা যায়। তৃতীয় কলামে নারীরা সাধারণত যে কাজগুলোতে অংশ নেন সে কাজগুলোর নাম লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

পুরুষ	নারী ও পুরুষ	নারী

গ | আরও কিছু করি

পরিবারের একটি মজার বিষয় নিয়ে আলোচনা কর। নিজেদের মধ্যে কয়েকটি বিষয় তুলনা করে দেখ। ছেলে ও মেয়েরা কি একই ধরনের খেলনা দিয়ে খেলে? তারা কী একই বিষয় নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে? একই রকম ও আলাদা বিষয়গুলো নিয়ে একটি তালিকা তৈরি কর।

ঘ | যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ কর।

মানুষকে সমানভাবে না দেখাকে বলে ....

অধ্যায় ২: সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

২.১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, শ্রেণি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মানসিকতা অর্জন করবে।

২.২ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তির চাহিদা বুঝবে ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিবে।

শিখনফল :

২.১.১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, শ্রেণি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে চলার গুরুত্ব বলতে পারবে।

২.১.২ সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থানের গুরুত্ব বলতে পারবে।

২.১.৩ সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলবে।

২.১.৪ সকলের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা দেখাবে।

২.১.৫ সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখবে।

২.২.১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তি বলতে কাদের বোঝায় বলতে পারবে।

২.২.২ শ্রেণিকক্ষ, বাড়িতে ও আশপাশের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী এবং ব্যক্তির চাহিদা চিহ্নিত করতে পারবে।

২.২.৩ বিশেষ-চাহিদাসম্পন্ন শিশু এবং ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী সাহায্য ও সহযোগিতা করবে (যেমন শ্রেণিতে যার দেখার সমস্যা আছে তাকে সামনের সারিতে বসতে দিবে, যে শিক্ষার্থীর পাঠ বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তাকে সহায়তা করবে ইত্যাদি)।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৪টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: নারী ও পুরুষ

পৃষ্ঠা ৬-৭

শিখনফল :

২.১.১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, শ্রেণি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে চলার গুরুত্ব বলতে পারবে।

২.১.২ সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থানের গুরুত্ব বলতে পারবে।

২.১.৩ সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলবে।

২.১.৪ সকলের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা দেখাবে।

২.১.৫ সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখবে।

শিখন উপকরণ :

৬ -৭ নম্বর পৃষ্ঠা
লিঙ্গীয় চিত্র তুলে ধরে এমন কোনো ছবি, এজন্য ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপন ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- পাঠের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের সমাজে সহযোগিতার ধারণা দিন।
  তারপর তাদের জিজ্ঞাসা করুন আমাদের কেন সকলের সাথে মিলেমিশে চলা উচিত। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো শুনুন এবং তাদের উত্তর দিতে সাহায্য করুন।
  শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা তাদের পরিবারের বয়স্ক ও ছোটদের, নারী ও পুরুষ সদস্যদের কীভাবে মুল্যায়ন করে।
- এখন শ্রেণিতে ৬ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন।
  এরপর বাড়ি, বিদ্যালয় ও কর্মক্ষেত্রের পার্থক্যগুলো আবারও ভালো করে বুঝিয়ে বলুন।
  এরপর 'বৈষম্য' শব্দটিকে ভালো করে বুঝিয়ে দিন এবং বাড়িতে, বিদ্যালয়ে ও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

ক | এসো বলি

৭ নম্বর পৃষ্ঠার 'এসো বলি' কাজটি শিক্ষার্থীদের করান।
এই কাজটিতে সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গীয় ভিন্নতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, পরিবার ও বিদ্যালয়ে ছেলে এবং মেয়েরা যেসব সুযোগ-সুবিধা পায়, সেগুলোর মধ্যে কোনো ভিন্নতা আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে ভিন্নতাগুলো কী কী।

পর্যালোচনা :

শিক্ষার্থীরা অনুচ্ছেদটি পড়ে এবং 'এসো বলি' কাজটির মাধ্যমে সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা বিশেষ করে ছেলে ও মেয়ে, নারী ও পুরুষের সহযোগিতা সম্পর্কে যা শিখল, তা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলুন। ৭ নম্বর পৃষ্ঠার পাঠ ২-এর প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু বাড়ির কাজ ঠিক করুন। শিক্ষার্থীরা বাড়িতে ছেলে ও মেয়ের, খেলনা ও আগ্রহের পার্থক্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং পরের পাঠে সেগুলো সম্পর্কে বলবে।

পাঠ ২: নারী ও পুরুষ

পৃষ্ঠা ৬-৭

শিখনফল :

২.১.১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, শ্রেণি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে চলার গুরুত্ব বলতে পারবে।
২.১.২ সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থানের গুরুত্ব বলতে পারবে।
২.১.৩ সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলবে।
২.১.৪ সকলের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা দেখাবে।
২.১.৫ সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখবে।

শিখন উপকরণ :

৬ ও ৭ নম্বর পৃষ্ঠা
লিঙ্গীয় চিত্র তুলে ধরে এমন কোনো ছবি, এজন্য ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপন ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে নারী ও পুরুষ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন।
  এবার শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন, গত পাঠের পর নারী ও পুরুষের ভিন্নতার বিষয়ে তাদের মনে নতুন কোনো ভাবনা তৈরি হয়েছে কিনা। শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু বলতে চাইলে শুনুন, ইতিবাচক কথা বললে তাতে উৎসাহ দিন, এতে তাদের ভালো লাগবে এবং শ্রেণিতে কথা বলতে উৎসাহিত হবে।

খ| এসো লিখি

৭ নম্বর পৃষ্ঠার 'এসো লিখি' কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। এবার প্রতিটি জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন তারা কোন কোন কাজ নারী ও পুরুষকে এককভাবে এবং কোন কোন কাজ নারী ও পুরুষ, উভয়কেই করতে দেখেছে।

এবার শিক্ষার্থীদের বলুন তারা যে ধরনের কাজগুলো দেখেছে সেগুলো নারী, নারী ও পুরুষ এবং পুরুষ-এই তিনটি শিরোনামে লিখে ফেলতে। শিক্ষার্থীরা যেন পরিচিত সব ধরনের কাজ লেখে, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

এই কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকরণ দক্ষতারও চর্চা হয় যা সামাজিক বিজ্ঞানে অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয়।

গ| আরও কিছু করি

গত পাঠে শিক্ষার্থীরা বাড়িতে যে গবেষণা করেছে, তা তাদের খাতায় লিখতে বলুন।
শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন-তারা বাড়িতে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কী কী মিল ও অমিল দেখেছে?

শিক্ষার্থীদের দুইটি তালিকা তৈরি করতে বলুন, তারা একটিতে মিল এবং অন্য তালিকায় অমিলগুলো সম্পর্কে লিখবে। শিক্ষক তালিকা দুইটি পড়ে ভুল হলে সংশোধন করে দিবেন। সঠিক হলে তাদের কাজের জন্য প্রশংসা করনে। এতে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হবে।

ঘ যাচাই করি

যাচাই করি কাজটির মাধ্যমে 'বৈষম্য' শব্দটি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা :

শিক্ষার্থীরা ছেলে-মেয়ে এবং নারী-পুরুষের পরস্পরের সহযোগিতা সম্পর্কে লেখার মাধ্যমে কী শিখল, তা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলুন।

২ সামাজিক বিভিন্নতা ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু

আমরা বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে এসেছি।

- ✓ সকলের মাতৃভাষা এক নয়
- ✓ কারও ধর্ম আলাদা
- ✓ অনেকের মা-বাবার পেশা ভিন্ন

অনেক শিক্ষার্থী আছে যাদের পারিবারিক অবস্থার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন,অনেকে শিশু বয়সেই মা-বাবার সাথে আয়মূলক কাজ করে। আর এ কারণে অনেকে বিদ্যালয়ে আসতে পারে না।

শ্রেণিতে কারও পড়া শিখতে একটু বেশি সময় লাগে। কারণ তার :

- ✓ দেখায় সমস্যা থাকতে পারে
- ✓ শোনায় সমস্যা থাকতে পারে
- ✓ কোনো শারীরিক অসুবিধা থাকতে পারে
- ✓ কেউ মানসিকভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন হতে পারে

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সহপাঠীকে সাহায্য করা

যারা এই ধরনের সমস্যায় ভোগে তাদের জন্য আমরা কী করতে পারি? আমাদের মনে রাখতে হবে, যেকোনো শিশুরই এই ধরনের সমস্যা থাকতে পারে। কাজেই তাদের বিদ্যালয়ে আসতে উৎসাহিত করতে হবে। তাদের মনে কষ্ট দেওয়া আমাদের উচিত নয়। তাদের জীবন কীভাবে সহজ করা যায় তা আমাদের ভাবতে হবে। প্রয়োজনে আমরা সবাই সবার পাশে দাঁড়াব এবং সহযোগিতা করব।

ক | এসো বলি

সামাজিক বৈচিত্র্য নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- বৈচিত্র্যের ফলে আমাদের সমাজ কীভাবে সমৃদ্ধ হয়?
- বিদ্যালয়ে/শ্রেণিকক্ষে কী কী ধরনের চাহিদার শিশু থাকতে পারে?

খ | এসো লিখি

শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এবং কীভাবে তাদের সহায়তা প্রদান করা যায় তা নিচের ছকে লেখ। কাজটি জোড়ায় কর :

সমস্যা	আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি

গ | আরও কিছু করি

প্রতিদিন অন্যের জন্য একটি ভালো কাজ করার চেষ্টা কর। তারপর প্রতিদিনের সেই ভালো কাজগুলো ডায়রিতে লিখে রাখ।

ঘ | যাচাই করি

বামপাশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর :

ক. আমরা যদি কাউকে খারাপ কথা বলি	তাদের চলাচলে সাহায্য করব।
খ. যার বাংলা বুঝতে সমস্যা হয়	তাদের শ্রেণিতে সামনে বসতে দেব।
গ. যার হাঁটা-চলায় সমস্যা আছে	তারা কষ্ট পাবে।
ঘ. আমাদের কোনো সহপাঠীর যদি দেখার বা শোনার সমস্যা থাকে	তাদের ভাষা বুঝতে সাহায্য করব।

পাঠ ৩: সামাজিক বিভিন্নতা ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু
পৃষ্ঠা ৮-৯

শিখনফল :

২.২.১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তি বলতে কাদের বোঝায় বলতে পারবে।

২.২.২ শ্রেণিকক্ষ, বাড়িতে ও আশপাশের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী এবং ব্যক্তির চাহিদা চিহ্নিত করতে পারবে।

২.২.৩ বিশেষ-চাহিদাসম্পন্ন শিশু এবং ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী সাহায্য-সহযোগিতা করবে (যেমন শ্রেণিতে যার দেখার সমস্যা আছে তাকে সামনের সারিতে বসতে দিবে, যে শিক্ষার্থীর পাঠ বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তাকে সহায়তা করবে ইত্যাদি)।

শিখন উপকরণ :

৮-৯ নম্বর পৃষ্ঠা
সামাজিক বিভিন্নতা ও বিশেষ চাহিদার উপর যেকোনো ছবি, এজন্য পত্রিকার ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শ্রেণিতে সামাজিক বিভিন্নতা ও বিশেষ চাহিদার বিষয়ে ধারণা দিয়ে এ পাঠটি পড়ানো শুরু করুন। এজন্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বিদ্যালয়ে কেন আমাদের সবার সাথে মিলেমিশে চলা উচিত। এরপর সমাজে বিভিন্নতার বিষয়টি বোঝাতে 'বৈচিত্র্য' শব্দটির ধারণা দিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের কাছে শুনতে পারেন, বৈচিত্র্যের কোন বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা আছে।

- এখন শ্রেণিতে ৮ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় সামাজিক বিভিন্নতার তিনটি উদাহরণ দেওয়া আছে। এছাড়ায় এই পৃষ্ঠায় শিখন পার্থক্যের চারটি উদাহরণ দেওয়া আছে।
সবশেষে, শ্রেণিতে সবাইকে কেন আমাদের সাহায্য করা উচিত এবং কীভাবে তা করব, এ সম্পর্কে ৮নং পৃষ্ঠায় পরামর্শ দেওয়া আছে।

ক| এসো বলি

৯ নম্বর পৃষ্ঠার 'এসো বলি' অংশের কাজটি শিক্ষার্থীদের করান।
এই কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে সমাজে বিরাজমান বৈচিত্র্য আমাদের সমাজকে সমৃদ্ধ করে নাকি সমাজের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে।
আমাদের মাঝে যদি বৈচিত্র্য না থাকত, তাহলে জীবন কেমন একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয়ে যেত, সেই সম্পর্কে বলতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করুন।
এরপর সমাজে ও পরিবারে যেকোনো ধরনের বৈচিত্র্য থাকার গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।

পর্যালোচনা :

এই পাঠের মাধ্যমে সামাজিক বিভিন্নতা ও বিশেষ চাহিদা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাই করবেন। পাঠটিতে সামাজিক বিভিন্নতা ও বিশেষ চাহিদা সম্পর্কে পড়া ও বলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা সংক্ষেপে বলুন। এরপর শিক্ষার্থীদের বলুন, ভিন্ন চাহিদাসম্পন্ন মানুষকে তারা কীভাবে সাহায্য করবে, পরের পাঠের কাজগুলো করার সময়ে এ বিষয়ে তারা আরও বিস্তারিত বুঝতে পারবে।
'এসো বলি' কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক বৈচিত্র্যের গুরুত্ব এবং সকলকে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝিয়ে দিন।

পাঠ ৪: সামাজিক বিভিন্নতা ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু

পৃষ্ঠা ৮-৯

শিখনফল :

২.২.১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তি বলতে কাদের বোঝায় বলতে পারবে।

২.২.২ শ্রেণিকক্ষ, বাড়িতে ও আশপাশের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী এবং ব্যক্তির চাহিদা চিহ্নিত করতে পারবে।

২.২.৩ বিশেষ-চাহিদাসম্পন্ন শিশু এবং ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী সাহায্য ও সহযোগিতা করবে (যেমন শ্রেণিতে যার দেখার সমস্যা আছে তাকে সামনের সারিতে বসতে দিবে, যে শিক্ষার্থীর পাঠ বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তাকে সহায়তা করবে ইত্যাদি)।

শিখন উপকরণ :

৮-৯ নম্বর পৃষ্ঠা
সামাজিক বিভিন্নতা ও বিশেষ চাহিদার উপর যেকোনো ছবি, এজন্য পত্রিকার ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে শিক্ষার্থীরা সামাজিক বিভিন্নতা ও বিশেষ চাহিদা সম্পর্কে যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন, গত পাঠের পর বৈচিত্র্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোনো নতুন ধারণা/ভাবনা তৈরি হয়েছে কিনা।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। এরপর তাদের জিজ্ঞাসা করুন, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের তারা কোন ধরনের সাহায্য করতে পারে। এই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা তাদের নিজেদের শ্রেণির হতে পারে। আবার শ্রেণিতে যদি তেমন কেউ না থাকে তাহলে শিক্ষার্থীদের বলুন এমন কাউকে নিজেদের সহপাঠী হিসেবে কল্পনা করতে।

এরপর শিক্ষার্থীদের নিজেদের খাতায় ‘সমস্যা’ ও ‘আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি’ শিরোনাম দুইটি লিখতে বলুন। এবার যে সমস্যায় আমরা যেভাবে সাহায্য করতে পারি, সেগুলো লিখতে পারেন। আমরা কীভাবে একে অন্যকে সাহায্য করতে পারি, এই কাজটির মাধ্যমে তা পরোক্ষভাবে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে।

গ | আরও কিছু করি

- এই কাজটির জন্য শিক্ষার্থীরা নিজেদের ডায়েরিতে প্রতিদিনের ভালো কাজগুলো লিখবে। এরপর তাদের আর কোন কোন কাজ করার চেষ্টা করা উচিত, সেই পরামর্শগুলোও লিখতে পারে, এছাড়া তারা এগুলো পরবর্তীতে কখন করবে, সেগুলোও লিখতে পারে।

ঘ | যাচাই করি

‘এসো লিখি’ কাজে শিক্ষার্থীরা যেসব বিষয়ে লিখেছে, এই কাজটিতে সেই বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ডান পাশের সমস্যাগুলোর সাথে বামপাশের পরামর্শগুলো মিল করবে।

পর্যালোচনা :

এই অধ্যায়টি পড়ে শিক্ষার্থীরা সমাজে নারী-পুরুষ সহযোগিতা, অন্যান্য সামাজিক বিভিন্নতা এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরস্পরের সাথে সহযোগিতা সম্পর্কে যা শিখল, সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলুন।

মূল্যায়নঃ

নিম্নে প্রদত্ত প্রশ্নগুলো থেকে অথবা শিক্ষক নিজে প্রশ্ন তৈরি করে মৌখিক অথবা লিখিত ভাবে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

১. নারী ও পুরুষের বৈষম্য করা উচিত নয় কেন?
২. বৈচিত্র্যর ফলে আমাদের সমাজ কীভাবে সমৃদ্ধ হয়?
৩. শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা কী ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে?
৪. চাহিদা সম্পন্ন শিশুকে আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি ।
৫. সমাজে পরস্পরের সহয়োগিতা কেন প্রয়োজন?

অধ্যায় ৩

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

১ চাকমা

বাংলাদেশে ৪৫টিরও অধিক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী আছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমাহারের কারণে আমাদের সমাজ এতো বৈচিত্র্যময়।

এ পাঠে আমরা জানব চাকমা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা বেশিরভাগ বাস করেন রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি অঞ্চলে। চাকমা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

জীবনধারা

চাকমাদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা আছে। তাদের নিজেদের ভাষায় রচিত গান আছে। ঐতিহ্যবাহী নাচ আছে। চাকমাদের নিজেদের রাজা আছেন এবং প্রতিটি গ্রামে একজন করে গ্রামপ্রধান থাকেন, যাকে চাকমারা 'কারবারি' বলে। চাকমারা কাঠ ও বাঁশ দিয়ে মাচার মতো ঘর তৈরি করেন। চাকমারা 'জুম' পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করে থাকেন। এই পদ্ধতিতে পুরাতন ফসল পুড়িয়ে গর্ত খুঁড়ে নতুন করে বীজ বপন করা হয়। তাদের প্রধান খাবার ভাত।

পোশাক

চাকমারা নিজেরা তাঁতে নানা নকশায় সুন্দর সুন্দর কাপড় বুনন করেন। চাকমা মেয়েরা কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত এক ধরনের কাপড় পরেন যাকে 'পিনোন' বলা হয়। শরীরের উপরের অংশে যে ওড়না পরেন তাকে 'হাদি' বলা হয়। চাকমা পুরুষেরা সাধারণত ফতুয়া ও লুঙ্গি পরে থাকেন।

উৎসব

চাকমা জনগোষ্ঠী বৌদ্ধদের মূল ধর্মীয় উৎসবগুলো পালন করেন। বিশেষ করে বৈশাখ মাসে পালিত হয় বৌদ্ধ পূর্ণিমা এবং বাংলা নববর্ষের সময়ে তিনদিন ধরে পালিত হয় 'বিজু' উৎসব। উৎসবের সময় তারা বাড়িঘর ফুল দিয়ে সাজায় এবং পরস্পরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

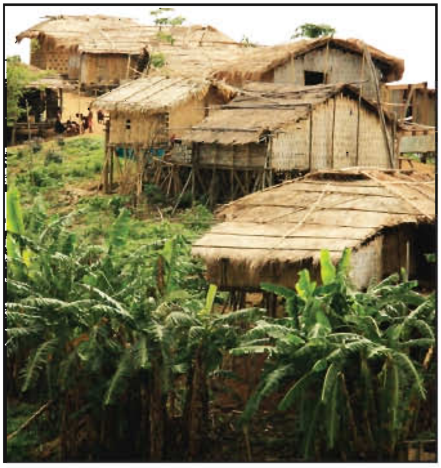

বাঁশ ও কাঠের তৈরি চাকমা জনগোষ্ঠীর বাড়ি

ক | এসো বলি

এখানে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ছবি দেওয়া আছে। এর মধ্যে কোনো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নাম কখনো শুনেছ কী? তাদের সামাজিক রীতিনীতি কীভাবে তোমার রীতিনীতি থেকে আলাদা? শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

চাকমা মণিপুরি মারমা সাঁওতাল

খ | এসো লিখি

চাকমাদের উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় নিচের তালিকায় দেওয়া আছে। **বাড়ি, খাবার** ও **কৃষি** নিয়ে একই ধরনের আরেকটি ছক তৈরি কর ও উল্লেখযোগ্য দিকগুলো লেখ।

জীবনধারা	পোশাক	উৎসব
নিজেদের ভাষা, বর্ণমালা ও গান আছে। রাজা দ্বারা পরিচালিত ও গ্রামপ্রধান আছে।	নিজেরা তাঁতে পোশাক তৈরি করেন।	বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসব

গ | আরও কিছু করি

চাকমা নৃ-গোষ্ঠীর জীবনের সাথে তোমার জীবনের একটি মিল ও একটি ভিন্নতা খুঁজে বের কর এবং লেখ।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও।

বাংলাদেশের কোন অংশে চাকমা জনগোষ্ঠী বাস করে?

ক) উত্তর-পশ্চিমে   খ) উত্তর-পূর্বে   গ) দক্ষিণ-পশ্চিমে   ঘ) দক্ষিণ-পূর্বে

অধ্যায় ৩ঃ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

২.৩ বাংলাদেশের কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে জানবে।

শিখনফল :

২.৩.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর নাম বলতে পারবে।
২.৩.২ চাকমা, মারমা, সাঁওতাল ও মণিপুরিদের সংস্কৃতি (পোশাক, খাদ্য ও উৎসব ইত্যাদি) বর্ণনা করতে পারবে।
২.৩.৩ শিশুরা বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
২.৩.৪ মূল ধারার বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এই অধ্যায়কে ৮টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১ঃ চাকমা

পৃষ্ঠা ১০-১১

শিখনফল :

২.৩.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর নাম বলতে পারবে।
২.৩.২ চাকমা, মারমা, সাঁওতাল ও মণিপুরিদের সংস্কৃতি (পোশাক, খাদ্য ও উৎসব ইত্যাদি) বর্ণনা করতে পারবে।
২.৩.৩ শিশুরা বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
২.৩.৪ মূল ধারার বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

১০-১১ নম্বর পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের মানচিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীরা কোন কোন নৃ-জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে এই অধ্যায় পড়ানো শুরু করতে পারেন। তাদের প্রশ্ন করুন-তারা কি কোনো নৃ-জনগোষ্ঠীর মানুষ দেখেছে ও কথা বলেছে? এরপর তাদের বুঝিয়ে বলুন, আমাদের দেশের সংস্কৃতি এত সমৃদ্ধ কেন; এই সমৃদ্ধির পেছনে কারণ

হিসেবে বাংলাদেশের বর্তমান সীমানা নির্ধারিত হওয়ার আগে এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সামাজিক দলের বসতি অভিবাসনের কথা উল্লেখ করুন।

- এরপর শ্রেণিতে ১০ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। পাঠে চাকমা সংস্কৃতির বেশ কিছু বিষয়ের উল্লেখ আছে, প্রতিটি বিষয় পড়ানো শেষে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চান।

ক| এসো বলি

১১ নম্বর পৃষ্ঠার 'এসো বলি' অংশের কাজটি শিক্ষার্থীদের করান। কাজটিতে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগাষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন, তারা কে কতগুলো ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর কথা শুনেছে?

পর্যালোচনা :

এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৃ-জনগোষ্ঠী সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন এবং চাকমা সংস্কৃতি ও জীবনধারা সম্পর্কে জানাবেন।

'এসো বলি'-র মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠী বিষয়ক ধারণা যাচাই করবেন। তারা যেসব নৃ-জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানে, তাদের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত শুনুন।

পাঠ ২ঃ চাকমা

পৃষ্ঠা ১০-১১

শিখনফল :

২.৩.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর নাম বলতে পারবে।

২.৩.২ চাকমা, মারমা, সাঁওতাল ও মণিপুরিদের সংস্কৃতি (পোশাক, খাদ্য ও উৎসব ইত্যাদি) বর্ণনা করতে পারবে।

২.৩.৩ শিশুরা বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

২.৩.৪ মূল ধারার বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

১০-১১ নম্বর পৃষ্ঠা

বাংলাদেশের মানচিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে শিক্ষার্থীরা চাকমা সংস্কৃতি সম্পর্কে যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

১১ নম্বর পৃষ্ঠার কাজটিতে নোট টেকিং/তথ্য লেখার দক্ষতার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যা যেকোনো ধরনের শিক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
কাজটিতে চাকমা জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, পোশাক ও উৎসব শিরোনামে এগুলো সম্পর্কে লেখা আছে। শিক্ষার্থীদের এই ছকটি ভালোভাবে লক্ষ করতে বলুন। এবার, কাজের নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষার্থীদের নিজেদের খাতায় একটি ছকে বাড়ি, খাবার ও কৃষি-এই শিরোনাম তিনটি এবং শিরোনাম অনুযায়ী সে সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য লিখতে বলুন।

গ| আরও কিছু করি

সামাজিক বিজ্ঞানে মিল ও ভিন্নতা অন্যতম প্রধান আলোচ্য। 'আরও কিছু করি' কাজটিতে চাকমা জনগোষ্ঠীর সাথে শিক্ষার্থীদের নিজেদের জীবনের মিল ও ভিন্নতার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বলুন চাকমাদের সাথে নিজেদের জীবনের একটি মিল ও একটি অমিল খুঁজে বের করতে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটিতে একটি সহজ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করুন এবং তাদের উত্তর শুনুন।

পর্যালোচনা :

চাকমা সংস্কৃতি সম্পর্কে গত দুইটি পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন।

২ মারমা

চাকমা নৃ-গোষ্ঠীর পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মারমা। মারমা নৃ-গোষ্ঠীর বেশিরভাগ বসবাস করেন বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি এলাকায়।

জীবনধারা

মারমাদের নিজেদের রাজা আছেন। এছাড়া গ্রামে গ্রামপ্রধান থাকেন। তাদের বাড়িঘর উঁচু স্থানে মাচা করে তৈরি করা হয়। মারমা নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা ভাতের সাথে নানা ধরনের সবজি সিদ্ধ করে খেতে পছন্দ করেন। তারা শুঁটকি মাছের ভর্তা খান যা 'নাপ্পি' নামে পরিচিত। মারমারা 'জুম' পদ্ধতিতে চাষ করেন। এছাড়া মাছ ধরা, কাপড় তৈরি ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তারা পূর্বে নানা ধরনের ঔষধি গাছ থেকে ওষুধ তৈরি করে ব্যবহার করত । তবে এখন সবার মতো আধুনিক চিকিৎসা ও ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন।

পোশাক

মারমা ছেলে ও মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম 'থামি' ও 'আঞ্জি'। অবশ্য বর্তমানে মারমা ছেলে-মেয়েরা আধুনিক পোশাকই বেশি পরে।

উৎসব

মারমা জনগোষ্ঠীর লোকেরা বৌদ্ধধর্মের সকল উৎসব পালন করেন। প্রতিমাসে তারা পূর্ণিমার সময় 'লাবরে' পালন করেন। এছাড়া প্রতিবছর বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় দিনে মারমারা 'সাংগ্রাই' উৎসব উদযাপন করেন। এই বিশেষ দিনে তারা পানি দিয়ে খেলেন।

বিবাহ অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী মারমা পোশাকে বর ও কনে

ক| এসো বলি

মারমা নৃ-গোষ্ঠীর কেউ কি তোমার পরিচিত? তাদের কোনো বিশেষ রীতিনীতির সাথে কি তুমি পরিচিত? শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- চাকমাদের সাথে মারমাদের কোন কোন বিষয়ে মিল আছে?
- মারমা সংস্কৃতির কোন দুইটি বিষয়ে অনেক পরিবর্তন এসেছে?

খ| এসো লিখি

মারমাদের জীবনধারা সম্পর্কে যা যা শিখেছ তা নিচের ছকে দেওয়া তিনটি শিরোনামে লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

বাড়ি	খাদ্য	কৃষি

গ| আরও কিছু করি

মারমা নৃ-গোষ্ঠীর কারও সাথে দেখা হলে তুমি তাদের সম্পর্কে কী কী বিষয় জানতে আগ্রহী তার একটি তালিকা তৈরি কর।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও।

মারমারা বছরে কয়টি 'লাবরে' উদযাপন করেন?

ক) একটি　　খ) দুইটি

গ) দশটি　　ঘ) বারটি

পাঠ ৩: মারমা
পৃষ্ঠা ১২-১৩

শিখনফল :

২.৩.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর নাম বলতে পারবে।
২.৩.২ চাকমা, মারমা, সাঁওতাল ও মণিপুরিদের সংস্কৃতি (পোশাক, খাদ্য ও উৎসব ইত্যাদি) বর্ণনা করতে পারবে।
২.৩.৩ শিশুরা বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
২.৩.৪ মূল ধারার বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

১২-১৩ নম্বর পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের মানচিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠী মারমা সম্পর্কে শ্রেণিতে ধারণা দিন। বাংলাদেশের মানচিত্রে শিক্ষার্থীদের দেখান কোথায় মারমা জনগোষ্ঠী বাস করে।
- এরপর শ্রেণিতে ১২ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। পাঠে মারমা সংস্কৃতির বেশ কিছু বিষয়ের উল্লেখ আছে, প্রতিটি বিষয় পড়ানো শেষে তা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মন্তব্য জানতে চান। কোনো বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন থাকলে তা সমাধান করুন।

ক| এসো বলি

১৩ নম্বর পৃষ্ঠার 'এসো বলি' অংশের কাজটি শিক্ষার্থীদের করান।
শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শুনুন, মারমা জনগোষ্ঠীর কারো সাথে তাদের পরিচয় আছে কিনা। থাকলে তাদের সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী জানে, তা শুনুন।
কাজটিতে চাকমা সংস্কৃতির সাথে মারমা সংস্কৃতির মিল সম্পর্কে বলতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এই দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যকার মিলগুলো সম্পর্কে শুনুন। তারা ঠিকমতো বলতে না পারলে বলতে সাহায্য করুন।
মারমা সংস্কৃতির কোন বিষয়গুলো এখন বদলে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানতে চান। শিক্ষার্থীরা যেন সঠিকভাবে বলতে পারে, সে জন্য তাদের সহায়তা করুন।

পর্যালোচনা :

মারমা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে যা শিখেছে, তা আরেকবার সংক্ষেপে বলুন। এই পাঠে শিক্ষার্থীরা মারমা জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, পোশাক ও উৎসব সম্পর্কে জেনেছে।
'এসো বলি' কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মারমা ও চাকমা সংস্কৃতির মিল খুঁজে বের করতে উৎসাহিত হবে। এছাড়া মারমাদের কোন বিষয়গুলো পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কেও তারা সচেতন হবে।

পাঠ ৪: মারমা
পৃষ্ঠা ১২-১৩

শিখনফল :

২.৩.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর নাম বলতে পারবে।
২.৩.২ চাকমা, মারমা, সাঁওতাল ও মণিপুরিদের সংস্কৃতি (পোশাক, খাদ্য ও উৎসব ইত্যাদি) বর্ণনা করতে পারবে।
২.৩.৩ শিশুরা বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
২.৩.৪ মূলধারার বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

১২-১৩ নম্বর পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের মানচিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে শিক্ষার্থীরা মারমা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যা জেনেছে, তা পুনরালোচনা করুন।

খ | এসো লিখি

এই কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন এবং মারমাদের জীবনধারার তিনটি উল্লেখযোগ্য দিক বাড়ি, খাদ্য ও কৃষি সম্পর্কে তারা কী জেনেছে, তা জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন।
এরপর শিক্ষার্থীদের নিজেদের খাতায় তা লিখতে বলুন।

গ | আরও কিছু করি

- এই কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের কিছু সময় দিন। এই সময়ে শিক্ষার্থীরা ভেবে বের করবে মারমা জনগোষ্ঠীর আর কোন কোন বিষয় তারা জানতে চায়। এরপর শিক্ষার্থীদের নিজেদের খাতায় তাদের আগ্রহের বিষয়ে একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন।
এই কাজটির মূল উদ্দেশ্য সাংস্কতিক সহমর্মিতা তৈরি করা।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটিতে একটি সহজ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন রাখা হয়েছে। এ কাজটি শিক্ষার্থীদের অনুধাবনের উপর একটি গাঠনিক মূল্যায়ন করতে সহায়তা করবে।

পর্যালোচনা :

গত দুইটি পাঠে শিক্ষার্থীরা মারমা সংস্কৃতির বিশেষ দিকগুলো সম্পর্কে যা জেনেছে, তা আরেকবার সংক্ষেপে বলবেন। এই পাঠে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে মারমা সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সহমর্মিতা তৈরি করতে চাওয়া হয়েছে।

৩ সাঁওতাল

বাংলাদেশের দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, চাপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর রংপুর ও বগুড়া জেলায় সাঁওতালরা বাস করেন। এছাড়াও সাঁওতালদের একটি বড় অংশ ভারতে বাস করেন।

জীবনধারা

সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা আছে। সাঁওতালদের প্রধান খাবার ভাত। এছাড়াও তারা মাছ, মাংস ও সবজির পাশাপাশি 'নালিতা' নামে এক ধরনের খাবার খান যা পাট গাছের পাতা দিয়ে রান্না করা হয়। বর্তমানে কৃষি তাদের প্রধান পেশা। এছাড়া তারা মাছ ধরা, চা বাগানের কাজ, কুটির শিল্পসহ আরও নানা ধরনের কাজ করে থাকেন।

পোশাক

সাঁওতাল মেয়েরা দুইখণ্ড কাপড় পরেন। উপরের অংশকে বলা হয় 'পানচি' এবং নিচের অংশকে বলা হয় 'পাড়হাট'। ছেলেরা আগে ধুতি পরতেন। বর্তমানে লুঙ্গি, গেঞ্জি ও শার্ট পরেন।

উৎসব

সাঁওতালরা উৎসব প্রিয়। সাঁওতালদের পাঁচটি প্রধান উৎসব হলো :

সাঁওতালি নৃত্য

মাস	উৎসব
পৌষ	বছরে প্রধান ফসল তোলার পর 'সোহরায় উৎসব' পালন করা হয়।
মাঘ	'মাঘ সিম' হলো ঘর বানানোর জন্য বন থেকে খড় কুড়ানোর উৎসব।
ফাল্গুন	বসন্তের প্রথম দিনের উৎসব।
আষাঢ়	'এর কংসিম' উৎসবে প্রতিটি পরিবার থেকে দেবতাদের উদ্দেশে একটি করে মুরগি উৎসর্গ করা হয়।
ভাদ্র	'হাড়িয়ার সিম' উৎসবে ফসলের জন্য বারোয়ারি ভোগ দেওয়া হয়।

ক | এসো বলি

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সাথে চাকমা ও মারমা জনগোষ্ঠীর কী কী পার্থক্য রয়েছে? শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

সাঁওতালদের জীবনধারা সম্পর্কে যা যা জেনেছ তা নিচের ছকে দেওয়া তিনটি শিরোনামে লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

ভাষা	খাদ্য	পেশা

গ | আরও কিছু করি

বাংলাদেশের একটি মানচিত্র নাও এবং এই অধ্যায়ে যে সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কে জানলে তারা যে সকল অঞ্চলে বসবাস করেন সে স্থানগুলো চিহ্নিত কর।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও :

সাঁওতালদের উৎসব কোনটি?

ক) সাংগ্রাই　　খ) হাড়িয়ার সিম

গ) বিজু　　ঘ) লাবরে

পাঠ ৫: সাঁওতাল

পৃষ্ঠা ১৪-১৫

শিখনফল :

২.৩.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর নাম বলতে পারবে।

২.৩.২ চাকমা, মারমা, সাঁওতাল ও মণিপুরিদের সংস্কৃতি (পোশাক, খাদ্য ও উৎসব ইত্যাদি) বর্ণনা করতে পারবে।

২.৩.৩ শিশুরা বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

২.৩.৪ মূল ধারার বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

১২-১৩ নম্বর পৃষ্ঠা

বাংলাদেশের মানচিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- বাংলাদেশের অন্যতম ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠী সাঁওতালদের সম্পর্কে শ্রেণিতে ধারণা দিন। শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের মানচিত্রে দেখান কোথায় সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বাস করে।

- এরপর শ্রেণিতে ১৪ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। পাঠে সাঁওতাল সংস্কৃতির কিছু উল্লেখ আছে, প্রতিটি বিষয় পড়ানো শেষে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মন্তব্য জানতে চান।

ক| এসো বলি

১৫ নম্বর পৃষ্ঠার ‘এসো বলি’ অংশের কাজটি শিক্ষার্থীদের করান।

আগের পাঠগুলোতে শিক্ষার্থীরা চাকমা ও মারমা জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে যা জেনেছে, সেগুলোর সাথে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবনধারার মধ্যে যে পার্থক্যগুলো রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে বলুন।

পর্যালোচনা :

সাঁওতাল জনগোষ্ঠী সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীরা এই পাঠে সাঁওতালদের জীবনযাত্রা, পোশাক, উৎসব ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছে।

‘এসো বলি’ কাজটির মাধ্যমে চাকমা ও মারমা জনগোষ্ঠীর সাথে সাঁওতালদের পার্থক্য বের করতে পারবে।

পাঠ ৬: সাঁওতাল

পৃষ্ঠা ১৪-১৫

শিখনফল :

২.৩.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর নাম বলতে পারবে।

২.৩.২ চাকমা, মারমা, সাঁওতাল ও মণিপুরিদের সংস্কৃতি (পোশাক, খাদ্য ও উৎসব ইত্যাদি) বর্ণনা করতে পারবে।

২.৩.৩ শিশুরা বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

২.৩.৪ মূল ধারার বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

১৪-১৫ নম্বর পৃষ্ঠা

বাংলাদেশের মানচিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীরা সাঁওতাল জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। এবার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে তারা গত পাঠে যা শিখেছে, তা নিয়ে আলোচনা করতে বলুন।

এরপর শিক্ষার্থীদের নিজেদের খাতায় একটি ছক তৈরি করে ভাষা, খাদ্য ও কাজ-এই তিনটি শিরোনামে সাঁওতালদের সম্পর্কে তারা যা জানে, তা লিখতে বলুন। লক্ষ করুন প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন প্রত্যেকটি কাজে অংশগ্রহণ করে।

গ| আরও কিছু করি

- এই কাজটির জন্য শ্রেণির দেয়ালে বাংলাদেশের একটি মানচিত্র লাগান। এরপর শিক্ষার্থীদের বলুন গত পাঠগুলোতে যে তিনটি ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তারা জেনেছে, সেসব জনগোষ্ঠী যেসকল অঞ্চলে বাস করে, সেগুলো খুঁজে বের করতে। স্থানগুলো চিহ্নিত করতে বলুন।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটিতে একটি সহজ বহুনির্বাচনি প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন দক্ষতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা :

শিক্ষার্থীরা গত দুইটি পাঠে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন।

এই পাঠের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবনধারার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জেনেছে। কাজগুলো শিক্ষার্থীদের সাঁওতালদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহ তৈরি করবে এবং শিক্ষার্থীরা সাঁওতাল সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হবে।

৪ মণিপুরি

মণিপুরি নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় বসবাস করেন। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে অধিকাংশ মনিপুরি বসবাস করেন। এই নৃ-গোষ্ঠীর অনেকেই ভারতের আসাম ও মণিপুর রাজ্যে বাস করেন।

জীবনধারা

মণিপুরিদের বাড়িঘর বাঁশ, ইট বা টিনের তৈরি। তারা ভাত, মাছ ও নানা ধরনের সবজি খান। মাংস সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ। তাদের একটি প্রিয় খাবারের নাম 'সিঙ্গেদা' যা নানা ধরনের শাক-সবজি দিয়ে তৈরি। মণিপুরিরা মুলত কৃষিজীবী ও তাঁতি।

পোশাক

মণিপুরি মেয়েরা 'লাহিং' (এক ধরনের ঘাগড়া জাতীয় পোশাক), 'আহিং' (ব্লাউজ) ও ওড়না পরেন। ছেলেরা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরেন।

উৎসব

মণিপুরিদের নানা ধরনের উৎসব আছে। যেমন- রথযাত্রা, দোলযাত্রা, চৈত্রসংক্রান্তি ও রাসপূর্ণিমা ইত্যাদি। মণিপুরিরা প্রায় সারাবছরই উৎসবে মেতে থাকেন। নাচ, গান, বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে তারা আনন্দ করেন।

মণিপুরি নৃত্য

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় মণিপুরি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে শ্রেণিতে আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

মণিপুরিদের জীবনধারা সম্পর্কে নিচের ছকে দেওয়া তিনটি শিরোনামে লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

বাড়ি	খাদ্য	পেশা

গ | আরও কিছু করি

এই অধ্যায়ে দেওয়া নেই এমন যেকোনো একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর। ছবি সংগ্রহ কর ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর। কাজটি দলে কর।

ঘ | যাচাই করি

বামপাশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর।

ক. মণিপুরিরা	পাঁচটি উৎসব পালন করেন।
খ. চাকমা মেয়েদের পোশাক	নাপ্পি।
গ. প্রতিবছর সাঁওতালরা	সিঞ্জেদা নামের খাবার খান।
ঘ. মারমাদের একটি প্রিয় খাবারের নাম	পিনোন হাদি।

পাঠ ৭: মণিপুরি
পৃষ্ঠা ১৬-১৭

শিখনফল :

২.৩.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর নাম বলতে পারবে।
২.৩.২ চাকমা, মারমা, সাঁওতাল ও মণিপুরিদের সংস্কৃতি (পোশাক, খাদ্য ও উৎসব ইত্যাদি) বর্ণনা করতে পারবে।
২.৩.৩ শিশুরা বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
২.৩.৪ মূল ধারার বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

১৬-১৭ নম্বর পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের মানচিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- বাংলাদেশের অন্যতম ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠী মণিপুরিদের সম্পর্কে শ্রেণিতে ধারণা দিন। বাংলাদেশের মানচিত্রে শিক্ষার্থীদের দেখান কোথায় মণিপুরি জনগোষ্ঠী বাস করে।

- এরপর শ্রেণিতে ১৬ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। পাঠে মণিপুরি সংস্কৃতির কিছু বিষয়ের উল্লেখ আছে, প্রতিটি বিষয় পড়ানো শেষে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চান।

ক| এসো বলি

১৭ নম্বর পৃষ্ঠার ‘এসো বলি’ অংশের কাজটি শিক্ষার্থীদের করান।
এই কাজটির মাধ্যমে মণিপুরি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন দক্ষতা বোঝা সহজ হবে। কারণ শিক্ষার্থীরা মণিপুরিদের সম্পর্কে যা জানে, কাজটিতে তাই জানতে চাওয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা :

মণিপুরি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে, তা পুনরালোচনা করুন। এই পাঠে তারা মণিপুরিদের জীবন, পোশাক ও উৎসব সম্পর্কে ধারণা পেয়েছে। ‘এসো বলি’ কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মণিপুরি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যা জেনেছে তাই আলোচনা করবে।

পাঠ ৮: মণিপুরি
পৃষ্ঠা ১৬-১৭

শিখনফল :

২.৩.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর নাম বলতে পারবে।
২.৩.২ চাকমা, মারমা, সাঁওতাল ও মণিপুরিদের সংস্কৃতি (পোশাক, খাদ্য ও উৎসব ইত্যাদি) বর্ণনা করতে পারবে।
২.৩.৩ শিশুরা বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
২.৩.৪ মূলধারার বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

১৬-১৭ নম্বর পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের মানচিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে শিক্ষার্থীরা মণিপুরি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। এবার মণিপুরি জনগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে তারা গত পাঠে যা শিখেছে, তা নিয়ে আলোচনা করতে বলুন।
এরপর নিজেদের খাতায় একটি ছক তৈরি করে বাড়ি, খাদ্য ও কাজ-এই তিনটি শিরোনামে মণিপুরিদের সম্পর্কে তাদের জানা বিষয়গুলো লিখতে বলুন।

গ| আরও কিছু করি

এই অধ্যায়ে চারটি ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ১৭ নম্বর পৃষ্ঠার 'আরও কিছু করি' কাজটির মাধ্যমে এই চারটি ছাড়াও অন্য জনগোষ্ঠী সম্পর্কে গবেষণা করার কথা বলা হয়েছে।
কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিন। তাদের বলুন, এ বিষয়ে বাড়িতে বড়দের সাথে কথা বলে তথ্য যোগাড় করতে। এছাড়াও শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বই এবং পত্রিকা/ম্যাগাজিনের সাহায্য নিতে পারে। শিক্ষার্থীদের বলুন তারা যেন যত বেশি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটিতে একটি সহজ মিলকরণ প্রশ্ন করা হয়েছে। কাজটির মাধ্যমে একইসাথে শিক্ষার্থীদের পড়ে উপলব্ধি করা ও মনে রাখার দক্ষতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিজেদের খাতায় মিলকরণের উত্তর লিখতে বলুন।

পর্যালোচনা :

শিক্ষার্থীরা এই অধ্যায়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যা শিখেছে, তা আরেকবার সংক্ষেপে বলুন। এরপর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আর কী কী জানতে চায়। তাদের আরও জিজ্ঞাসা করুন, বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে কেমন আচরণ করবে। শিক্ষার্থীরা যাতে সকল মানুষের জন্য সহানুভূতি ও সহমর্মিতা অনুভব করতে পারে, সে বিষয়ে তাদের অনুপ্রাণিত করুন।

মূল্যায়নঃ

নিম্নের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে অথবা শিক্ষক নিজে প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন ।

১.কারবারি কাকে বলা হয়?
২.চাকমাদের পোশাকের বর্ণনা দাও ।
৩.লাবরে ও সাংগ্রাই কী?
৪.সাঁওতালদের খাবারের বর্ণনা দাও ।
৫.মণিপুরিদের উৎসবের নাম লেখ ।

অধ্যায় ৪

নাগরিক অধিকার

১ সামাজিক অধিকার

বাংলাদেশের **নাগরিক** হিসেবে আমরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রধানত তিন ধরনের অধিকার পাই। যেমন, সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকার।

সমাজে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য যেসব অধিকার অপরিহার্য সেসব অধিকারকে সামাজিক অধিকার বলে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে আমরা এই অধিকার গুলো পেয়ে থাকি। নিচের ছক থেকে কয়েকটি সামাজিক অধিকার জেনে নিই।

বেঁচে থাকার অধিকার

জীবন রক্ষার অধিকার সকল অধিকারের মধ্যে অন্যতম। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদিসহ জীবনের নিরাপত্তা।

শিক্ষার অধিকার

শিক্ষালাভের অধিকার প্রতিটি নাগরিকের একটি অন্যতম অধিকার। রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

চলাফেরার অধিকার

প্রত্যেক নাগরিকের দেশের ভিতরে স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার আছে। এ কারণে আমরা কোনো রকম বাধা ছাড়া সহজেই যেকোনো স্থানে যেতে পারি।

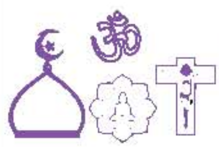

ধর্ম পালনের অধিকার

এদেশের মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান প্রত্যেকেরই নিজ ধর্ম ও ধর্মীয় উৎসব পালনের অধিকার আছে।

ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার

নিজ মাতৃভাষায় কথা বলা নাগরিকের মৌলিক অধিকার। একইভাবে নিজ নিজ সংস্কৃতি চর্চা করা ও উৎসব পালন করাও এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- নাগরিক অধিকার বলতে কী বোঝায়?
- নিজের দেশের প্রতি কীভাবে দায়িত্ব পালন করা যায়?
- দেশের সরকার কীভাবে প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে?

খ | এসো লিখি

প্রতিটি সামাজিক অধিকারের উদাহরণ লেখ। প্রতিটি বাক্য 'আমার অধিকার আছে.........' দিয়ে শুরু কর। কাজটি জোড়ায় কর।

অধিকার	উদাহরণ
বেঁচে থাকা	আমার অধিকার আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকার।
শিক্ষা	আমার অধিকার আছে বিদ্যালয়ে যাওয়ার।

গ | আরও কিছু করি

প্রতিটি অধিকারের সাথে দায়িত্ব জড়িত আছে। অধিকারের সাথে সাথে কোন দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন তা লেখ। প্রতিটি বাক্য 'আমার উচিত..........' দিয়ে শুরু কর।

অধিকার	দায়িত্ব
বেঁচে থাকা	আমার উচিত যারা খাবার পায়না তাদের খাদ্য দিয়ে সাহায্য করা।
শিক্ষা	আমার উচিত নিয়মিত পড়া লেখা করা।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও :

নিচের কোনটি সামাজিক অধিকার?

ক) বাঁচার অধিকার খ) ঘুমানোর অধিকার গ) ছুটি নেওয়ার অধিকার ঘ) অর্থের অধিকার

অধ্যায় ৪: নাগরিক অধিকার

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৪.১ নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্য অধিকারগুলো সম্পর্কে জানবে।

৪.২ নিজের অধিকারসহ অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হবে এবং অন্যের অধিকারকে শ্রদ্ধা করবে।

শিখনফল :

৪.১.১ নাগরিক কাকে বলে তা বলতে পারবে।

৪.১.২ নাগরিক অধিকার কী তা বলতে পারবে।

৪.১.৩ নাগরিক হিসেবে নিজের অধিকার বর্ণনা করতে পারবে।

৪.২.১ নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নের গুরুত্ব বলতে পারবে।

৪.২.২ নিজের অধিকার অর্জনে সচেতন হবে।

৪.২.৩ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যের অধিকার বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে।

পাঠ বিভাজন : এই অধ্যায়কে ৬টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: সামাজিক অধিকার

পৃষ্ঠা ১৮-১৯

শিখনফল :

৪.১.১ নাগরিক কাকে বলে তা বলতে পারবে।

৪.১.২ নাগরিক অধিকার কী তা বলতে পারবে।

৪.১.৩ নাগরিক হিসেবে নিজের অধিকার বর্ণনা করতে পারবে।

৪.২.১ নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নের গুরুত্ব বলতে পারবে।

৪.২.২ নিজের অধিকার অর্জনে সচেতন হবে।

৪.২.৩ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যের অধিকার বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে।

শিখন উপকরণ :

১৮-১৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- নাগরিক বলতে কী বোঝায়-তা শ্রেণিতে বলুন। নাগরিককে এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারেন-‘একজন

নাগরিক হচ্ছেন কোনো দেশের সদস্য যিনি সেই দেশের সরকারের কাছ থেকে আশ্রয় লাভ করেন।'
এরপর শ্রেণিতে নাগরিকের অধিকারের ধারণা দিন। নাগরিকের অধিকারকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারেন-'আমাদের/নাগরিকদের কিছু মৌলিক চাহিদা পূরণ করার দায়িত্ব সরকারের, এসব মৌলিক চাহিদাকে নাগরিকের অধিকার বলা হয়।'
নাগরিকের বিভিন্ন ধরনের অধিকার নিয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিন। তাদের বলুন, নাগরিকদের অধিকারগুলো তিন ধরনের-সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক অধিকার। শিক্ষার্থীদের বলুন, এ পাঠে প্রথম মৌলিক অধিকার 'সামাজিক অধিকার' নিয়ে আলোচনা করা হবে।

- ১৮ নম্বর পৃষ্ঠার ছবি পাঁচটি নিয়ে এবার আলোচনা করুন। প্রতিটি ছবি নিয়ে আলাদা করে কথা বলুন, শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন আমাদের সামাজিক সুরক্ষা ও ভালো থাকার জন্য এই অধিকারগুলো কীভাবে জরুরি। প্রথমটি আমাদের বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা।
  এরপর শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন শিক্ষার অধিকার ও চলাফেরার অধিকার কীভাবে আমাদের জীবনকে আরও উন্নত করে তোলে।
  এছাড়াও ধর্ম পালনের অধিকার এবং ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার আমাদের নিজেদের আত্মপরিচয় প্রকাশের জন্য খুব জরুরি, শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।

- শ্রেণিতে ১৮ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন।
  এরপর শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন সরকার কীভাবে নাগরিকদের প্রতিটি অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে পারেন-আমরা যদি সরকারের কাছ থেকে কোনো মৌলিক চাহিদা পূরণের আশা করি, তাহলে সেই চাহিদা আমাদের সামাজিক অধিকার বলে গণ্য হবে কিনা?

পর্যালোচনা :

সামাজিক অধিকারের তালিকাটি সম্পর্কে পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন যে, যখন আমরা সরকারের কাছ থেকে কোনো মৌলিক চাহিদা পূরণের আশা করি, তখন তা আমাদের সামাজিক অধিকার বলে গণ্য হবে।

পাঠ ২: সামাজিক অধিকার

পৃষ্ঠা ১৮-১৯

শিখনফল :

৪.১.১ নাগরিক কাকে বলে তা বলতে পারবে।
৪.১.২ নাগরিক অধিকার কী তা বলতে পারবে।
৪.১.৩ নাগরিক হিসেবে নিজের অধিকার বর্ণনা করতে পারবে।
৪.২.১ নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৪.২.২ নিজের অধিকার অর্জনে সচেতন হবে।
৪.২.৩ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যের অধিকার বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে।

শিখন উপকরণ :

১৮-১৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে ১৮ নম্বর পৃষ্ঠার ছবি থেকে সামাজিক অধিকার সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন।

খ | এসো লিখি

শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। এই কাজটিতে প্রতিটি সামাজিক অধিকারের উদাহরণ লিখতে বলা হয়েছে। প্রতিটি জোড়ায় আলোচনা করে উদাহরণগুলো লিখতে বলুন। প্রতিটি উদাহরণ লেখার শুরুতে 'আমার অধিকার আছে' লিখতে বলুন।

গ | আরও কিছু করি

আগের কাজের জোড়াগুলো ঠিক রাখুন। এই কাজটিতে নাগরিক হিসেবে অধিকার পাওয়ার সাথে অন্যান্যদের প্রতি নিজেদের দায়িত্বের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বসে বের করতে বলুন অন্য মানুষের প্রতি আমাদের কী কী দায়িত্ব আছে। এরপর শিক্ষার্থীদের নিজেদের খাতায় সেগুলো লিখতে বলুন।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশে শিক্ষার্থীরা আগের পৃষ্ঠায় যা শিখেছে, তার উপর একটি সহজ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা :

নাগরিকের সামাজিক অধিকারের অর্থ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আরেকবার সংক্ষেপে বলুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন-এই ধারণা কীভাবে সমাজে তাদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তন করেছে?

র

২ রাজনৈতিক অধিকার

ভোটদান ও বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং শাসনকার্যে নাগরিকদের অংশগ্রহণ করার অধিকারকে রাজনৈতিক অধিকার বলে।

নিচে পাঁচটি রাজনৈতিক অধিকারের কথা উল্লেখ করা হলো। এই অধিকারগুলো রক্ষার মাধ্যমে আমরা একটি সুন্দর দেশ ও জাতি গড়তে পারি।

নির্বাচনের অধিকার		আঠার বছর ও তার উপরের সকল নাগরিকের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। ২৫ বছর বয়সে সকল নাগরিকের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে।
মত প্রকাশের অধিকার		প্রত্যেক নাগরিকের বাড়িতে, বিদ্যালয়ে এবং সমাজে স্বাধীনভাবে নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার আছে।
আইনের চোখে সবার সমান অধিকার		জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র, নারী-পুরুষ ইত্যাদি নির্বিশেষে সকলের আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার আছে।
নিরাপত্তা লাভের অধিকার		কোনো নাগরিক বিদেশে থাকা অবস্থায় সমস্যায় পড়লে নিজ রাষ্ট্রের সরকারের কাছে সাহায্য চাওয়ার বা নিরাপত্তা দাবি করার অধিকার আছে।
ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার		প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দ অনুযায়ী কিছু করার অধিকার আছে। তবে সে অধিকার যেন অন্যের কোনো ক্ষতির কারণ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

ক| এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর যে, একটি দেশের নাগরিক কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে।

- নির্বাচন কী?
- নির্বাচন কখন হয়?
- কারা ভোট প্রদানে অংশগ্রহণ করতে পারেন?

খ| এসো লিখি

প্রতিটি রাজনৈতিক অধিকারের একটি করে উদাহরণ লেখ। 'আমার পরিবার...' দিয়ে বাক্যগুলো শুরু কর। কাজটি জোড়ায় কর।

অধিকার	উদাহরণ
নির্বাচনের অধিকার	আঠার বছর বয়স হলে আমি ভোট দিতে পারব।
মত প্রকাশের অধিকার	পরিবারের সদস্যরা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারেন।

গ| আরও কিছু করি

চারজনের ছোট দলে নিচের ভূমিকাভিনয় কর।
দুইজন শিক্ষার্থী অন্য দুইজন শিক্ষার্থীকে ভোট প্রদান করতে নিষেধ করবে।
দুইজন যুক্তিসহকারে তাদের নির্বাচনের অধিকারের কথা বলবে।
এই অভিনয় থেকে কী শিখলে?

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর।
ভোট দেওয়ার অধিকার গুরুত্বপূর্ণ কারণ ....।

পাঠ ৩: রাজনৈতিক অধিকার

পৃষ্ঠা ২০-২১

শিখনফল :

৪.১.১ নাগরিক কাকে বলে তা বলতে পারবে।
৪.১.২ নাগরিক অধিকার কী তা বলতে পারবে।
৪.১.৩ নাগরিক হিসেবে নিজের অধিকার বর্ণনা করতে পারবে।
৪.২.১ নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৪.২.২ নিজের অধিকার অর্জনে সচেতন হবে।
৪.২.৩ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যের অধিকার বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে।

শিখন উপকরণ :

২০-২১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- এই পাঠটির আলোচ্য বিষয় নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন, সরকার কীভাবে কাজ করে এবং নাগরিকেরা কীভাবে সরকারের কাজে ভূমিকা রাখে/অংশ নেয় সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা আছে কিনা?
  এরপর নির্বাচন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দিন। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ কীভাবে সরকার গঠনে অংশ নেয়। নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘনের যেকোনো উদাহরণ দিতে পারেন।

- শ্রেণিতে ২০ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এখানে পাঁচটি রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা আছে। প্রতিটি অধিকার পড়ানোর পর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সেই অধিকার সম্পর্কে তারা কী উপলব্ধি করে, তা জানতে চান।

ক| এসো বলি

এখন ২১ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ‘এসো বলি’ অংশের কাজটি করান।
সকল শিক্ষার্থী যেন রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। কাজটিতে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে, শিক্ষার্থীরা যেন সেগুলো সহজে বুঝতে পারে সেজন্য তাদের পরিচিত স্থানীয় কোনো নির্বাচনের উদাহরণ দিতে পারেন।

পর্যালোচনা :

কীভাবে দেশের শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের অংশগ্রহণের ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক সুরক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে, তা আরেকবার সংক্ষেপে বলুন।

পাঠ ৪: রাজনৈতিক অধিকার

পৃষ্ঠা ২০-২১

শিখনফল :

৪.১.১ নাগরিক কাকে বলে তা বলতে পারবে।
৪.১.২ নাগরিক অধিকার কী তা বলতে পারবে।
৪.১.৩ নাগরিক হিসেবে নিজের অধিকার বর্ণনা করতে পারবে।
৪.২.১ নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৪.২.২ নিজের অধিকার অর্জনে সচেতন হবে।
৪.২.৩ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যের অধিকার বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে।

শিখন উপকরণ :

২০-২১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক অধিকারের যে উদাহরণগুলো সম্পর্কে শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন।

খ | এসো লিখি

শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। প্রতিটি জোড়ায় পাঁচটি রাজনৈতিক অধিকারের উদাহরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে বলুন। আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের বলুন নিজেদের পরিবারের রাজনৈতিক অধিকারগুলোর কথা ভাবতে।

আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদের নিজেদের খাতায় উদাহরণগুলো লিখতে বলুন। শিক্ষার্থীরা যেন 'আমার পরিবার' দিয়ে বাক্য শুরু করে, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

গ | আরও কিছু করি

এই কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের চার জনের ছোট দলে ভাগ করে দিন। নির্বাচন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা বড়দের মতো একটি বিষয়ে নাটক তৈরি করবে এবং তা অভিনয় করবে।

এই কাজটিতে শিক্ষার্থীদের বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য শিক্ষকের সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটিতে যে প্রশ্ন দেওয়া আছে, তার উত্তরে ২০ নম্বর পৃষ্ঠার যে কোনো বক্সের বক্তব্য গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন-বাক্যটি হতে পারে 'ভোট দেওয়ার অধিকার গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রত্যেক নাগরিকের নির্বাচনের অধিকার আছে।' একইভাবে এটি হতে পারে '... প্রত্যেক নাগরিকের মতপ্রকাশের অধিকার আছে' অথবা '... আইনের চোখে সবার অধিকার সমান।'

পর্যালোচনা :

রাজনৈতিক অধিকারের উপর এই পাঠের কাজগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা কী শিখেছে, তা আরেকবার বলুন। শিক্ষার্থীদের জানান, যদিও রাজনৈতিক অধিকারগুলো প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, তবুও তাদের এগুলো জানা প্রয়োজন কারণ বড় হয়ে তারা এই অধিকারগুলো পাবে।

৩ অর্থনৈতিক অধিকার

জীবনধারণের জন্য কোনো কাজ করে আয় রোজগার করার অধিকারকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। সুষ্ঠুভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য এ অধিকারগুলো প্রয়োজন। নিচে উল্লিখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আমরা জানব।

আয় রোজগার করার অধিকার

সকল নাগরিকের স্বাধীনভাবে চাকরি বা ব্যবসা বা অন্য কাজ করে আয় রোজগারের অধিকার আছে।

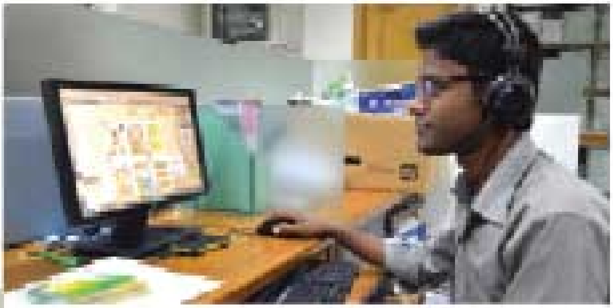

ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার

যেকোনো কাজ করে সবার ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার আছে।

সম্পত্তির অধিকার

প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ করার অধিকার আছে।

অবকাশ ছুটি লাভের অধিকার

যে যেখানেই কাজ করুন, সবারই কর্মক্ষেত্রে অবকাশ ছুটি পাওয়ার অধিকার আছে।

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর :

- কাজ করা প্রয়োজন কেন?
- ন্যায্য মজুরি বলতে কী বোঝায়?
- কাজের মাঝে অবকাশ ছুটি লাভের প্রয়োজনীয়তা কী?

খ | এসো লিখি

প্রতিটি অর্থনৈতিক অধিকারের একটি করে উদাহরণ লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

অধিকার	উদাহরণ
আয় রোজগার করার অধিকার	কৃষক কৃষিকাজ করে আয় করেন অথবা ....
ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার	শ্রমজীবী মানুষ শ্রমের বিনিময়ে মজুরি লাভ করেন....

গ | আরও কিছু করি

তোমার এলাকায় কোন কোন পেশাজীবী বাস করেন তার একটি তালিকা তৈরি কর। তাদের ছবি সংগ্রহ করে/এঁকে একটি পোস্টার বানাও।

ঘ | যাচাই করি

নিচের কোনটি কোন অধিকার তা ছকের নির্ধারিত স্থানে লেখ।

শিক্ষা মজুরি ভোট বাসস্থান ভাষা অবকাশ যাপন

সামাজিক অধিকার	রাজনৈতিক অধিকার	অর্থনৈতিক অধিকার

পাঠ ৫: অর্থনৈতিক অধিকার

পৃষ্ঠা ২২-২৩

শিখনফল :

৪.১.১ নাগরিক কাকে বলে তা বলতে পারবে।
৪.১.২ নাগরিক অধিকার কী তা বলতে পারবে।
৪.১.৩ নাগরিক হিসেবে নিজের অধিকার বর্ণনা করতে পারবে।
৪.২.১ নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৪.২.২ নিজের অধিকার অর্জনে সচেতন হবে।
৪.২.৩ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যের অধিকার বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে।

শিখন উপকরণ :

২২-২৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শ্রেণিতে অর্থনৈতিক অধিকারের ধারণা দিন। শিক্ষার্থীদের বলুন যে, সমাজে অর্থনৈতিক অধিকারের বিষয়টি অর্থ ও কাজের সাথে সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক অধিকারের বিষয়টিও শিশুদের চেয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের সাথেই বেশি সম্পর্কিত। কিন্তু সমাজ সম্পর্কে জানতে হলে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কেও জানা উচিত।

- শ্রেণিতে ২২ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন।
  এই পৃষ্ঠাটিতে চারটি অর্থনৈতিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি অধিকার পড়ানো শেষে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সেই সম্পর্কে মতামত জানতে চান।

ক| এসো বলি

এবার ২৩ নম্বর পৃষ্ঠার 'এসো বলি' কাজটি শিক্ষার্থীদের করান। এই কাজটি করানোর সময় সমাজের সকল অর্থনৈতিক বিষয়াবলি আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন কীভাবে নিজে বেঁচে থাকার জন্য ও পরিবারের সদস্যদের সাহায্য করার জন্য সকল প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের অর্থ উপার্জন করা উচিত।
কাজটি করানোর সময় আত্ম-কর্মসংস্থান এবং অন্যের অধীনে কাজ বা চাকরি করার মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে।

পর্যালোচনা :

কাজ এবং উপার্জন করার অর্থনৈতিক অধিকারের উপর শিক্ষার্থীরা এই পাঠে যা শিখেছে, তা আরেকবার সংক্ষেপে বলুন।

পাঠ ৬: অর্থনৈতিক অধিকার

পৃষ্ঠা ২২-২৩

শিখনফল :

৪.১.১ নাগরিক কাকে বলে তা বলতে পারবে।
৪.১.২ নাগরিক অধিকার কী তা বলতে পারবে।
৪.১.৩ নাগরিক হিসেবে নিজের অধিকার বর্ণনা করতে পারবে।
৪.২.১ নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৪.২.২ নিজের অধিকার অর্জনে সচেতন হবে।
৪.২.৩ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যের অধিকার বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে।

শিখন উপকরণ :

২২-২৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিক অধিকারের উপর যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। এবার শিক্ষার্থীদের বলুন জোড়ায় প্রতিটি অর্থনৈতিক অধিকারের একটি করে উদাহরণ খুঁজে বের করতে। এবার শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ খাতায় উদাহরণগুলো লিখতে বলুন।

গ| আরও কিছু করি

এই কাজটিতে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ এলাকায় যেসব পেশার মানুষ বাস করেন, সেসব পেশার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে একটি পোস্টার তৈরি করতে বলা হয়েছে। পোস্টারটির সাথে এই বইয়ের সপ্তম অধ্যায় অর্থাৎ 'কাজের মর্যাদা' শীর্ষক অধ্যায়ের আলোচনার অনেক মিল রয়েছে।
পোস্টারগুলোর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের চারপাশের এলাকার বিভিন্ন কাজ ও পেশা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ দক্ষতা তৈরি হবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটিতে শ্রেণিকরণ ও পড়ে অনুধাবন করার দক্ষতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কাজে দেওয়া ছকটিতে তিনটি শিরোনাম দেওয়া আছে, ছকের উপরের শব্দগুলো সঠিক শিরোনামের নিচে লিখতে বলুন।

পর্যালোচনা :

এ অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা আরেকবার সংক্ষেপে বলুন। শিক্ষার্থীদের তৈরি করা পোস্টারগুলো শ্রেণিতে বিনিময় করুন। এর মাধ্যমে তারা একে অপরের ধারণা ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

মূল্যায়নঃ

নিম্নের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে অথবা শিক্ষক নিজে প্রশ্ন তৈরি করে মূল্যায়ন করবেন।

১. রাজনৈতিক অধিকারগুলো লেখ।
২. নির্বাচন কী? কারা ভোট প্রদান করতে পারেন?
৩. নাগরিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? অধিকারগুলো লেখ।
৪. আইনের চোখে সবাই সমান–এটি কোন অধিকার?

অধ্যায় ৫

মূল্যবোধ ও আচরণ

১ ভালো হওয়া ও ভালো কাজ করা

পূর্বের অধ্যায়ে অধিকারগুলো সম্পর্কে আমরা জেনেছি। এই অধ্যায়ে মূল্যবোধ ও ভালো আচরণের জন্যে আমাদের নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো কী তা জানব।

আমরা জানি আমাদের সকলেরই পরস্পরের প্রতি ভালো আচরণ করা এবং ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। এ ভালো আচরণ করাই হলো নৈতিক গুণ। আমাদের সবারই নৈতিক গুণের অধিকারী হতে হবে।

মূল্যবোধ

মূল্যবোধ হলো আমাদের ভিতরের নৈতিক গুণাবলি। আমরা যে ধরনের আচরণ করে থাকি তা আমাদের নৈতিক গুণাবলি বা মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা আমাদের পরিবার, সমাজ ও বিদ্যালয় থেকে মূল্যবোধের শিক্ষা পাই। নিচে এর কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

মূল্যবোধ	ফলাফল
সততা	অন্যরা আমাদের বিশ্বাস করেন।
ন্যায়নিষ্ঠা	আমরা সকল বন্ধুর প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করি।
শৃঙ্খলা	আমরা সঠিক আচরণ করি ও নিয়ম মেনে চলি।
নম্রতা	অন্যরা আমাদের শ্রদ্ধা করেন।

আচরণ

ভালো আচরণের মাধ্যমে আমরা একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারি। এখানে কয়েকটি ভালো আচরণের উদাহরণ দেওয়া হলো :

- ছোটদের দেখাশোনা করা;
- বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ;
- প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করা;
- কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা;

ক | এসো বলি

পাঠে দেওয়া প্রতিটি মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর। এগুলো ছাড়াও আরও কিছু মূল্যবোধের উদাহরণ দাও। প্রতিটি মূল্যবোধ কোন কোন ভালো আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে তার উদাহরণ দাও।

খ | এসো লিখি

বাড়িতে কী কী ভালো কাজ করা যায় তার উদাহরণ লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

গ | আরও কিছু করি

মাঝে মাঝে আমরা ভালো আচরণের পরিবর্তে খারাপ আচরণ করে ফেলি। ভালো এবং খারাপ আচরণের প্রভাব কেমন হতে পারে, তা নিয়ে ছোট দলে ভূমিকাভিনয় কর।

ঘ | যাচাই করি

ভালো কাজগুলোর পাশে টিকচিহ্ন (✓) এবং করা উচিত নয় এমন কাজগুলোর পাশে ক্রসচিহ্ন (X) দাও।

আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করেন তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা।	
কোনো সহপাঠী পেনসিল আনতে ভুলে গেলে তাকে নিজের পেনসিল দিয়ে সাহায্য করা।	
পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নানা কাজে সাহায্য করা।	
অন্যদের মনে কষ্ট দেওয়া।	
একজন অন্ধলোক রাস্তা পার হওয়ার সময় তাকে সাহায্য না করা।	
নিজের কাজ নিজে করা।	

অধ্যায় ৫: মূল্যবোধ ও আচরণ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৮.১. নৈতিক ও সামাজিক গুনাবলি অর্জন করার গুরুত্ব বুঝতে ও এগুলো অর্জনে সচেষ্ট হবে ও বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করবে ।

শিখনফল :

৮.১.১ নৈতিক গুনাবলি অর্জন করার গুরুত্ব বুঝতে ও এগুলো অর্জনে সচেষ্ট হবে ও বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করবে ।

৮.১.২ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গুণাবলি অর্জনের চর্চা করবে।

৮.১.৩ ভালো ও মন্দের পার্থক্য করতে পারবে।

৮.১.৪ বাস্তব জীবনে এসব গুণাবলির চর্চা করবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৪টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: ভালো হওয়া ও ভালো কাজ করা

পৃষ্ঠা ২৪-২৫

শিখনফল :

৮.১.১ নৈতিক ও সামাজিক গুনাবলি অর্জন করার গুরুত্ব বুঝতে ও এগুলো অর্জনে সচেষ্ট হবে ও বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করবে ।

৮.১.২ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গুণাবলি অর্জনের চর্চা করবে।

৮.১.৩ ভালো ও মন্দের পার্থক্য করতে পারবে।

৮.১.৪ বাস্তব জীবনে এসব গুণাবলির চর্চা করবে।

শিখন উপকরণ :

২৪-২৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীদের ভালো হওয়া ও ভালো কাজ করার মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে বলুন। শিক্ষার্থীদের বলুন যে ভালো হওয়া নৈতিক গুণের সাথে সম্পর্কিত, ঠিক তেমনি ভালো কাজ করার বিষয়টি সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত। এই বিষয়টিকে অন্যভাবে বলতে পারেন এভাবে যে, ভালো হওয়ার বিষয়টি মূল্যবোধ এবং ভালো কাজ করার বিষয়টি আচরণের সাথে সম্পর্কিত।

- শ্রেণিতে ২৪ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় মূল্যবোধ ও আচরণ সম্পর্কে লেখা আছে। প্রতিটি বিষয় পড়ানো শেষে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চান।

ক| এসো বলি

২৫ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। কাজটি করা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে মূল্যবোধ সর্ম্পকে স্পষ্ট ধারনা দিতে হবে। আলোচনা চলাকালীন শিক্ষক বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন। পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত মূল্যবোধের উদাহরণ কিছু দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করুন। এই কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত নৈতিক গুণাবলি বা মূল্যবোধ সম্পর্কে জানতে পারবে। তাছাড়া এরকম আরও নৈতিক গুণাবলির উন্নয়ন কীভাবে করা যায়, সে সম্পর্কে জানতে পারবে।

পর্যালোচনা :

আজকের পাঠে শিক্ষার্থীরা মূল্যবোধ ও আচরণ সম্পর্কে যা শিখেছে, তা সংক্ষেপে আরেকবার বলুন। তাছাড়া তারা ভালো হওয়া ও ভালো কাজ করার মধ্যে যে পার্থক্যগুলো শিখেছে, সেগুলোও সংক্ষেপে বলুন। এই পাঠের 'এসো বলি' কাজটি মূল্যবোধ ও আচরণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা বুঝতে সহায়তা করবে।

পাঠ ২ঃ ভালো হওয়া ও ভালো কাজ করা

পৃষ্ঠা ২৪-২৫

শিখনফল :

৮.১.১ নৈতিক গুনাবলি অর্জন করার গুরুত্ব বুঝতে ও এগুলো অর্জনে সচেষ্ট হবে ও বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করবে।

৮.১.২ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গুণাবলি অর্জনের চর্চা করবে।

৮.১.৩ ভালো ও মন্দের পার্থক্য করতে পারবে।

৮.১.৪ বাস্তব জীবনে এসব গুণাবলির চর্চা করবে।

শিখন উপকরণ :

২৪-২৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে ভালো হওয়া ও ভালো কাজ করা বিষয়ে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের কাছে মূল্যবোধ ও আচরণের পার্থক্য জিজ্ঞাসা করুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। তারপর বাড়িতে যে ধরনের ভালো কাজগুলো করা হয়, সেগুলো সম্পর্কে তাদের আলোচনা করতে বলুন। আলোচনার সময় শিক্ষক লক্ষ রাখবেন প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। প্রয়োজনে শিক্ষক তাদের সহায়তা করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের নিজেদের খাতায় সেগুলো লিখতে বলুন।

গ| আরও কিছু করি

এই কাজটি করানোর জন্য শিক্ষার্থীদের ছোট দলে ভাগ করে দিন। এই ভূমিকাভিনয়টির বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা দিন। ভালো আচারণের পরিবর্তে আমরা অনেক সময় খারাপ আচারণ করে ফেলি। ভালো আচারণের প্রভাব কী? খারাপ আচারণের প্রভাব কী? তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন, তাহলে শিক্ষার্থীদের অভিনয় করতে সুবিধা হবে।

ঘ| যাচাই করি

শিক্ষার্থীরা 'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে ছকে উল্লিখিত ভালো কাজগুলোর পাশে টিক চিহ্ন ও যেগুলো করা উচিত নয়, সেই কাজগুলোর পাশে ক্রস চিহ্ন দিবে। এ কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভালো ও খারাপ কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।

পর্যালোচনা :

এ অধ্যায়ের প্রথম বিষয়বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মূল্যবোধ ও আচরণ সম্পর্কে যা শিখেছে, তা সংক্ষেপে বলুন। বিভিন্ন কাজ এবং প্রশ্নের মাধ্যমে নৈতিক গুণাবলি ও সামাজিক কাজের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাই করুন।

২ একটি ঘটনা পড়ি

আমরা এই পাঠে আমাদের বয়সী রিপার জীবন সম্পর্কে জানব। প্রতিদিন রিপাকে বিভিন্ন কাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একটি হলো ভালো কাজ যা করা উচিত অপরটি হলো যা করা উচিত নয় এমন কাজ। নিচের ছকটি দেখ। সেখানে কাজের তালিকা দেওয়া আছে। তালিকাটি থেকে ভালো কাজের সিদ্ধান্তের পাশে টিকচিহ্ন (✓) এবং করা উচিত নয় এমন কাজের পাশে ক্রসচিহ্ন (X) দাও।

	সকালে রিপা ঘুম থেকে উঠে।	সে দেরি করে ঘুমাতে যায়।	
	খাবার তৈরি করতে সাহায্য করে।	খাওয়ার পর থালা বাটি যেখানে সেখানে রেখে দেয়।	
	বিদ্যালয়ে সে দেরি করে উপস্থিত হয়।	রিপা বিদ্যালয়ে সঠিক সময়ে আসে।	
	তার বন্ধুদের এড়িয়ে চলে।	বন্ধুদের প্রতি সে সদয় থাকে।	
	শিক্ষকের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করে।	সহপাঠীদের নিয়ে হাসাহাসি করে।	
	না বলে সহপাঠীর কলম নেয়।	সে শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার রাখে।	
	শ্রেণিকক্ষ থেকে দৌড়ে বের হয়ে যায়।	ছুটির পর সহপাঠীদের জন্য অপেক্ষা করে।	
	প্রতিবেশীদের সাহায্য করে।	প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে।	
	সে বাড়িতে অনেক আওয়াজ করে।	দাদুকে সময়মতো ওষুধ দেয়।	
	ভাইবোনদের পড়ালেখায় সাহায্য করে।	বাড়িতে সে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে।	

আমাদের সবার উচিত ভালো কাজ করা

ক| এসো বলি

রিপার ভালো কাজের সিদ্ধান্তগুলো শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে জোড়ায় আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

নিচের শব্দগুলো সঠিক স্থানে লেখ। কাজটি জোড়ায় কর। মনে রেখ, **মূল্যবোধ** হলো বিশ্বাস এবং **আচরণ** হলো তার প্রকাশ বা কাজ।

সদয় আচরণ	**বিবেচনা করা**	**অন্যদের সাহায্য করা**
সময়ানুবর্তিতা	**সত্যবাদিতা**	**সবার সাথে ভাগ করে খাবার খাওয়া**

মূল্যবোধ	ভালো আচরণ

গ| আরও কিছু করি

এসো লিখিতে দেওয়া তালিকাটি ছাড়া আরও কিছু মূল্যবোধ ও ভালো আচরণের তালিকা তৈরি কর।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও।

নিচের কোনটি মূল্যবোধের উদাহরণ?

ক. বিপদে সাহায্য করা

খ. সবার সাথে মিলেমিশে থাকা

গ. সবাইকে অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া

ঘ. সত্যবাদিতা

পাঠ ৩: একটি ঘটনা পড়ি
পৃষ্ঠা ২৬-২৭

শিখনফল :

৮.১.১ নৈতিক গুনাবলি অর্জন করার গুরুত্ব বুঝতে ও এগুলো অর্জনে সচেষ্ট হবে ও বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করবে।
৮.১.২ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গুণাবলি অর্জনের চর্চা করবে।
৮.১.৩ ভালো ও মন্দের পার্থক্য করতে পারবে।
৮.১.৪ বাস্তব জীবনে এসব গুণাবলির চর্চা করবে।

শিখন উপকরণ :

২৬-২৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শ্রেণিতে নৈতিক গুণাবলি ও সামাজিক কাজের মধ্যে পার্থক্যগুলো পুনরালোচনা করুন। এই পাঠে সামাজিক কাজ এবং কীভাবে আমরা ভালো ও খারাপ কাজকে আলাদা করতে পারি, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ভালো ও মন্দ কাজের ধারণা এমন ভাবে প্রদান করতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত ভালো-মন্দের তালিকার বাইরে নিজে ও একটি তালিকা তৈরি করে তাদের শ্রেণিকক্ষে বলতে বলুন।

- শ্রেণিতে ২৬ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠার তালিকা সম্পর্কে বলুন যে, প্রতিদিনই এমন সব কাজ থেকে আমাদের বেছে নিতে হয় আমরা কোনটা করব। শ্রেণিতে এই ঘটনাটি থেকে রিপাকে তার প্রতিদিনের কাজ বেছে নিতে সাহায্য করুন।

ক| এসো বলি

২৭ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ‘এসো বলি’ অংশের কাজটি করান। এই কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন এবং আলোচনা করতে বলুন। রিপার ভালো কাজের সিদ্ধান্তগুলো শ্রেণিতে আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীরা কী কী কারণে ভালো বা খারাপ কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়, সে বিষয়ে তাদের ব্যক্তিগত মতামত ও প্রকাশ করতে বলুন। শিক্ষার্থীরা কোন কোন ধরনের খারাপ কাজ করে এবং কী কারণে করে, তা নিজেরা মূল্যায়ন করতে পারবে।

পর্যালোচনা :

আজকের পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা সামাজিক কাজ পছন্দ করার বিষয়ে কী শিখেছে, তা আরেকবার সংক্ষেপে বলুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন, তাদের পছন্দ নির্ধারণের পেছনে যে কারণগুলো রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে তারা কী শিখেছে।

পাঠ ৪: একটি ঘটনা পড়ি

পৃষ্ঠা ২৬-২৭

শিখনফল :

৮.১.১ নৈতিক গুনাবলি অর্জন করার গুরুত্ব বুঝতে ও এগুলো অর্জনে সচেষ্ট হবে ও বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করবে।

৮.১.২ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গুণাবলি অর্জনের চর্চা করবে।

৮.১.৩ ভালো ও মন্দের পার্থক্য করতে পারবে।

৮.১.৪ বাস্তব জীবনে এসব গুণাবলির চর্চা করবে।

শিখন উপকরণ :

২৬-২৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আমরা কীভাবে সামাজিক কাজগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাছাই করি, সে বিষয়ে আগের পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন।

খ | এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। এটি মূল্যবোধ ও আচরণের পার্থক্যের উপর একটি সহজ পরীক্ষা। এই মূল্যবোধগুলো হচ্ছে দয়া, বিবেক/বিবেচনা এবং সত্যবাদিতা; ভালো আচরণমূলক সামাজিক কাজগুলো হচ্ছে অন্যদের সাহায্য করা, সময়ানুবর্তী হওয়া, খাবার ভাগাভাগি করে খাওয়া ইত্যাদি।

গ | আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে শুধু ভালো কাজ বেছে নেওয়ার কাজটি কতটা কঠিন। এমনকি কোনো কাজ করার পরও হয়ত কোনো কারণে আমরা বুঝতে পারি যে কাজটি ভালো ছিল না। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, শুধু ভালো কাজ করার তালিকা তৈরি বিরক্তিকর কিনা।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে শিক্ষার্থীরা ছকে উল্লিখিত ভালো কাজগুলোর পাশে টিক চিহ্ন ও যেগুলো করা উচিত নয়, সেই কাজগুলোর পাশে ক্রস চিহ্ন দিবে। এ কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভালো ও খারাপ কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।

পর্যালোচনা :

এ অধ্যায়ে মূল্যবোধ ও আচরণের মধ্যে পার্থক্য এবং কীভাবে আমরা ভালো সামাজিক কাজের মাধ্যমে আরও ভালো নৈতিক গুণ অর্জন করতে পারি-সে বিষয়ে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন।

মূল্যায়ন:

নিম্নের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে অথবা শিক্ষক নিজে প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন ।

১. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়?
২. কয়েকটি ভালো আচরণের উদাহরণ দাও ।
৩. মূল্যবোধ ও আচরণের মধ্যে পার্থক্য কী?

অধ্যায় ৬

পরমতসহিষ্ণুতা

১ অধিকাংশের মত গ্রহণ

মিতু ও রাতুলের কথা শুনি :

আমরা নিজেদের **মত প্রকাশ করব**।
আমরা অন্যের মত **শুনব**।
সবার মতামতকে শ্রদ্ধা করব।

আমরা অধিকাংশের মতামত **গ্রহণ** করব।

অন্যের মতকে সম্মান করাকে বলে পরমতসহিষ্ণুতা। পরমতহিষ্ণুতা একটি প্রধান সামাজিক গুণ। তাই সবার মতামত ধৈর্যসহকারে শোনা উচিত। সবার মতামতের গুরুত্ব আছে। আমাদের সবাইকে **পরমতসহিষ্ণু** হতে হবে। যেকোনো বিষয়ে বিভিন্নজনের বিভিন্ন মত থাকতে পারে। তবে অধিকাংশ মানুষ যে মতটি সঠিক মনে করেন সেটিই গ্রহণ করা উচিত। এই প্রক্রিয়াকে **গণতন্ত্র** বলা হয়। আমাদের উচিত অধিকাংশের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া। এই প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ আছে।

মত প্রকাশ → শোনা → সিদ্ধান্ত নেওয়া

বাড়ি

বাড়িতে কে কোন কাজ করবে সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ, শোনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন, কী রান্না করা হবে ইত্যাদি।

বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ে যে পরিস্থিতিতে মতামত প্রকাশ, শোনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে-তা হলো:

- মাঠে কোন খেলাটি খেলা হবে;
- শ্রেণিতে কে কোথায় বসব;
- কোন বিষয়টি পড়ব।

ক | এসো বলি

'বিদ্যালয়ে' যে তিনটি পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে শিক্ষকের সহায়তায় সেগুলো থেকে যেকোনো একটি পরিস্থিতি বাছাই কর ও মতামত দাও।

- মত প্রকাশ করা
- পরস্পরের মতামত শ্রদ্ধার সাথে শোনা
- অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া

খ | এসো লিখি

বাড়িতে কে কোন কাজ করবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি পরিকল্পনা কর। নিচে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ধাপগুলো লেখ।

মতামত প্রকাশ	
শোনা	
সিদ্ধান্ত নেওয়া	

গ | আরও কিছু করি

এমন একটি পরিস্থিতির কথা ভাব যেখানে প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা মত আছে। নিজের মত প্রকাশ কর এবং অন্যদের মতামত ধৈর্য সহকারে শোন। এরপর অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। সম্পূর্ণ বিষয়টি ছোট দলে ভূমিকাভিনয় করে দেখাও।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও।

অন্যেরা যখন মত প্রকাশ করে তখন আমাদের কী করা উচিত?

ক) কথা বলা
খ) জোরে আওয়াজ করা
গ) ধৈর্যসহকারে শোনা
ঘ) নিজের খুশি মতো কাজ করা

অধ্যায় ৬: পরমতসহিষ্ণুতা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৭.১ বাড়িতে ও শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন কাজে ও বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করবে।
৭.২ অন্যের মতামত ধৈর্যসহ শুনবে ও শ্রদ্ধা করবে।
৭.৩ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অর্জন করবে।

শিখনফল :

৭.১.১ পরমতসহিষ্ণুতা কী বলতে পারবে।
৭.১.২ পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবে।
৭.১.৩ সকলের যে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার আছে, সে সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.১.৪ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে নিজের মত প্রকাশ করবে।
৭.২.১ অন্যকে মত প্রকাশের সুযোগ দেবে।
৭.২.২ বন্ধু, খেলার ও পড়ার সাথি এবং অন্যদের মতকে সম্মান করবে।
৭.২.৩ কোনো বিষয়ে অধিকাংশের মতামতকে যে গ্রহন করতে হয় সে সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.৩.১ অধিকাংশের মতামতকে গ্রহণ করবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৪টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: অধিকাংশের মত গ্রহণ

পৃষ্ঠা ২৮-২৯

শিখনফল :

৭.১.১ পরমতসহিষ্ণুতা কী বলতে পারবে।
৭.১.২ পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবে।
৭.১.৩ সকলের যে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার আছে, সে সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.১.৪ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে নিজের মত প্রকাশ করবে।
৭.২.১ অন্যকে মত প্রকাশের সুযোগ দেবে।
৭.২.২ বন্ধু, খেলার ও পড়ার সাথি এবং অন্যদের মতকে সম্মান করবে।
৭.২.৩ কোনো বিষয়ে অধিকাংশের মতামতকে যে গ্রহন করতে হয় সে স ম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.৩.১ অধিকাংশের মতামতকে গ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

২৮-২৯ পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শ্রেণিতে ‘পরমতসহিষ্ণুতা’ শব্দটির ধারণা দিন। শিক্ষার্থীদের সহজে বোঝানোর জন্য বলতে পারেন, ‘পরমতসহিষ্ণুতা’ শব্দটির অর্থ অন্যদের মতামত শোনা ও সম্মান করা।
  শিক্ষার্থীদের কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারেন এভাবে-
  ১. শ্রেণিতে কি এটি সবসময় ঘটে?
  ২. সমাজে কি এটি সবসময় ঘটে?
  এটি যখন ঘটে এবং যখন ঘটে না, তখনকার কিছু উদাহরণ জানতে চান শিক্ষার্থীদের কাছে।

- এরপর শ্রেণিতে ২৮ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতার উদাহরণ দেওয়া আছে, প্রতিটি ক্ষেত্র পড়ানো শেষে শিক্ষার্থীদের মতামত জিজ্ঞাসা করুন। বোর্ডে মত প্রকাশ করা, শোনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এই শিরোনাম তিনটি লিখতে পারেন।

ক| এসো বলি

২৯ নম্বর পৃষ্ঠার ‘এসো বলি’ কাজটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ-মত প্রকাশ, শোনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর উপর একটি অভিনয়। কাজটি করানোর সময় শিক্ষার্থীদের তিনটি ঘটনা থেকে একটি পছন্দ করতে, তাদের চরিত্র নির্ধারণ এবং অভিনয় করতে সাহায্য করুন।

পর্যালোচনা :

পরমতসহিষ্ণুতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ধাপগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা সংক্ষেপে আরেকবার বলুন।

পাঠ ২ঃ অধিকাংশের মত গ্রহণ

পৃষ্ঠা ২৮-২৯

শিখনফল :

৭.১.১ পরমতসহিষ্ণুতা কী বলতে পারবে।
৭.১.২ পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবে।
৭.১.৩ সকলের যে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার আছে, সে সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.১.৪ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে নিজের মত প্রকাশ করবে।
৭.২.১ অন্যকে মত প্রকাশের সুযোগ দেবে।
৭.২.২ বন্ধু, খেলার ও পড়ার সাথি এবং অন্যদের মতকে সম্মান করবে।
৭.২.৩ কোনো বিষয়ে অধিকাংশের মতামতকে যে গ্রহন করতে হয় সে স ম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.৩.১ অধিকাংশের মতামতকে গ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

২৮-২৯ পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- পরমতসহিষ্ণুতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে গত পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ধাপ তিনটি কী কী?

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। কাজটিতে 'বাড়িতে' তিনটি পরিস্থিতি দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীদের বলুন জোড়ায় একটি করে পরিস্থিতি বেছে নিতে। বেছে নেওয়া হলে সেই পরিস্থিতির উপর শিক্ষার্থীদের আলোচনা করতে বলুন এবং সেই পরিস্থিতির উপর একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটিও আরেকটি ভূমিকাভিনয়। এই কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের তিনটি ধাপ সম্পর্কে আরও ভালোভাবে পরিচিত হতে পারবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটি একটি সহজ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন যার, উত্তর গ)।

পর্যালোচনা :

গত দুইটি পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন। এই দুই পাঠে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অনুধাবন চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, এইসব কাজের মাধ্যমে তাদের অনুধাবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করুন।

২ একটি ঘটনা

নিচের ঘটনাটি পড়ি :

বার্ষিক পরীক্ষা শেষে শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষককে অনুরোধ করল। শিক্ষক জানতে চাইলেন তারা শিক্ষা সফরে কোথায় যেতে চায়। কেউ বলল চিড়িয়াখানায়, আবার কেউ বলল শিশুপার্কে যাবে। অনেকেই অন্যান্য জায়গার নাম বলল। কেউই ভালো করে কারো কথা শুনছিল না। সবাই নিজ নিজ পছন্দের জায়গায় যাওয়ার জন্য হট্টগোল সৃষ্টি করতে লাগল। তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল এবং এ কারণে তারা শিক্ষা সফরে যেতে পারল না।

নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাব :

১. শিক্ষার্থীরা কেন শিক্ষা সফরে যেতে পারল না?

২. তারা কি পরস্পরের মতামত শ্রদ্ধা সহকারে শুনেছিল?

৩. শিক্ষার্থীদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত ছিল?

৪. অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে?

শ্রেণিকক্ষে গণতান্ত্রিক আচরণ চর্চা করা প্রয়োজন

ক | এসো বলি

পাশের পৃষ্ঠায় দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তিনটি ধাপ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত ছিল তা জোড়ায় আলোচনা কর ও লেখ।

মতামত প্রকাশ	
শোনা	
সিদ্ধান্ত নেওয়া	

গ | আরও কিছু করি

তোমাদের সবার আগ্রহ আছে এমন একটি বিষয় নিয়ে শ্রেণিতে বিতর্কের আয়োজন কর। বিতর্কে দুই পক্ষের মতামত সঠিকভাবে ব্যক্ত করার জন্য একজন করে বক্তা ঠিক কর। অন্যরা দুইজন বক্তার কথা শুনবে ও নিজেদের মতামত প্রকাশ করবে। সবশেষে যার বক্তব্য পছন্দ হবে তাকে ভোট দেবে। এর মাধ্যমে অধিকাংশের মতামতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও।

পরমতসহিষ্ণুতা কী?

ক. সবার মতামত গ্রহণ করা

খ. শুধু নিজের মত প্রকাশ করা

গ. নিজের মত অনুযায়ী কাজ করা

ঘ. অন্যের কথা না শোনা।

পাঠ ৩: একটি ঘটনা

পৃষ্ঠা ৩০-৩১

শিখনফল :

৭.১.১ পরমতসহিষ্ণুতা কী বলতে পারবে।
৭.১.২ পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবে।
৭.১.৩ সকলের যে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার আছে, সে সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.১.৪ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে নিজের মত প্রকাশ করবে।
৭.২.১ অন্যকে মত প্রকাশের সুযোগ দেবে।
৭.২.২ বন্ধু, খেলার ও পড়ার সাথি এবং অন্যদের মতকে সম্মান করবে।
৭.২.৩ কোনো বিষয়ে অধিকাংশের মতামতকে যে গ্রহন করতে হয় সে স ম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.৩.১ অধিকাংশের মতামতকে গ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

৩০-৩১ পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শ্রেণিতে আগের বিষয়বস্তু সম্পর্কে গত দুই পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বাড়ি এবং বিদ্যালয়ে পরমতসহিষ্ণুতার কিছু উদাহরণ তারা দিতে পারে কিনা। তাদের বলুন এই পাঠে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ধাপগুলো সম্পর্কে একটি উদাহরণ জানতে পারবে।

- এরপর শ্রেণিতে ৩০ নম্বর পৃষ্ঠার ঘটনাটি পড়ুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন, তাদের শ্রেণিতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে কিনা। তাদের মধ্যে কেউ কি এমন কোনো ঘটনার কথা বলতে পারে?

ক| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা ৩০ নম্বর পৃষ্ঠার প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনা করবে। কাজটি করানোর সময় শিক্ষার্থীদের নিজেদের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে উত্তর দিতে উৎসাহিত করুন।

পর্যালোচনা :

শ্রেণিতে পাঠে উল্লিখিত ঘটনাটি পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন, এই ঘটনাটি সাধারণ কিনা। তাদের কাছ থেকে আরও শুনতে পারেন, এরকম ঘটনা কীভাবে সমাধান করা যায়।

পাঠ ৪: একটি ঘটনা

পৃষ্ঠা ৩০-৩১

শিখনফল :

৭.১.১ পরমতসহিষ্ণুতা কী বলতে পারবে।
৭.১.২ পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবে।
৭.১.৩ সকলের যে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার আছে, সে সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.১.৪ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে নিজের মত প্রকাশ করবে।
৭.২.১ অন্যকে মত প্রকাশের সুযোগ দেবে।
৭.২.২ বন্ধু, খেলার ও পড়ার সাথি এবং অন্যদের মতকে সম্মান করবে।
৭.২.৩ কোনো বিষয়ে অধিকাংশের মতামতকে যে গ্রহন করতে হয় সে স ম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.৩.১ অধিকাংশের মতামতকে গ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

৩০-৩১ পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- গত পাঠের ঘটনাটি পুনরালোচনা করুন।

খ | এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। কাজটি গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তিনটি স্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত, তা লিখতে বলুন। পাঠের সাধারণ ঘটনাটি থেকে তারা কী শিখেছে, মূলত সেই বিষয়টিই জানতে চাওয়া হয়েছে এই কাজে।

গ | আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশে একটি বিতর্ক করতে দেওয়া হয়েছে। এই কাজটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিন্নতর একটি প্রক্রিয়াকে পরিচিত করানো হচ্ছে যেখানে দুই পক্ষের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে নিরুৎসাহিত না করে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তবে বিতর্কে উভয় দল নিজেদের মতামত যথাসম্ভব জোরালোভাবে উপস্থাপন করবে, উভয় পক্ষই প্রতিপক্ষ দলের বক্তব্য মনযোগ দিয়ে শুনবে যেন তারা ভালোভাবে তাদের যুক্তি খণ্ডন করতে পারে। বিতর্কের ফলাফল অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে একটি সহজ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে, যার উত্তর (ক)।

পর্যালোচনা :

গত দুইটি পাঠ থেকে মতামত প্রকাশের বিভিন্ন উপায়, অন্যের মতামত ধৈর্য সহকারে শোনা এবং অধিকাংশের মতামতের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের বলুন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।

মূল্যায়নঃ

নিম্নের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে অথবা শিক্ষক নিজে প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন ।

১. পরমতসহিষ্ণুতা কী?
২. প্রত্যেকের মতামত শোনা উচিত কেন?
৩. গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও ।
৪. শিক্ষার্থীরা কেন শিক্ষা সফরে যেতে পারল না?

অধ্যায় ৬: পরমতসহিষ্ণুতা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৭.১ বাড়িতে ও শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন কাজে ও বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করবে।
৭.২ অন্যের মতামত ধৈর্যসহ শুনবে ও শ্রদ্ধা করবে।
৭.৩ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অর্জন করবে।

শিখনফল :

৭.১.১ পরমতসহিষ্ণুতা কী বলতে পারবে।
৭.১.২ পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবে।
৭.১.৩ সকলের যে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার আছে, সে সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.১.৪ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে নিজের মত প্রকাশ করবে।
৭.২.১ অন্যকে মত প্রকাশের সুযোগ দেবে।
৭.২.২ বন্ধু, খেলার ও পড়ার সাথি এবং অন্যদের মতকে সম্মান করবে।
৭.২.৩ কোনো বিষয়ে অধিকাংশের মতামতকে যে গ্রহন করতে হয় সে সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.৩.১ অধিকাংশের মতামতকে গ্রহণ করবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৪টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: অধিকাংশের মত গ্রহণ

পৃষ্ঠা ২৮-২৯

শিখনফল :

৭.১.১ পরমতসহিষ্ণুতা কী বলতে পারবে।
৭.১.২ পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবে।
৭.১.৩ সকলের যে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার আছে, সে সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.১.৪ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে নিজের মত প্রকাশ করবে।
৭.২.১ অন্যকে মত প্রকাশের সুযোগ দেবে।
৭.২.২ বন্ধু, খেলার ও পড়ার সাথি এবং অন্যদের মতকে সম্মান করবে।
৭.২.৩ কোনো বিষয়ে অধিকাংশের মতামতকে যে গ্রহন করতে হয় সে স ম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.৩.১ অধিকাংশের মতামতকে গ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

২৮-২৯ পৃষ্ঠা

অধ্যায় ৭
কাজের মর্যাদা

১ শ্রমজীবী

সমাজের নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের পেশার মানুষ রয়েছে। প্রত্যেক পেশার মানুষ শ্রম দিয়ে থাকেন। এই শ্রমজীবীগণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে সাহায্য করেন। তাই সব ধরনের পেশাকে আমাদের মর্যাদা দিতে হবে। এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা বিভিন্ন শ্রমজীবীর পেশা সম্পর্কে জানব।

কারখানার শ্রমিক

পাশের ছবিতে একটি কারখানায় পোশাক শ্রমিকদের দেখা যাচ্ছে। তারা দীর্ঘ সময় কাজ করে রপ্তানির জন্য পোশাক তৈরি করেন। এটি আমাদের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প।

পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পরিচ্ছন্নতাকর্মী বিদ্যালয়, অফিস, হাসপাতাল এবং রাস্তা পরিষ্কার করে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ রাখেন।

পরিবহন শ্রমিক

এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচলের জন্য এবং মালামাল পরিবহনের জন্য আমরা যানবাহন ব্যবহার করি। যেমন নৌকা, রিকশা, বাস, রেলগাড়ি, ট্রাক এবং ট্যাক্সি। এ সকল যানবাহনের জন্য চালকের প্রয়োজন। এই পেশাগুলোর সাথে জড়িত লোকজন হলো পরিবহন শ্রমিক।

ক| এসো বলি

তোমার এলাকায় কর্মরত শ্রমিকদের নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- তারা কী ধরনের কাজ করছেন : বহন, নির্মাণ বা অন্য কিছু?
- কোন কোন কাজে পুরুষের সাথে নারীরাও অংশগ্রহণ করেন?
- এই পেশাগুলো আমাদের জন্য কেন প্রয়োজন?

খ| এসো লিখি

নিচের ছকের পেশাগুলো সম্পর্কে আলোচনা কর। তারা কোথায় এবং কী কাজ করেন তা লেখ। এ ধরনের আরও একটি পেশা সম্পর্কে লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

পেশা	কাজের স্থান	কাজের ফলাফল
কারখানা শ্রমিক		
পরিচ্ছন্নতাকর্মী		
পরিবহন শ্রমিক		

গ| আরও কিছু করি

কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যাও। প্রতিটি দল চিন্তা করে বের কর কোন পেশায় কাজ করা সবচেয়ে কঠিন। এরপর তা শ্রেণিতে উপস্থাপন কর। কোন দলটি সবচেয়ে ভালো উপস্থাপন করেছে, সকলে মিলে তা নির্বাচন কর।

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

আমাদের শ্রমিকদের সম্মান করা উচিত কারণ................................... ।

অধ্যায় ৭: কাজের মর্যাদা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৬.১ শ্রমের মর্যাদা বুঝবে।
৬.২ সমাজে পেশাজীবীদের অবদান জানবে।
৬.৩ কয়েক ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা দিতে পারবে এবং সকলের কাজকে শ্রদ্ধা করবে।

শিখনফল :

৬.১.১ শ্রমের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৬.২.১ সমাজে সকল পেশাজীবীর অবদান বর্ণনা করতে পারবে।
৬.২.২ বিভিন্ন পেশাজীবীর গুরুত্ব বলতে পারবে।
৬.৩.১ নিজের হাতে কাজ করার গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।
৬.৩.২ দুই তিন ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা দিতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এই অধ্যায়কে ৬টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: শ্রমজীবী

পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

শিখনফল :

৬.১.১ শ্রমের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৬.২.১ সমাজে সকল পেশাজীবীর অবদান বর্ণনা করতে পারবে।
৬.২.২ বিভিন্ন পেশাজীবীর গুরুত্ব বলতে পারবে।
৬.৩.১ নিজের হাতে কাজ করার গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।
৬.৩.২ দুই তিন ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা দিতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- অর্থ উপার্জনের জন্য প্রতিটি মানুষকে শ্রম প্রদান করতে হয়। শ্রম অর্থ উপার্জনের চালিকা শক্তি। জীবিকা অর্জনের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ পূর্বক শ্রম প্রদান করতে হয়। এ ক্ষেত্রে শ্রমের গুরুত্ব ও পেশাজীবীর গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে ধারণা দিবেন।

- আমাদের দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে যে অধ্যায়গুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে এই অধ্যায়টি প্রথম। অর্থনীতি সম্পর্কিত অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে আমাদের দেশ অর্থনৈতিকভাবে সচল থাকতে এদেশের

শ্রম ও সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করে। সকল প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের নিজের এবং নিজের পরিবারের জন্য জীবিকা অর্জনের তাগিদে কাজ করতে হয়, এটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন। কিছু মানুষ নিজে নিজে কাজ করে, যেমন তারা নিজে পণ্য তৈরি করে অন্যদের কাছে বিক্রি করে এবং কেউ কেউ নিজে অন্যদের জন্য সেবামূলক কার্যক্রম পৌঁছে দেয়। অন্যেরা আবার অন্যদের কাছে চাকরি করে ও বিনিময়ে পারিশ্রমিক পায়। মানুষ যে ধরনের কাজই করুক না কেন, অর্থ উপার্জনের উপায় হিসেবে সব কাজকেই সমানভাবে শ্রদ্ধা করা উচিত। এ অধ্যায়ের প্রথম বিষয়বস্তু হচ্ছে শ্রমিক, শ্রমিকদের কাজ মূলত সেই সব কাজ, যেগুলোতে বেশি কায়িক শ্রম দিতে হয়, আর এ কারণে শ্রমিকদের শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হয়।

- এখন শ্রেণিতে ৩২ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এখানে কয়েক ধরনের শ্রমজীবী সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। প্রতিটি ধরন পড়ানোর পর বিভিন্ন ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন যাচাই করুন।

ক| এসো বলি

৩৩ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে শিক্ষার্থীদের ‘এসো বলি’ অংশের কাজটি করান। কাজটিতে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ এলাকার শ্রমিকদের নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছে। এ কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের আশেপাশের শ্রমিক শ্রেণির মানুষদের সম্পর্কে কতটা জানে ও তাদের সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করে, তা যাচাই করুন।

পর্যালোচনা :

শিক্ষার্থীরা শ্রমিকদের সম্পর্কে এ পাঠে যা শিখেছে, তা সংক্ষেপে আরেকবার বলুন। তারা যেন শ্রমিকদের এমন কষ্টসাধ্য কায়িক শ্রমের জন্য তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, সেই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করুন।

পাঠ ২: শ্রমজীবী

পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

শিখনফল :

৬.১.১ শ্রমের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৬.২.১ সমাজে সকল পেশাজীবীর অবদান বর্ণনা করতে পারবে।
৬.২.২ বিভিন্ন পেশাজীবীর গুরুত্ব বলতে পারবে।
৬.৩.১ নিজের হাতে কাজ করার গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।
৬.৩.২ দুই তিন ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা দিতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে শ্রমিকদের সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, শ্রমিকরা যেসব কষ্টসাধ্য কাজ করে তার জন্য তাদের কী ধরনের শারীরিক বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত।

খ | এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় আলোচনা করে ছকে দেওয়া তিন ধরনের কাজ সম্পর্কে লিখতে বলুন। এই কাজটি শিক্ষার্থীদের পেশার বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে ভাবতে আগ্রহী করে তুলবে।

গ | আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটিতে একইসাথে আলোচনা ও উপস্থাপন দক্ষতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কাজটিতে শিক্ষার্থীরা প্রথমে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পর্কে নিজেদের ধারণা বলবে/প্রকাশ করবে, এরপর অন্যদের কথা গুরুত্ব সহকারে শুনবে এবং তার মাধ্যমে অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সবচেয়ে কঠিন কাজ কোনটি, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। এই কাজটিতে একইসাথে পরমতসহিষ্ণুতা অধ্যায়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই ধাপগুলো অনুসরণ করছে কিনা, তা খেয়াল করুন।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের ধারণা থেকে বাক্যটি পূরণ করবে। এই কাজটির মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের সব ধরনের পেশা, বিশেষ করে কায়িক শ্রমনির্ভর পেশাগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করা।

পর্যালোচনা :

শিক্ষার্থীরা শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কে এই পাঠ দুইটিতে যা শিখেছে, তা সংক্ষেপে আরেকবার বলুন। তারা যেন শ্রমিকদের এমন কষ্টসাধ্য কায়িক শ্রমের জন্য তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, সেই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করুন।

২ চাকরিজীবী

এ ধরনের পেশার সাথে যারা জড়িত তারা সাধারণত অফিসে কাজ করেন। তারা আমাদেরকে প্রশাসনিক অথবা অর্থ উপার্জনমূলক কাজে সহায়তা করেন ।

অফিস কর্মী

একজন অফিস কর্মী সাধারণত অফিসে বিভিন্ন ধরনের কাজ করেন । মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করেন । অফিসের নানা কাজে তারা প্রয়োজনে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকেন ।

ব্যবসায় ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনা

ব্যবসায় ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হচ্ছে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা । স্থানীয়ভাবে দোকানে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয় । বড় ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করেন এবং রপ্তানি করেন । এ সব প্রতিষ্ঠানে অনেক লোক চাকরি করেন ।

অন্যান্য পেশাজীবী

আমাদের সমাজে এছাড়াও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পেশা আছে। যেমন, **শিক্ষক** আমাদের শিক্ষাদান করেন। **প্রকৌশলী** দালান, সড়ক ও সেতু তৈরি করেন। **ফার্মাসিস্ট** আমাদের সুস্থ রাখতে ওষুধ তৈরি করেন। **ডাক্তার** আমাদের চিকিৎসা সেবা দান করেন।

ক | এসো বলি

কী কী পেশাগত কাজ সম্পর্কে তুমি জান তা শিক্ষকের সাথে আলোচনা কর।

- এসব পেশার মানুষ কাজের সময় কি বিশেষ কোনো পোশাক পরেন?
- তারা কি কম্পিউটারে কাজ করেন?
- এসব পেশায় কাজ করতে তাদের কোনো বিশেষ পরীক্ষা দিতে হয়?

খ | এসো লিখি

নিচের দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোন কোন পেশাজীবী কাজ করেন তা লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

বিদ্যালয়	হাসপাতাল	অফিস

গ | আরও কিছু করি

তুমি বড় হয়ে কোন পেশা বেছে নিতে চাও?
তোমার বাছাই করা পেশায় কাজ করতে কী কী যোগ্যতা লাগবে?
তোমার বাছাই করা পেশায় তুমি কোথায় কাজ করবে?

ঘ | যাচাই করি

কর্মস্থলের সাথে বিভিন্ন পেশার মিল কর।

ডাক্তার	দোকান
বিক্রেতা	বিদ্যালয়
ব্যবস্থাপক	গবেষণাগার
শিক্ষক	হাসপাতাল
বিজ্ঞানী	অফিস

পাঠ ৩: চাকরিজীবী
পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫

শিখনফল :
৬.১.১ শ্রমের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৬.২.১ সমাজে সকল পেশাজীবীর অবদান বর্ণনা করতে পারবে।
৬.২.২ বিভিন্ন পেশাজীবীর গুরুত্ব বলতে পারবে।
৬.৩.১ নিজের হাতে কাজ করার গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।
৬.৩.২ দুই তিন ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা দিতে পারবে।

শিখন উপকরণ :
৩৪-৩৫নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শ্রেণিতে দ্বিতীয় পেশা 'চাকরিজীবী'দের সম্পর্কে ধারণা দিন। শিক্ষার্থীদের বলুন যে, এই পেশার মধ্যে রয়েছে সকল ধরনের 'মধ্যম পরিসরের' চাকরি। চাকরিজীবী হতে হলে কিছু শিক্ষাগত ও কারিগরি যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। চাকরিজীবীরা কাজ করেন অফিস বা অন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায়। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে চাকরিজীবী সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করুন।

- এখন শ্রেণিতে ৩৩ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এখানে কয়েক ধরনের চাকরিজীবী সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। প্রতিটি ধরন পড়ানোর পর বিভিন্ন ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন যাচাই করুন।

ক| এসো বলি

৩৪ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে শিক্ষার্থীদের 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। কাজটিতে শিক্ষার্থীদের জানা বিভিন্ন চাকরিজীবী নিয়ে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছে। এ কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের আশপাশের চাকরিজীবী শ্রেণির মানুষদের সম্পর্কে কতটা জানে ও তাদের সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করে, তা যাচাই করুন।

পর্যালোচনা :

শিক্ষার্থীরা চাকরিজীবীদের সম্পর্কে এ পাঠে যা শিখেছে, তা সংক্ষেপে আরেকবার বলুন। তাদের জিজ্ঞাসা করুন, বিভিন্ন ধরনের চাকরির উদ্দেশ্য কী এবং এগুলোর জন্য কোন কোন দক্ষতা প্রয়োজন।

পাঠ ৪: চাকরিজীবী

পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫

শিখনফল :

৬.১.১ শ্রমের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৬.২.১ সমাজে সকল পেশাজীবীর অবদান বর্ণনা করতে পারবে।
৬.২.২ বিভিন্ন পেশাজীবীর গুরুত্ব বলতে পারবে।
৬.৩.১ নিজের হাতে কাজ করার গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।
৬.৩.২ দুই তিন ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা দিতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৩৪-৩৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে চাকরিজীবীদের সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন। আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিতে চাকরিজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের জানান।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটিতে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও অফিস-এই তিন স্থানে কারা চাকরি করেন, তা লিখতে বলা হয়েছে। এই কাজটি বিভিন্ন চাকরি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বুঝতে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীদের বলুন তারা যেন চিন্তা করে উত্তর লেখে। এই কাজটায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পেশাজীবীর নাম লিখতে পারে ; যেমন- প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষক, অফিস সহকারী ইত্যাদি। তেমনিভাবে হাসপাতালের ক্ষেত্রে নার্স, ডাক্তার, রিসেপশনিস্ট আবার অফিসের ক্ষেত্রে সেক্রেটারি, ম্যানেজার/ ব্যবস্থাপক, আইটি বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটি শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। শিক্ষার্থীরা এ কাজটি করতে নিজেরা ভবিষ্যতে কোন পেশা বেছে নিতে চায়, সে সম্পর্কে বলবে/লিখবে। শিক্ষার্থীরা যাতে ভবিষ্যতের পেশা নির্ধারণে নিজেদের বাস্তবতাকে মনে রাখে এবং কীভাবে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত পেশায় প্রবেশ করবে, তা বলতে/লিখতে বলুন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। লেখার পূর্বে শিক্ষক শ্রেণিতে বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করবেন। বিষয়টি জরুরি।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটির সাথে উপরের 'এসো লিখি' অংশের কাজের মিল রয়েছে। শিক্ষার্থীরা বাম

দিকের কলামে উল্লিখিত বিভিন্ন পেশার সাথে ডান দিকের কলামে উল্লিখিত স্থানগুলো মিল করবে। যেমন-ডাক্তার হাসপাতালে কাজ করেন। তেমনিভাবে বিক্রেতা দোকানে, ব্যবস্থাপক অফিসে, শিক্ষক বিদ্যালয়ে এবং বিজ্ঞানী গবেষণাগারে কাজ করেন।

পর্যালোচনা :

গত দুই পাঠে শিক্ষার্থীরা চাকরিজীবীদের সম্পর্কে যা জেনেছে, তা সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবী মানুষ, সমাজে চাকরিজীবীদের অবদান এবং চাকরিজীবীদের যেসব দক্ষতার প্রয়োজন হয়-সংক্ষেপে শ্রেণিতে বলুন।

৩ আইন রক্ষায় নিয়োজিত পেশা

পুলিশ

সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রত্যেক নাগরিককে আইন মেনে চলতে হয়। কেউ আইন অমান্য করে অপরাধমূলক কাজ করলে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। আইন রক্ষার সাথে জড়িত বিভিন্ন পেশা সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

পুলিশ

দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশবাহিনী কাজ করেন। অপরাধীকে ধরে বিচারের সম্মুখীন করা তাদের প্রধান দায়িত্ব। ট্রাফিক পুলিশ শহরে সুষ্ঠুভাবে যানবাহন চলাচলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নিরাপদ চলাচলে তারা মানুষকে সাহায্য করেন।

আইনজীবী

বিচার কাজে আইনজীবীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তারা জনগণকে আইনি সহায়তা প্রদান করেন। বিচারের সম্মুখীন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে আদালতে মামলা পরিচালনা করেন। আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে তারা আদালতকে সাহায্য করেন।

বিচারক

যারা আইন অমান্য করেন, অপরাধমূলক কাজ করেন এবং সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করেন, পুলিশ তাদের ধরে বিচারের সম্মুখীন করেন। বিচারক বাদী এবং বিবাদী, উভয় পক্ষের কথা শোনেন। তারা বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে দোষীদের শনাক্ত করেন এবং আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করেন।

আদালত

ক| এসো বলি

পুলিশ সম্পর্কে নিচের প্রশ্নগুলো শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর ।

- তারা কী ধরনের পোশাক পরেন?
- তারা কী ধরনের কাজ করেন?
- পুলিশে কাজ করতে হলে তোমাকে কী ধরনের মূল্যবোধ অর্জন করতে হবে?

খ| এসো লিখি

কেউ যদি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন তবে পুলিশ, আইনজীবী ও বিচারকের ভূমিকা কী হবে? নিচের ছকে লেখ।

পুলিশ	
আইনজীবী	
বিচারক	

গ| আরও কিছু করি

'এসো লিখি'-তে উল্লিখিত ঘটনাটি অভিনয় কর। একজন অপরাধী, একজন আসামিপক্ষের আইনজীবী, একজন আসামির বিপক্ষের আইনজীবী এবং একজন বিচারকের ভূমিকায় অভিনয় কর।

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

আইন পেশায় আমাদের এমন মানুষ দরকার যেন .... ।

পাঠ ৫: আইনি রক্ষায় নিয়োজিত পেশা

পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭

শিখনফল :

৬.১.১ শ্রমের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৬.২.১ সমাজে সকল পেশাজীবীর অবদান বর্ণনা করতে পারবে।
৬.২.২ বিভিন্ন পেশাজীবীর গুরুত্ব বলতে পারবে।
৬.৩.১ নিজের হাতে কাজ করার গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।
৬.৩.২ দুই তিন ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা দিতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৩৬-৩৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শ্রেণিতে এবার আইনি পেশার সম্পর্কে ধারণা দিন। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন কেন আমাদের আইনি পেশার প্রয়োজন এবং কীভাবে এই পেশা সমাজকে সুশৃঙ্খল রাখতে সহায়তা করে।

- এখন শ্রেণিতে ৩৬ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এখানে কয়েক ধরনের আইনি পেশার মানুষের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। প্রতিটি পেশা পড়ানোর পর বিভিন্ন ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন যাচাই করুন।

ক| এসো বলি

৩৭ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে শিক্ষার্থীদের ‘এসো বলি’ অংশের কাজটি করান। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত পেশা পুলিশ সর্ম্পকে ধারণা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সর্ম্পকে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণা কী তা জানতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীরা পুলিশ সর্ম্পকে স্পষ্ট ধারণা লাভ করে।

পর্যালোচনা :

শিক্ষার্থীরা আইনি পেশা সম্পর্কে এ পাঠে যা শিখেছে, তা সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন।

পাঠ ৬ঃ আইনি রক্ষায় নিয়োজিত পেশা

পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭

শিখনফল

৬.১.১ শ্রমের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৬.২.১ সমাজে সকল পেশাজীবীর অবদান বর্ণনা করতে পারবে।
৬.২.২ বিভিন্ন পেশাজীবীর গুরুত্ব বলতে পারবে।
৬.৩.১ নিজের হাতে কাজ করার গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।
৬.৩.২ দুই তিন ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা দিতে পারবে।

শিখন উপকরণঃ

৩৬-৩৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- আগের পাঠে আইনি পেশা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন।

খ | এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজটিতে একটি ঘটনা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ, আইনজীবী ও বিচারকের ভূমিকা কী হবে, তা শিক্ষার্থীদের লিখতে বলা হয়েছে। এই কাজটি করার জন্য উল্লিখিত তিনটি পেশা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণার সাথে সাথে কিছু কল্পনাশক্তিরও প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন। কাজটি জোড়ায় করানো হলে বেশি ভালো কারণ তখন শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে লিখতে পারবে।

গ | আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটি উপরের 'এসো লিখি' কাজটির সাথে সম্পর্কিত। 'এসো লিখি' কাজটিতে উল্লিখিত ঘটনায় শিক্ষার্থীরা অভিনয় করবে। কাজটি বড় হওয়ায় এই পাঠের বাইরেও সময় লাগতে পারে। এই কাজটির উদ্দেশ্য সমাজে ন্যায়বিচার প্রদানে আইনি পেশার গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি করানো।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে শিক্ষার্থীদের একটি অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। এই কাজটির মাধ্যমে আইনি পেশার সাথে জড়িতদের দায়িত্ব সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ৩৬ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে বা নিজেদের অনুধাবন থেকে শিক্ষার্থীরা বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উত্তর এমন হতে

পারে-‘...সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে’, ‘... মানুষ আইন অমান্য না করতে পারে’, ‘... সমাজ ভালোমতো চলতে পারে’ বা ‘... ন্যায়বিচার প্রদান করা সম্ভব হয়’।

পর্যালোচনা :

এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা কাজের মর্যাদা সম্পর্কে যা শিখেছে তা পুনরালোচনা করুন। তাদের আরেকবার মনে করিয়ে দিন কীভাবে সকল পেশার মানুষ একইরকম সম্মানের অধিকারী।

মূল্যায়নঃ

নিম্নে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরো কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে পারেন।

১. পেশা বলতে কি বুঝ?
২. পরিচ্ছন্নতা কর্মীর কাজ কী?
৩. তুমি বড় হয়ে কোন পেশা বেছে নিতে চাও কেন?
৪. সকল পেশার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হব কেন?
৫. ৫ টি পেশার নাম উল্লেখ কর।

অধ্যায় ৮

সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ

১ সামাজিক সম্পদ

জীবনযাপনের জন্য যা কিছু আমাদের প্রয়োজন মেটায় সেসবই হচ্ছে সম্পদ। মানুষের জীবনযাপনের মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় সুযোগ সুবিধাকে সামাজিক সম্পদ বলা হয়। এই সুবিধাগুলো সরকারি বা বেসরকারিভাবে পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়

প্রত্যেক শিশুরই শিক্ষার অধিকার আছে। শিক্ষালাভ করা সামাজিক অধিকার। পড়ালেখা শিখে যাতে জীবনযাপনের মান উন্নয়ন করতে পারে এ জন্য প্রতিটি এলাকায় বিদ্যালয় আছে। গ্রামে ও শহরে বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে যেন সব শিশু পড়ালেখা শেখার সুযোগ পায়।

হাসপাতাল

হাসপাতাল হলো আরেকটি সামাজিক সম্পদ যেখানে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এখানে ডাক্তার ও নার্স রোগীদের সুস্থ হয়ে উঠতে চিকিৎসা দেন ও সেবা-যত্ন করেন।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের জন্য রয়েছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। মুসলমানদের মসজিদ, হিন্দুদের মন্দির, বৌদ্ধদের প্যাগোডা এবং খ্রিষ্টানদের জন্য আছে গির্জা।

পার্ক ও খেলার মাঠ

গ্রাম ও শহরের অনেক এলাকায় খেলার মাঠ আছে যেখানে শিশুরা খেলাধুলা করে। অনেক এলাকায় পার্ক আছে যেখানে পরিবারের সকলে ঘুরে আনন্দ লাভ করেন।

এসব সামাজিক সম্পদ আমাদের এলাকার সামাজিক পরিবেশের মানকে উন্নত করে। সমাজিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব।

ক| এসো বলি

তোমার এলাকায় কী কী সামাজিক সম্পদ আছে তা শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- তোমার এলাকায় কোন কোন বিদ্যালয় আছে?
- আশপাশে কি কোনো হাসপাতাল আছে?
- কোন কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আছে?
- কোনো পার্ক ও খেলার মাঠ আছে কি?
- এছাড়া আর কী কী সামাজিক সম্পদ আছে?

খ| এসো লিখি

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পদ তোমার এলাকায় কী সুবিধা দিচ্ছে তা লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

সামাজিক সম্পদ	বিভিন্ন সুবিধা
বিদ্যালয়	
হাসপাতাল	
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	
খেলার মাঠ	

গ| আরও কিছু করি

তোমার এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সম্পদের ছবি আঁক এবং সেগুলোর নাম লেখ। তোমার আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে থেকে যেকোনো একটি সামাজিক সম্পদ তোমার এলাকার মানুষদের কীভাবে সাহায্য করছে তা লেখ।

ঘ| যাচাই করি

আমাদের সামাজিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত কারণ.............................

....।

অধ্যায় ৮: সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৫.১ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের পরিচয়, ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন এবং সংস্কার কাজে সম্ভব মতো অংশগ্রহন করবে।

শিখনফল :

৫.১.১ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ কাকে বলে বলতে পারবে।
৫.১.২ কয়েকটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের নাম বলতে পারবে।
৫.১.৩ এলাকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
৫.১.৪ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫.১.৫ পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপচয় কেন করতে নেই বর্ণনা করতে পারবে। পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ অপচয় করা থেকে বিরত থাকবে।
৫.১.৬ এলাকার রাস্তাঘাট, পার্ক, হাসপাতাল, অফিস-আদালত, ট্রেন, বাস, গাড়ি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।
৫.১.৭ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করবে।

পাঠ বিভাজন : এই অধ্যায়কে ৬টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: সামাজিক সম্পদ

পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯

শিখনফল :

৫.১.১ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ কাকে বলে বলতে পারবে।
৫.১.২ কয়েকটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের নাম বলতে পারবে।
৫.১.৩ এলাকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
৫.১.৪ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫.১.৫ পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপচয় কেন করতে নেই বর্ণনা করতে পারবে। পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ অপচয় করা থেকে বিরত থাকবে।
৫.১.৬ এলাকার রাস্তাঘাট, পার্ক, হাসপাতাল, অফিস-আদালত, ট্রেন, বাস, গাড়ি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।
৫.১.৭ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

৩৮-৩৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শ্রেণিতে সামাজিক সম্পদের ধারণা দিন। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন, সামাজিক পরিবেশ থেকে পাওয়া সুবিধাগুলো আমাদের জীবনযাপনে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে। এই সম্পদগুলোর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সহায়তা করা। কিছু কিছু সামাজিক সম্পদ রাষ্ট্রীয় এবং কিছু কিছু ব্যক্তি মালিকানায় প্রদান করা হয়। রাষ্ট্র বা ব্যক্তি যেই প্রদান করুক না কেন, সামাজিক সম্পদগুলো সমাজকে আরও কার্যকরভাবে চলতে সাহায্য করে।

- এখন শ্রেণিতে ৩৮ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এখানে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি সম্পদ পড়ানো শেষে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন যাচাই করুন।

ক| এসো বলি

এবার ৩৯ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের এলাকার সামাজিক সম্পদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানতে চান। শিক্ষার্থীদের আরও জিজ্ঞাসা করুন তারা সামাজিক সম্পদ ও এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে আর কী কী বিষয় লক্ষ্য করেছে?

পর্যালোচনা :

এই পাঠে শিক্ষার্থীরা সামাজিক সম্পদ সম্পর্কে যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন।

পাঠ ২: সামাজিক সম্পদ

পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯

শিখনফল :

৫.১.১ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ কাকে বলে বলতে পারবে।
৫.১.২ কয়েকটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের নাম বলতে পারবে।
৫.১.৩ এলাকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
৫.১.৪ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫.১.৫ পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপচয় কেন করতে নেই বর্ণনা করতে পারবে। পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ অপচয় করা থেকে বিরত থাকবে।
৫.১.৬ এলাকার রাস্তাঘাট, পার্ক, হাসপাতাল, অফিস-আদালত, ট্রেন, বাস, গাড়ি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।
৫.১.৭ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

৩৮-৩৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

- আগের পাঠে সামাজিক সম্পদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। এরপর উল্লিখিত সামাজিক সম্পদগুলো নিজেদের এলাকায় কী কী সুবিধা দিচ্ছে, তা আলোচনা করে লিখতে বলুন। এই সম্পদগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন প্রতিফলন ঘটবে এই কাজটিতে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটি শিক্ষার্থীদের একটি ভিন্ন ধরনের উপস্থাপন দক্ষতা নিয়ে। এ কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ম্যাপিং ও আঁকার দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ রয়েছে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে শিক্ষার্থীদের একটি অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। সামাজিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে এই বাক্যটি পূরণ করতে হবে।

পর্যালোচনা :

এই দুই পাঠে শিক্ষার্থীরা সামাজিক সম্পদ সম্পর্কে যা শিখেছে তা পুনরালোচনা করুন। এই সম্পদগুলো কোথা থেকে এসেছে, সম্পদগুলোর জন্য কারা ব্যয় করে, এগুলো কীভাবে ব্যবহার করা হয় এবং এই সম্পদগুলোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব কী-সংক্ষেপে আরেকবার বুঝিয়ে বলুন।

২ রাষ্ট্রীয় সম্পদ

আরেক ধরনের সম্পদ আছে যা সরকার আমাদের ব্যবহারের জন্য তৈরি করে। এগুলোকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলা হয়। আমরা সরকারকে যে কর দিই তা দিয়ে রাষ্ট্র এই সম্পদগুলো তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

সড়ক

সরকার আমাদের চলাচলের সুবিধার জন্য সড়ক বা রাস্তা তৈরি করে এবং প্রয়োজনে এগুলো মেরামত করে। আমাদের শহরগুলোতে আছে বড় পাকা রাস্তা এবং গ্রামগুলোতে আছে কাঁচা রাস্তা। আমরা একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত এবং মালামাল আনা-নেওয়ার কাজে সড়ক ব্যবহার করি। এছাড়া সড়ক পথে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যে যানবাহনগুলো চলে তা আমরা সকলেই ব্যবহার করতে পারি।

রেলপথ

সড়কপথের মতোই আমাদের দেশে রয়েছে দীর্ঘ রেলপথ। অসংখ্য মানুষ রেলগাড়িতে চলাচল করেন। রেলগাড়িতে সহজে অনেক মালামাল আনা-নেওয়া করা যায়।

সেতু

আমাদের দেশে বড় বড় নদী আছে, তাই আমাদের অনেক সেতু দরকার। গ্রামে আছে ছোট ছোট বাঁশের তৈরি সাঁকো। অনেক নদীর উপর সড়ক ও রেলপথের জন্য দীর্ঘ সেতু আছে। আমাদের কয়েকটি দীর্ঘ সেতু হলো বঙ্গবন্ধু সেতু, চীনমৈত্রী সেতু এবং লালন-শাহ সেতু। এতে মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে। পদ্মা নদীর উপর আরেকটি বড় সেতু নির্মিত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু সেতু

ক | এসো বলি

সরকার আমাদের কী ধরনের সুবিধা দিয়ে থাকে তা শ্রেণিতে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

- তোমার বাড়ির কাছে সবচেয়ে বড় সড়ক কোনটি?
- তোমার বাড়ির সবচেয়ে কাছের রেলস্টেশন কোনটি?
- তোমার বাড়ির কাছে বড় সেতু কোনটি?
- বাস ও রেলের সাথে কোন কোন পেশা জড়িত?
- তোমরা কী সড়ক, রেলপথ, সেতু মেরামত বা তৈরি করতে দেখেছ?

খ | এসো লিখি

নিচের ছকে দেওয়া প্রত্যেক ধরনের পরিবহন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত কাজগুলো লেখ।

	বিভিন্ন ধরনের কাজ
সড়ক	সড়ক মেরামত করা,
রেল	
জলপথ	
আকাশপথ	উড়োজাহাজের টিকেট বিক্রি করা

গ | আরও কিছু করি

উপরে দেওয়া যেকোনো ধরনের পরিবহন ব্যবহার করে একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

ঘ | যাচাই করি

রাষ্ট্রীয় সম্পদের সাথে বিভিন্ন পেশার মিল কর।

সড়ক	পাইলট
বিমান	চালক
সেতু	প্রকৌশলী

পাঠ ৩: রাষ্ট্রীয় সম্পদ

পৃষ্ঠা ৪০-৪১

শিখনফল :

৫.১.১ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ কাকে বলে বলতে পারবে।
৫.১.২ কয়েকটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের নাম বলতে পারবে।
৫.১.৩ এলাকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
৫.১.৪ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫.১.৫ পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপচয় কেন করতে নেই বর্ণনা করতে পারবে। পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ অপচয় করা থেকে বিরত থাকবে।
৫.১.৬ এলাকার রাস্তাঘাট, পার্ক, হাসপাতাল, অফিস-আদালত, ট্রেন, বাস, গাড়ি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।
৫.১.৭ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

পৃষ্ঠা ৪০-৪১

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- এবার আরেক ধরনের সম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পদ সম্পর্কে শ্রেণিতে ধারণা দিন। শিক্ষার্থীদের বলুন যে রাষ্ট্র এই ধরনের সম্পদগুলো আমাদের করের টাকায় নির্মাণ করে। রাস্তাঘাট, রেলপথ ও সেতু নির্মাণের ব্যয় কে বহন করে, সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী জানে, তা যাচাই করুন। তাদের আরও জিজ্ঞাসা করুন, এই জিনিসগুলো আমাদের কেন প্রয়োজন?

- এখন শ্রেণিতে ৪০ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এখানে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি সম্পদ পড়ানো শেষে শিক্ষার্থীরা কী বুঝলো তা যাচাই করুন।

ক| এসো বলি

এবার ৪১ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ‘এসো বলি’ অংশের কাজটি করান। এই কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্থানীয় রাষ্ট্রীয় সম্পদ চিহ্নিত করবে এবং সেগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবে। এছাড়াও তারা এই সম্পদগুলোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কেও আলোচনা করবে।

পর্যালোচনা :

এই পাঠে শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রীয় সম্পদ সম্পর্কে যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন। এই সম্পদগুলো আমাদের প্রয়োজন কেন, এগুলোর ব্যয় কীভাবে নির্বাহ করা হয়, কীভাবে এই সম্পদগুলোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সংক্ষেপে আরেকবার বলুন।

পাঠ ৪: রাষ্ট্রীয় সম্পদ
পৃষ্ঠা ৪০-৪১

শিখনফল :

৫.১.১ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ কাকে বলে বলতে পারবে।
৫.১.২ কয়েকটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের নাম বলতে পারবে।
৫.১.৩ এলাকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
৫.১.৪ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫.১.৫ পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপচয় কেন করতে নেই বর্ণনা করতে পারবে। পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ অপচয় করা থেকে বিরত থাকবে।
৫.১.৬ এলাকার রাস্তাঘাট, পার্ক, হাসপাতাল, অফিস-আদালত, ট্রেন, বাস, গাড়ি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।
৫.১.৭ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

পৃষ্ঠা ৪০-৪১

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে রাষ্ট্রীয় সম্পদ এবং সমাজে সেই সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন।

খ | এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজটি রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত। ছকে দেওয়া প্রত্যেক ধরণের ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত কাজগুলোর শিক্ষার্থীরা লিখবে। রাষ্টীয় সম্পদগুলো উন্নয়ন ও রক্ষণাক্ষেণের নির্দিষ্ট ধরনের কাজ শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা তা বুঝা যাবে। বিষয়বস্তু হতে অর্জিত কাজ প্রয়োগের মাধ্যমে কাজটি সম্পূর্ন করবে। শিক্ষক এ কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।

গ | আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটিতে শিক্ষার্থীদের একটি ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লিখতে বলা হয়েছে। এই বর্ণনামূলক লেখাটির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সামাজিক ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা প্রকাশের সুযোগ রয়েছে।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যক্তিগত পেশার সম্পর্ক বোঝা সম্ভব। এই কাজটির মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সম্পদের সাথে বিভিন্ন পেশার সম্পর্ক শিক্ষার্থীরা বের করবে।

পর্যালোচনা :

পরিবহন খাতে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ভূমিকা কীভাবে সমাজকে আরও বেশি কার্যকর করে তুলতে পারে, তা পুনরালোচনা করুন।

৩ আরও কিছু রাষ্ট্রীয় সম্পদ

নিম্নে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলোর উৎস হলোপ্রকৃতি। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আমরা যা কিছু পাই তাই প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সম্পদগুলো আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করে দেয়।

পানি

আমরা বৃষ্টি, নদনদী, ঝরনা ইত্যাদি থেকে বিশুদ্ধ পানি পাই। পান করা, রান্না করা এবং পরিষ্কার করার কাজে আমরা বাড়িতে পানি ব্যবহার করি। কৃষকেরা চাষাবাদের কাজে পানি ব্যবহার করেন। আমরা জলপথে যাতায়াত করি এবং নদী বা সমুদ্রপথে মালামাল পরিবহন করতে পারি। শহরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাসায়, অফিস-আদালতে এবং কারখানায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হয়। এছাড়া বড় বড় শিল্প-কারখানায়ও পানির প্রয়োজন হয়। এভাবে নানা কাজে আমাদের পানির প্রয়োজন হয়।

বন

বন হলো আরেকটি প্রাকৃতিক সম্পদ। বনে অনেক ধরনের গাছ জন্মে। বনের গাছ থেকে আমরা ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য কাঠ এবং খাওয়ার জন্য ফল পাই। বন বিভিন্ন প্রাণীকে নিরাপত্তা দেয়।

প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাস একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যা মাটির নিচ থেকে উত্তোলন করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন, রান্না এবং পরিবহনের কাজে আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করি। অনেক যানবাহন প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে চলে। শিল্প কারখানায়ও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

বিদ্যুৎ

বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- বাতাস, সূর্যের আলো, গ্যাস, তেল, পানি ইত্যাদি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক কেন্দ্র থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। আলো জ্বালাতে, রান্নায়, কম্পিউটার ও টেলিভিশন চালাতে এবং শিল্প উৎপাদনে আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করি।

বাংলাদেশের একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

ক| এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

- আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ কোথা থেকে পাই?
- এই অধ্যায়ে দেওয়া সম্পদগুলোকে কেন রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলা হয়?
- বিভিন্ন কাজ করতে এগুলো কীভাবে আমাদের সাহায্য করে?
- আমরা কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে পারি?
- প্রাকৃতিক সম্পদ শেষ হয়ে গেলে কী হবে?

খ| এসো লিখি

নিচের ছকে প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক সম্পদের বিভিন্ন ব্যবহার লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

প্রাকৃতিক সম্পদ	বিভিন্ন ব্যবহার
পানি	
বন	
প্রাকৃতিক গ্যাস	
বিদ্যুৎ	

গ| আরও কিছু করি

আমরা কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি? বাড়িতে কীভাবে পানি, জ্বালানি এবং বিদ্যুতের ব্যবহার কমানো যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

ঘ| যাচাই করি

বাম পাশের প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে এগুলোর ব্যবহারের মিল কর।

প্রাকৃতিক গ্যাস	কাপড় পরিষ্কার করা
পানি	পাল তোলা নৌকা
বাতাস	রেডিও/বেতার
বিদ্যুৎ	আসবাবপত্র তৈরি
বন	সিএনজি চালিত যান

পাঠ ৫: আরও কিছু রাষ্ট্রীয় সম্পদ

পৃষ্ঠা ৪২-৪৩

শিখনফল :

৫.১.১ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ কাকে বলে বলতে পারবে।
৫.১.২ কয়েকটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের নাম বলতে পারবে।
৫.১.৩ এলাকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
৫.১.৪ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫.১.৫ পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপচয় কেন করতে নেই বর্ণনা করতে পারবে। পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ অপচয় করা থেকে বিরত থাকবে।
৫.১.৬ এলাকার রাস্তাঘাট, পার্ক, হাসপাতাল, অফিস-আদালত, ট্রেন, বাস, গাড়ি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।
৫.১.৭ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

পৃষ্ঠা ৪২-৪৩

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- এই পাঠে আলোচিত রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে এসেছে। পানি, বন, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বিদ্যুৎ কীভাবে প্রকৃতি থেকে এসেছে সে সম্পর্কে শ্রেণিতে ধারণা দিন। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন এই সম্পদগুলোকে আমাদের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা উচিত।

- এখন শ্রেণিতে ৪২ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এখানে কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। প্রতিটি সম্পদ পড়ানোর পর বিভিন্ন ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন যাচাই করুন।

ক| এসো বলি

৪৩ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে শিক্ষার্থীদের ‘এসো বলি’ অংশের কাজটি করান। কাজটিতে উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় আমাদের সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত যাচাই করুন।

পর্যালোচনা :

প্রাকৃতিক সম্পদগুলো একাধারে আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ, এই সম্পদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা এই পাঠে যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন।

পাঠ ৬: আরও কিছু রাষ্ট্রীয় সম্পদ

পৃষ্ঠা ৪২-৪৩

শিখনফল :

৫.১.১ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ কাকে বলে বলতে পারবে।
৫.১.২ কয়েকটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের নাম বলতে পারবে।
৫.১.৩ এলাকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
৫.১.৪ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫.১.৫ পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপচয় কেন করতে নেই বর্ণনা করতে পারবে। পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ অপচয় করা থেকে বিরত থাকবে।
৫.১.৬ এলাকার রাস্তাঘাট, পার্ক, হাসপাতাল, অফিস-আদালত, ট্রেন, বাস, গাড়ি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।
৫.১.৭ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

পৃষ্ঠা ৪২-৪৩

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন। তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, পানি, বন, প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিদ্যুৎ থেকে আমরা কীভাবে উপকৃত হই।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে লিখবে। তাদের জোড়ায় আলোচনা করে লিখতে বলুন।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটিতে বাড়িতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের অনুধাবন অনুযায়ী এই তালিকাটি তৈরি করবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের সহজ মিলকরণ কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কোন প্রাকৃতিক সম্পদ কী কাজে ব্যবহার করা যায়, তা মিল করবে।

পর্যালোচনা :

বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা পুনরালোচনা করুন। জাতীয় সম্পদ হিসেবে এই সম্পদগুলোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করুন।

মূল্যায়ন:

নিম্নের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে অথবা শিক্ষক নিজে প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন ।

১. ৫ টি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের নাম বল ।
২. রাষ্ট্রীয় সম্পদের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত কেন?
৩. প্রাকৃতিক সম্পদ কী ভাবে সংরক্ষণ করা যায় ।
৪. সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সংজ্ঞা দাও ।
৫. বাংলাদেশের কয়েকটি সেতুর নাম বল ।

অধ্যায় ৯

এলাকার উন্নয়ন

১ গ্রামাঞ্চল

আমাদের মধ্যে কেউ গ্রামে আবার কেউ শহরে বাস করেন। গ্রামাঞ্চলে যারা বাস করেন, তাদের সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন।

- শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান
- স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান
- যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁশের সাঁকো অথবা কালভার্ট
- নিরাপদ খাবার পানির জন্য নলকূপ
- প্রতিটি বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা
- ময়লা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা
- জলাবদ্ধতা মুক্ত রাখার জন্য নালা এবং খাল
- পুকুর
- ফসলের খেতে পানিসেচের ব্যবস্থা
- বিদ্যুৎ সুবিধা
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
- সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান
- হাটবাজার
- খেলার মাঠ

যদি এই সুবিধাগুলো পর্যাপ্ত না হয় তাহলে স্থানীয় জনগণের উচিত তা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড মেম্বারকে জানানো। তারপর সকলে মিলে স্থানীয় পর্যায়ে গ্রামীণ সুবিধাগুলোর উন্নয়নে কাজ করতে পারেন। যেমন, বাঁশের সাঁকো নির্মাণ, খাবার পানি বিশুদ্ধকরণ, খেলার মাঠ তৈরি ইত্যাদি।

ক | এসো বলি

মনে কর তোমরা সবাই মিলে একটি নতুন গ্রাম গড়তে যাচ্ছ। পাঠে উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে কোনগুলো সবচেয়ে প্রয়োজন? **গুরুত্বের** ভিত্তিতে একটি তালিকা তৈরি কর। কাজটি শিক্ষকের সহায়তায় সকলে মিলে কর।

খ | এসো লিখি

তোমাদের এলাকায় যে সকল উন্নয়ন করতে হবে সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর। যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা আগে লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

গ | আরও কিছু করি

'এসো লিখি'তে যে তালিকাটি তৈরি করেছ তার মধ্য থেকে-

- কোনগুলো নতুন নির্মাণ কাজ?
- কোনগুলো মেরামতের কাজ?
- কোন কাজগুলো অনেক ব্যয়সাপেক্ষ?
- এই কাজগুলো করতে কী ধরনের উপকরণ প্রয়োজন হবে?
- কোন কাজগুলো স্থানীয় জনগণ মিলে করতে পারে? কীভাবে?

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও।

গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানির জন্য কোনটির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি?

ক. পুকুর খ. নদী

গ. নালা ঘ. নলকূপ

অধ্যায় ৯: এলাকার উন্নয়ন

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৯.১। নিজ এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করতে পারবে ও এগুলোতে অংশগ্রহণ করবে।

শিখনফল :

৯.১.১। নিজ এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা তৈরি করতে পারবে।
৯.১.২। এসব কাজে যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করতে করবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৪টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: গ্রামাঞ্চল

পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫

শিখনফল :

৯.১.১। নিজ এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা তৈরি করতে পারবে।
৯.১.২। এসব কাজে যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করতে করবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৪৪-৪৫ নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের সম্পদ সম্পর্কে জেনেছে, তারই ধারাবাহিকতায় এই অধ্যায়ে তারা কীভাবে সেই সম্পদগুলোর উন্নয়ন করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করবে, অনুসন্ধান করবে এবং এ ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ, রাষ্ট্রীয় সম্পদ এবং সামাজিক সম্পদগুলোর শ্রেণিবিভাগ পুনরালোচনা করে এই পাঠটি শুরু করুন ; এরপর আলোচনা করুন আমাদের নিজেদের এলাকায় এই সম্পদগুলো উন্নয়নে আমরা কীভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি। যদিও শিক্ষার্থীরা হয়ত তাদের এলাকার একটি বা দুইটি সম্পদ চিহ্নিত করতে পারবে, তবুও এটি তাদের জন্য শিক্ষনীয় যে তারা একইসাথে সম্পদগুলো সম্পর্কে জানছে এবং এগুলোর মধ্যে পার্থক্য অনুসন্ধান করতে পারছে।

- শ্রেণিতে ৪৪ নম্বর পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদটি পড়ুন। এরপর 'এসো বলি' অংশের তালিকা করার কাজটি করুন, এ

সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী জানে তা প্রথমে যাচাই করুন। এক্ষেত্রে ৪৪নং পৃষ্ঠার তালিকাটি শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটিতে গ্রামে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বলুন এগুলোর মধ্যে কোন সম্পদটি তাদের আছে কিংবা নেই, তা চিহ্নিত করতে। গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় পানি এবং বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্তিতে সমস্যা হয়। এই সমস্যাগুলো সমাধানে শিক্ষার্থীরা নিজেরা কি কিছু করতে পারে? এরপর শিক্ষার্থীদের এলাকার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে তারা কার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, কার কাছে লিখবে তা চিহ্নিত করতে বলুন।

পর্যালোচনা :

গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কীভাবে উন্নয়ন করা যায়, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে এই পুনরালোচনার কাজটি করাতে পারেন।

পাঠ ২: গ্রামাঞ্চল

পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫

শিখনফল :

৯.১.১। নিজ এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা তৈরি করতে পারবে।

৯.১.২।এসব কাজে যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করতে করবে।

শিখন উপকরণ :

৪৪-৪৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- গ্রামীণ এলাকা এবং সম্পদ সম্পর্কে আগের পাঠে যে আলোচনা হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তাদের এলাকায় তারা কোন কোন সুবিধা পাচ্ছে।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশে শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় কাজ করতে বলুন এবং উন্নয়নমূলক কাজের গুরুত্বের ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করতে বলুন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজের এলাকা এবং এলাকার উন্নয়নে কী করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করবে। সর্বপ্রথম কী করা যায় তা ঠিক করবে এবং ধারাবাহিকভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রয়োজন তার তালিকা তৈরি করবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশে শিক্ষার্থীদের নিজেদের এলাকায় যে উন্নয়নমূলক কাজটি করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বলতে বলুন। এই উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে থাকতে পারে কোনো নতুন নির্মাণ কাজ বা মেরামতের কাজ। কোন কাজ ব্যয়বহুল আবার কোন কাজে কী উপকরণ লাগবে তাও সুনির্দিষ্ট করে লিখতে বলুন।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশে আছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, যার উত্তর (ঘ)।

পর্যালোচনা :

কীভাবে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন করা যায় সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন এবং আমাদের সামাজিক উন্নয়ন ও গতিশীল অর্থনীতি তৈরিতে এটি কীভাবে কাজ করে তাও বলুন। পাঠ্যবইয়ের ৮৮নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে গ্রামাঞ্চলের সুবিধা এবং এখানের কোনো কিছু মেরামত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

২ শহরাঞ্চল

যারা শহরাঞ্চলে বাস করেন তাদের সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন।

- শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান
- হাসপাতাল
- চলাচলের জন্য প্রশস্ত রাস্তা
- ময়লা নিষ্কাশনের জন্য নালা বা ড্রেন
- ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্টবিন
- নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা
- বিদ্যুৎ সুবিধা
- গ্যাস ব্যবস্থা
- রাস্তার বাতি
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
- সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান
- বাজার
- পার্ক
- খেলার মাঠ

এসব সুযোগ-সুবিধা যদি পর্যাপ্ত না হয় তাহলে স্থানীয় জনগণের দায়িত্ব হলো সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মেয়র এবং কাউন্সিলরকে জানানো। এলাকার সকলে মিলে শহরাঞ্চলের সুবিধাগুলোর উন্নয়নে কাজ করতে পারেন। যেমন, সেতু মেরামত করা, ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ, খেলার মাঠ খেলার উপযোগী রাখা ইত্যাদি।

ক| এসো বলি

পৃষ্ঠা নম্বর ৪৪ ও ৪৬ এ উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধাগুলো নিয়ে আলোচনা কর। শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের কোন সুবিধাগুলো একই এবং কোনগুলো আলাদা? কেন?
কাজটি ছোট দলে ভাগ হয়ে কর।

খ| এসো লিখি

আগের পাঠের ৪৫ নম্বর পৃষ্ঠার 'এসো লিখি' অংশে যে উন্নয়নের তালিকা তৈরি করেছ তা নাও। এখন, কী কী নির্মাণ বা মেরামত করতে হবে তা জানিয়ে স্থানীয় পরিষদে একটি চিঠি লেখ। সুন্দর করে গুছিয়ে লেখ যেন তারা তোমার চিঠি পড়ে বিষয়টির প্রতি মনোযোগী হন।

গ| আরও কিছু করি

এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যারা পরিচালনা করেন তাদের সম্পর্কে আরও তথ্য খুঁজে বের কর। তোমার সুপারিশ যার কাছে লিখে পাঠাবে তার ঠিকানা কী?

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও।
শহরাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় কোনটি থাকা সবচেয়ে প্রয়োজন?

ক. গাড়ি	খ. ডাস্টবিন
গ. নদী	ঘ. পুকুর

পাঠ ৩: শহরাঞ্চল
পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭

শিখনফল :
৯.১.১। নিজ এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা তৈরি করতে পারবে।
৯.১.২। এসব কাজে যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :
পাঠ্যবইয়ের ৪৬-৪৭ নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- গ্রামীণ এলাকার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আগের পাঠগুলোতে যা শেখা হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন এবং শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন শহরাঞ্চলের সুযোগ-সুবিধা থেকে এদের কী পার্থক্য আছে।

- শ্রেণিতে ৪৬নং পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদটি পড়ুন। এরপর 'এসো বলি' অংশের উল্লিখিত কাজটি করুন, এর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা জানে তা যাচাই করুন।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' অংশে শুধু স্থানীয় এলাকার উন্নয়নের পরিকল্পনাই আলোচনা করবেন না, পাশাপাশি আলোচনা করবেন গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের উন্নয়নের চাহিদার পার্থক্য কেন হয়। শহরে যেসব বিশেষ সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন প্রয়োজন- সেগুলো হলো যানবাহন, ময়লা-আর্বজনা, অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এবং অতিরিক্ত ভিড়ে যে সব সমস্যা সৃষ্টি হয় তার সমাধান।

পর্যালোচনা :

শহরের সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নে যে সব সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীরা নিজ এলাকায় কী কী সুবিধা পায় এবং কোন কোন সুবিধা তাদের আরো প্রয়োজন তা বলতে বলুন।

পাঠ ৪: শহরাঞ্চল
পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭

শিখনফল :
৯.১.১। নিজ এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা তৈরি করতে পারবে।
৯.১.২। এ ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৪৬-৪৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে আলোচিত শহর এলাকার বিভিন্ন সমস্যাগুলো পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজটি করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিঠি লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। কীভাবে সামাজিক উন্নয়নে/ এলাকার উন্নয়নে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি লিখতে হয় তা শিখবে। এভাবে ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহ লাভ করবে। পাশাপাশি গুছিয়ে চিঠি লেখার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটি করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শহরের স্থানীয় পরিষদ কীভাবে সংগঠিত হয়, সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। তারা স্থানীয় পরিষদের বিভিন্ন পদ এবং তাদের সম্পর্কে জানতে পারবে। শিক্ষার্থী যার কাছে পত্র লিখবে তার ঠিকানা সংগ্রহ করবে। এতে শিক্ষর্থীর অনুসন্ধান দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশে আছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, যার উত্তর (ঘ)। এই বহুনির্বাচনি প্রশ্নটি গ্রামাঞ্চলের সাথে তুলনা করার জন্য একটি ভালো প্রশ্ন, যেখানে গ্রামীণ পরিবেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সম্পদ হলো নলকূপ।

পর্যালোচনা :

সম্পূর্ণ অধ্যায়টি পুনরালোচনা করুন। কীভাবে স্থানীয় সম্পদের মান বজায় রাখতে হয় এবং উন্নয়ন করতে হয়, পাশাপাশি এই উন্নয়নে অংশগ্রহণ করার জন্য নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্বগুলো কী? তা বুঝিয়ে বলুন।

মূল্যায়ন:

নিম্ন লিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে অথবা শিক্ষক নিজে বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করবেন।

১. গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন কর্মকান্ড কারা পরিচালনা করেন?

২. শহরাঞ্চলে উন্নয়ন কর্মকান্ড কারা পরিচালনা করেন?

৩.এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডে আমাদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত?

অধ্যায় ১০

এশিয়া মহাদেশ

বিশ্ব মানচিত্র

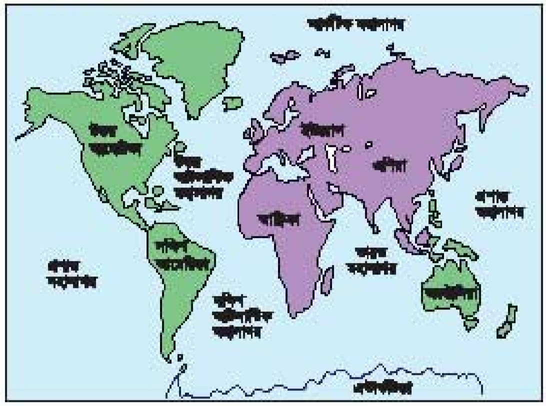

১ বৃহত্তম মহাদেশ

এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এলাকা জুড়ে এশিয়া মহাদেশ অবস্থিত। জনসংখ্যার দিক থেকেও এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ। পৃথিবীর প্রায় ৬০ ভাগ লোক এ মহাদেশে বাস করেন।

এশিয়া পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। এখানে মোট ৪৭টি দেশ আছে। কয়েকটি দেশ মানচিত্রে উল্লেখ করা হলো। এশিয়ার দীর্ঘতম নদী ইয়াংজি চীনে অবস্থিত।

এশিয়ার মানচিত্র

এশিয়া একটি বিশাল মহাদেশ। এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু বিভিন্ন ধরনের। এর মাঝখানে আছে মরুভূমি। মরুভূমির আবহাওয়া খুব গরম। এশিয়ার উত্তরে সাইবেরিয়া অবস্থিত। এ অঞ্চলে ঠান্ডা এবং তীব্র শীতে তুষারপাত হয়। কোনো কোনো শুষ্ক অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টি হয় কিন্তু গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় না (ইরান, ইরাক, জর্ডান, ইসরায়েল)। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় সারা বছর তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয়।

ক | এসো বলি

সবাই মিলে এশিয়ার মানচিত্রটি দেখ এবং কয়েকটি দেশের নামের তালিকা তৈরি কর। এ দেশগুলো সম্পর্কে তোমরা কে কী জান? কাজটি শিক্ষকের সহায়তায় কর।

খ | এসো লিখি

এশিয়ার জলবায়ু নিয়ে লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

সবচেয়ে গরম	
সবচেয়ে ঠান্ডা	
সবচেয়ে শুষ্ক	
সবচেয়ে বৃষ্টিবহুল	

গ | আরও কিছু করি

সবাই মিলে এশিয়ার মানচিত্রটি শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে লাগিয়ে দাও। দেশ, সাগর ও মহাসাগরের নামগুলো চিহ্নিত কর ও রং কর।

ঘ | যাচাই করি

মানচিত্র দেখে বামপাশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর :

ক. এশিয়ার দক্ষিণে	ইউরোপ
খ. এশিয়ার উত্তরে	আর্কটিক মহাসাগর
গ. এশিয়ার পূর্বে	ভারত মহাসাগর
ঘ. এশিয়ার পশ্চিমে	প্রশান্ত মহাসাগর

অধ্যায় ১০: এশিয়া মহাদেশ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১৩.১। এশিয়া মহাদেশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবে।

শিখনফল :

১৩.১.১। মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশের অবস্থান দেখাতে পারবে।
১৩.১.২। এশিয়ার মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে।
১৩.১.৩। এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে।
১৩.১.৪। এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু, নদী, প্রাণী, ফসল, খনিজ দ্রব্য ও শিল্প সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৪টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: বৃহত্তম মহাদেশ

পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯

শিখনফল :

১৩.১.১। মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশের অবস্থান দেখাতে পারবে।
১৩.১.২। এশিয়ার মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে।
১৩.১.৩। এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে।
১৩.১.৪। এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু, নদী, প্রাণী, ফসল, খনিজ দ্রব্য ও শিল্প সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৪৮-৪৯নং পৃষ্ঠা
পৃথিবীর মানচিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানানো ও বোঝানো এবং মানচিত্রে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান পড়ার ও আঁকার দক্ষতা উন্নয়ন করা। আপনি পৃথিবীর একটি মানচিত্র শিক্ষার্থীদের দেখান, মানচিত্রে প্রধান প্রধান মহাদেশ এবং এশিয়া ও বাংলাদেশের অবস্থান শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে বলুন।

- শ্রেণিতে ৪৮নং পৃষ্ঠার ৩টি অনুচ্ছেদ পড়ুন। প্রথম অনুচ্ছেদটি এশিয়া মহাদেশের আয়তন ও জনসংখ্যা সম্পর্কে, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ বিভিন্ন দেশ ও নদী সম্পর্কে এবং তৃতীয়টি জলবায়ু সম্পর্কে।

ক| এসো বলি

এশিয়ার মানচিত্রটি শ্রেণিকক্ষে সবাই মিলে দেখুন। মানচিত্র দেখে কয়েকটি দেশের তালিকা করে সেই দেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধরণা যাচাই করুন। এশিয়ার দেশ সম্পর্কে শ্রেণিতে কোনো শিক্ষার্থী কিছু জানে কিনা তা জিজ্ঞাসা করুন এবং তাদের বলতে উৎসাহিত করুন। তারা নিজেরা কোনো দেশে গিয়েছে কিনা বা কারো কাছে শুনেছে কিনা বা টিভি কিংবা ইন্টারনেটে দেখেছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করুন।

পর্যালোচনা :

শিক্ষার্থীরা এশিয়া মহাদেশ সম্পর্কে যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন। এক্ষেত্রে এশিয়া মহাদেশের নদী, আবহাওয়া, জনসংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন।

পাঠ ২ঃ বৃহত্তম মহাদেশ

পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯

শিখনফল :

১৩.১.১। মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশের অবস্থান দেখাতে পারবে।
১৩.১.২। এশিয়ার মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে।
১৩.১.৩। এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে।
১৩.১.৪। এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু, নদী, প্রাণী, ফসল, খনিজ দ্রব্য ও শিল্প সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৪৮-৪৯নং পৃষ্ঠা
পৃথিবীর মানচিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- এশিয়া মহাদেশ সম্পর্কে আগের পাঠটি পুনরালোচনা করুন। এই পাঠের শুরুতে মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশের অবস্থান এবং বাংলাদেশের অবস্থান চিহ্নিত করতে বলুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজটি পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশের বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে ভিত্তি করে বোঝার ও

শ্রেণিবিভাগ করার কাজ। কোন এলাকা সবচেয়ে গরম, কোনটি সবচেয়ে ঠাণ্ডা, কোনটি সবচেয়ে শুষ্ক এবং কোনটি সবচেয়ে বৃষ্টিবহুল তা শিক্ষার্থীরা ছকে লিখবে। কাজটি তারা জোড়ায় করবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশে শিক্ষার্থীরা মানচিত্র আঁকবে যা মহাদেশ এবং এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশের আকৃতি সম্পর্কে ধারণা দিতে এবং আঁকতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে। এতে করে শিক্ষার্থীরা বড় দলে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশে আছে বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দের মিলকরণ। যার উত্তর হলো ক) আর্কটিক মহাসাগর খ) ভারত মহাসাগর গ) প্রশান্ত মহাসাগর ঘ) ইউরোপ।

পর্যালোচনা :

শিক্ষার্থীরা এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন। পাঠ্যবইয়ের ৮৮নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত মহাসাগরের নাম, এশিয়াকে কেন বৃহত্তম মহাদেশ বলা হয় এবং এশিয়া মহাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

২ এশিয়ার বিভিন্ন সম্পদ

খাদ্যশস্য

এশিয়ার উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, নারিকেল, মসলা ইত্যাদি প্রধান। ধান ও গম উৎপাদনে এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রথম। এশিয়ার অধিকাংশ স্থানেই ধান ও গম উৎপন্ন হয়।

অর্থকরী ফসল

এশিয়ার প্রধান অর্থকরী ফসলগুলো হলো পাট, তুলা, রবার, চা, তামাক ইত্যাদি। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে কফি, আখ ও রেশম জন্মে।

খনিজদ্রব্য

এশিয়া মহাদেশে প্রচুর খনিজদ্রব্য রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যতম। এছাড়াও তামা, সোনা, রুপা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

শিল্প

শিল্পে এশিয়া মহাদেশ যথেষ্ট উন্নত। এ মহাদেশের জাপান, চীন, ভারত, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে অনেক শিল্প কারখানা আছে। এশিয়ার শিল্পগুলোর মধ্যে লোহা ও ইস্পাত, বস্ত্র, পশম, কাগজ ও পাট শিল্প উল্লেখযোগ্য।

কাফকো সার কারখানা, চট্টগ্রাম

ক | এসো বলি

এশিয়া মহাদেশের কী কী সম্পদ আছে? শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর এবং বল।

খ | এসো লিখি

খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসলের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

গ | আরও কিছু করি

এশিয়ার বনভূমিতে বাঘ, হাতি, হরিণ, বানর ও বিভিন্ন ধরনের সাপ পাওয়া যায়। এই প্রাণীগুলোর ছবি সংগ্রহ কর ও এশিয়ার মানচিত্রকে ঘিরে এদের ছবি দেয়ালে সাজিয়ে দাও।

ঘ | যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয়.............................।

পাঠ ৩: এশিয়ার বিভিন্ন সম্পদ
পৃষ্ঠা ৫০-৫১

শিখনফল :
১৩.১.৪। এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু, নদী, প্রাণী, ফসল, খনিজ দ্রব্য ও শিল্প সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :
পাঠ্যবইয়ের ৫০-৫১নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- এশিয়ার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আগের পাঠগুলোতে যা শেখানো হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন। এই পাঠে এই মহাদেশের বিভিন্ন সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা সম্পদ শব্দের অর্থ “উন্নত ও উৎপাদনশীল জীবন যাপনে পরিবেশের যে উপাদানগুলো সাহায্য করে” বোঝে কিনা তা যাচাই করুন।

- শ্রেণিতে ৫০ নম্বর পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদগুলো পড়ুন। প্রতিটি অনুচ্ছেদ পড়ার পর সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী বুঝলো, তা জিজ্ঞাসা করুন। এখানে খাদ্যশস্য, অর্থকরী ফসল, খনিজদ্রব্য, শিল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবে।

ক| এসো বলি

‘এসো বলি’ অংশের কাজটি শিক্ষার্থীদের মৌখিক উপস্থাপনায় দক্ষ করতে উৎসাহিত করবে। এখানে তারা খাদ্যশস্য, অর্থকরী ফসল, খনিজসম্পদ এবং শিল্প সম্পর্কে বলবে। পাশাপাশি তাদের প্রাণিসম্পদ, নদী, বনজসম্পদ সম্পর্কে বলতে উৎসাহিত করুন।

পর্যালোচনা :
শিক্ষার্থীরা এশিয়া মহাদেশের সম্পদ সম্পর্কে যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন।

পাঠ ৪: এশিয়ার বিভিন্ন সম্পদ
পৃষ্ঠা ৫০-৫১

শিখনফল :
১৩.১.৪। এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু, নদী, প্রাণী, ফসল, খনিজ দ্রব্য ও শিল্প সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৫০-৫১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীরা এশিয়া মহাদেশের সম্পদ সম্পর্কে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। পাশাপাশি ৫০ নং পৃষ্ঠার খাদ্যশস্য, খনিজ সম্পদ এবং শিল্প ; ৪৮ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নদী এবং ৫১ নম্বর পৃষ্ঠায় প্রাণী সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশে শিক্ষার্থীরা খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাথর্ক্য লিখবে। এর প্রথমেই আসতে পারে খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল কী, তারপর কোন ফসলগুলো খাদ্যশস্য এবং কোনগুলো অর্থকরী ফসল। এর ফলে বিভিন্ন শস্যকে তারা খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল হিসেবে আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারবে।

গ| আরও কিছু করি

এই বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য 'আরও কিছু করি' অংশের কাজটি খুবই মজার। তারা ম্যাগাজিন থেকে বা পাঠ্যবই থেকে প্রাণীগুলোর ছবি সংগ্রহ করতে পারে। এরপর তারা সংগ্রহ করা ছবিগুলো এশিয়ার মানচিত্র ঘিরে লাগিয়ে দেবে এবং শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবে। এভাবে তারা দেখতে দেখতে শিখে যাবে এশিয়ার বনভূমিতে কোন কোন প্রাণী থাকে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের প্রশ্নটি পাঠ থেকে নেয়া একটি সহজ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন, এখানে বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে বাক্যটি হলো- পৃথিবীর মধ্যে এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি ধান ও গম উৎপন্ন হয়।

পর্যালোচনা :

এটি বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে জানার আগে, এশিয়া মহাদেশের শেষ পাঠ। তাই এই পাঠে এশিয়া মহাদেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে অর্থাৎ এর জলবায়ু, নদী, প্রাণী, বিভিন্ন সম্পদ সম্পর্কে পুনরালোচনা করুন। পাঠ্যবইয়ের ৮৮নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে এশিয়া মহাদেশে বসবাসকারী প্রাণী ও ফসল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

মূল্যায়ন: নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নগুলোর সহায়তায় শিক্ষক নিজে প্রশ্ন তৈরি করে মূল্যায়ন করবেন।

১. এশিয়ার দীর্ঘতম নদীর নাম কি?
২. এশিয়ার জলবায়ুর বিবরণ দাও।
৩. এশিয়ার কয়েকটি অর্থকরী ফসলের নাম বল।
৪. এশিয়ার কয়েকটি শিল্পের নাম বল।

অধ্যায় ১১
বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

১ ভূপ্রকৃতি

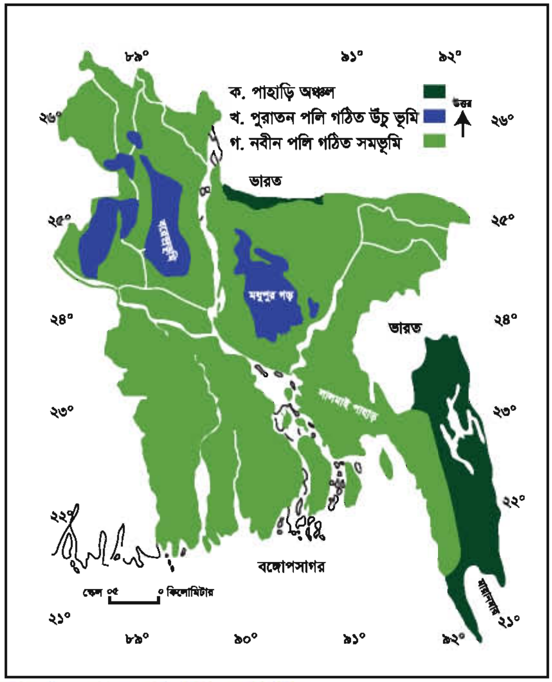

বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্র

ভূপ্রকৃতি হচ্ছে কোনো দেশের ভূমির গঠন ও অবস্থা, বিশেষ করে সে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমির উচ্চতার তারতম্য।

পাহাড়ি অঞ্চল

আমাদের দেশের বেশিরভাগ স্থান সমতল ভূমি দ্বারা গঠিত। তবে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে কিছু পাহাড় আছে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পাহাড়গুলো রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের নাম তাজিনডং, যার উচ্চতা প্রায় ১২৮০ মিটার। দ্বিতীয় উঁচু পাহাড়ের নাম কেওক্রাডং, যার উচ্চতা ১২৩০ মিটার। এ দুইটি পাহাড় বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। এই পাহাড়ি এলাকায় বনভূমি আছে। এই বনভূমি বাংলাদেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

উঁচু ভূমি

পাহাড়ি এলাকা থেকে নিচু এসব উঁচু ভূমি পুরাতন পলি দিয়ে গঠিত। নদীর স্রোতে বয়ে আসা পলিমাটি জমা হয়ে এসব ভূমি তৈরি হয়েছে। মানচিত্রে এই উঁচু ভূমিকে নীল রং দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সমভূমি

সমভূমি নতুন পলি দিয়ে গঠিত এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে কিছুটা ঢালু। এই সমভূমির উপর দিয়ে বয়ে গেছে অনেক নদী এবং এই ভূমিতে প্রায়ই বন্যা হয়। তাই নতুন পলি গঠিত সমভূমির মাটি খুব উর্বর।

ক | এসো বলি

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে তুমি যা জান তা শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- কেউ কি পাহাড়ে, সমভূমিতে বা বনে ঘুরতে গিয়েছ?
- কোন ধরনের এলাকা থেকে নদীর উৎপত্তি হয়?
- বেশিরভাগ নদীর গতিপথ কোনদিকে?

খ | এসো লিখি

বাংলাদেশের বিভাগীয় মানচিত্রের সাথে ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্র তুলনা কর। কোন কোন বিভাগে উঁচু ভূমি গুলো অবস্থিত?

উঁচু ভূমি	বিভাগ
বরেন্দ্রভূমি	
মধুপুর গড়	
লালমাই পাহাড়	

গ | আরও কিছু করি

বাংলাদেশের মানচিত্র অংকন করে বিভাগগুলো চিহ্নিত কর। এবার পাহাড়ি অঞ্চলগুলো রং করে মানচিত্রে চিহ্নিত কর।

ঘ | যাচাই করি

এক কথায় উত্তর দাও :

পশ্চিমে কোন উঁচু ভূমি আছে?--

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় কোন দেশ অবস্থিত?--------------------

বাংলাদেশের দক্ষিণে কোন উপসাগর অবস্থিত?--------------------------

অধ্যায় ১১: বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১৫.২। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করবে।

শিখনফল :

১৫.২.১। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি সংক্ষেপে বলতে পারবে।
১৫.২.২। বাংলাদেশের জলবায়ুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবে।
১৫.২.৩। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত কয়েকটি স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে পারবে। (সুন্দরবন, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত, রাঙামাটি, বান্দরবান, কুয়াকাটা, সেন্টমার্টিন, জাফলং)।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৮টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: ভূপ্রকৃতি

পৃষ্ঠা ৫২-৫৩

শিখনফল :

১৫.২.১। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি সংক্ষেপে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৫২-৫৩ নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- এশিয়া মহাদেশ সম্পর্কে জানার পর, আপনি এখন বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করবেন। আমরা প্রথমে ভূপ্রকৃতি দিয়ে শুরু করব, এরপর প্রকৃতিক পরিবেশ এবং ভৌগলিক গঠন নিয়েও আলোচনা করা হবে। শিক্ষার্থীদের এই ভিন্ন ভিন্ন শব্দগুলো ব্যাখ্যা করুন। এই পাঠে মূলত বাংলাদেশের ভূমির উচ্চতার তারতম্য অনুসারে দেশের ভূমির বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা আলোচিত হবে। শিক্ষার্থীদের সাথে মানচিত্রটি দেখুন এবং তিনটি ভিন্ন রং দিয়ে নির্দেশ করা এলাকা চিহ্নিত করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করুন।

- অনুচ্ছেদগুলো পড়ুন, প্রতিটি অনুচ্ছেদের সাথে মানচিত্রে এলাকাগুলো নির্দেশ করুন এবং পাঠের সাথে মানচিত্রের সম্পর্ক স্থাপন করুন।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' অংশের প্রশ্নগুলোতে বিভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত হয়েছে, এছাড়াও বাংলাদেশে নদীর গুরুত্ব এবং এদের গতিপথ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। আমাদের দেশ উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু, বেশিরভাগ নদীই এই সমভূমির উপর দিয়ে বয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

পর্যালোচনা :

শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন। বাংলদেশের পাহাড়ি অঞ্চল, উঁচু ভূমি ও সমভূমি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে পাঠটি পুনরালোচনা করুন।

পাঠ ২ঃ ভূপ্রকৃতি

পৃষ্ঠা ৫২-৫৩

শিখনফল :

১৫.২.১। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি সংক্ষেপে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৫২-৫৩ নং পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের বিভাগীয় মানচিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশে বাংলাদেশের বিভাগীয় মানচিত্রের সাথে ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র তুলনা করতে হবে। কোন কোন বিভাগে উঁচু ভূমি অবস্থিত তা শিক্ষার্থীদের ছকে লিখতে বলুন। উত্তরগুলো হবে : বরেন্দ্রভূমি রাজশাহীতে ; মধুপুর গড় ঢাকায় ; লালমাই পাহাড় চট্টগ্রামে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশে আবারো শিক্ষার্থীদের মানচিত্র আঁকতে হবে, যা আমাদের দেশের আকৃতি সম্পর্কে ধারণা দিতে এবং আঁকতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে। এ অংশে শিক্ষাথীরা বাংলাদেশের বিভাগগুলো চিহ্নিত করবে এবং পাহাড়ি অঞ্চলগুলো রং করবে।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশে আছে শূন্যস্থান পূরণ। এর উত্তরগুলো হলোঃ বরেন্দ্রভূমি; মিয়ানমার; বঙ্গোপসাগর।

পর্যালোচনা :

শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন। পাঠ্যবইয়ের ৮৮নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বাংলাদেশের নদী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

২ জলবায়ু

বাংলাদেশ ষড় ঋতুর দেশ। এগুলো হলো, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। কিন্তু তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জলবায়ুকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

গ্রীষ্মকাল

মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। এসময় তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। কোনো কোনো দিন তাপমাত্রা এর চেয়েও বেশি হয়। বছরের সবচেয়ে উষ্ণ মাস এপ্রিল। এপ্রিল বা মে মাসে 'কালবৈশাখী' ঝড় হয়।

বর্ষাকাল

জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল। এসময় মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে উত্তর দিকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যায়। ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই ঋতুতে দেশে গড়ে ২০৩ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়।

শীতকাল

বর্ষাকালের পরে বাংলাদেশের তাপমাত্রা কমতে থাকে এবং নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত শীতকাল স্থায়ী হয়। দেশের উত্তর অঞ্চলে বেশি শীত পড়ে এবং এসময় গড়ে তাপমাত্রা থাকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে বাংলাদেশে তুষার পড়ার মতো ঠাণ্ডা পড়ে না।

গ্রীষ্ম

বর্ষা

শীত

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় তিনটি প্রধান ঋতু সম্পর্কে শ্রেণিতে সবার সাথে আলোচনা কর।

- কোন ঋতুটি তোমার সবচেয়ে পছন্দের?
- কোন ঋতুটি কৃষিকাজের জন্য উপযোগী?
- দেশের উত্তর অঞ্চলের শীতকাল বর্ণনা কর।
- বাংলাদেশে বৃষ্টির উপর বঙ্গোপসাগরের প্রভাব বর্ণনা কর।

খ | এসো লিখি

তিনটি ঋতুর যেসব সংখ্যাগত তথ্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

গ্রীষ্মকাল	বর্ষাকাল	শীতকাল

গ | আরও কিছু করি

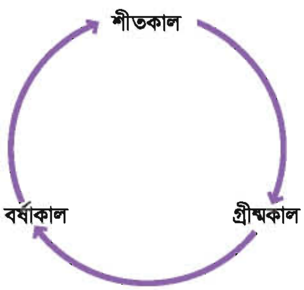

বৃত্তাকারে তিনটি ঋতুকে একটি পোস্টারে আঁক। ঋতুগুলোর অন্তর্ভুক্ত মাস লেখ এবং ওই ঋতুর বিভিন্ন ছবি আঁক।

ঘ | যাচাই করি

ঋতুর সাথে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো মিল কর।

গ্রীষ্মকাল	মৌসুমি বায়ু
বর্ষাকাল	কালবৈশাখী
শীতকাল	গরম
	ঠান্ডা

পাঠ ৩: জলবায়ু
পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫

শিখনফল :

১৫.২.২। বাংলাদেশের জলবায়ুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৫৪-৫৫নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষক ক্লাসে বাংলাদেশের জলবায়ু এবং ঋতু সম্পর্কে বলবেন, পরিচয় করিয়ে দেবেন। (পূর্বে অধ্যায় ১-এ বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের জলবায়ুর পার্থক্য সম্পর্কে বলা হয়েছে।) বাংলাদেশে বর্তমান ঋতু কী? এ ঋতুর বৈশিষ্ট্য কী কী? শিক্ষার্থীদের এ ধরনের প্রশ্নগুলো করার মাধ্যমে আজকের পাঠ সম্পর্কে ধারণা দিন।

- শ্রেণিতে ৫৪নং পৃষ্ঠার পাঠটি পড়ুন। প্রতিটি অনুচ্ছেদ পড়ার পর সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী বুঝলো, তা জিজ্ঞাসা করুন। তাদের বোধগম্যতা যাচাই করার জন্য প্রশ্ন করতে পারেন : প্রতিটি ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে ? বা ছবিগুলো সম্পর্কে বলতে বলবেন।

ক | এসো বলি

'এসো বলি' অংশে যে সব প্রশ্ন দেওয়া আছে সেগুলো শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন এবং জলবায়ু ও ঋতু সম্পর্কে তাদের কোনো নিজস্ব পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতা থাকলে তাও আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের পছন্দের ঋতু কী, কেন ঐ ঋতুটি তারা পছন্দ করে তা জিজ্ঞাসা করুন। কোন ঋতুটি কৃষিকাজের জন্য উপযোগী, শীতকালে দেশের উত্তর অঞ্চল কেমন হয়, বৃষ্টির উপর বঙ্গোপসাগরের প্রভাব কী এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আলোচনায় শিক্ষার্থীদের সাহায্য করুন।

পর্যালোচনা :

আমাদের দেশের কৃষি এবং জীবনযাত্রায় বিভিন্ন ঋতুর প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। অনুচ্ছেদগুলো পড়ে এবং 'এসো বলি' অংশের প্রশ্নের উত্তরগুলো দিয়ে এই পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যা শিখলো তা পুনরালোচনা করুন।

পাঠ ৪: জলবায়ু

পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫

শিখনফল :

১৫.২.২। বাংলাদেশের জলবায়ুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৫৪-৫৫নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- জলবায়ু ও ঋতু সম্পর্কে আগের পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন বাংলাদেশের ঋতুগুলোকে প্রধান কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় এবং আবহাওয়ার কী পরিবর্তন দেখে তারা বুঝতে পারে যে ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে।

খ| এসো লিখি

বাংলাদেশের প্রধান তিনটি ঋতুর বিভিন্ন সংখ্যাগত তথ্য ও বৈশিষ্ট্য তুলনা করা শিখতে ও বুঝতে 'এসো লিখি' অংশের কাজটি শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে। যেমন গ্রীষ্মকালের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। বর্ষাকালে গড়ে ২০৩ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় ইত্যাদি।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় দক্ষ হয়ে উঠবে এবং এতে করে তারা শিখবে কীভাবে তথ্য সবচেয়ে ভালোভাবে উপস্থাপন করা যায়। এখানে শিক্ষার্থীরা পোস্টারে তিনটি ঋতুর নাম বৃত্তাকারে লিখবে, ঐ ঋতু সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবি আঁকবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির উত্তরগুলো অসম, একটি ক্ষেত্রে বামপাশের একটি শব্দের সাথে ডানপাশের দুইটি শব্দ মিলবে। গ্রীষ্মকালের সাথে মিল হবে গরম ও কালবৈশাখী ; বর্ষাকাল মৌসুমি বায়ু এবং শীতকাল ঠাণ্ডা।

পর্যালোচনা :

গত দুটি পাঠে জলবায়ু সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন। পাঠ্যবইয়ের ৮৮নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বাংলাদেশের ঋতু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

৩ বঙ্গোপসাগর

বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। এই পাঠে আমরা বঙ্গোপসাগরের আশপাশের তিনটি আকর্ষণীয় স্থান সম্পর্কে জানব।

সুন্দরবন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত সুন্দরবন। এ বনের নাম সুন্দরি গাছের নাম অনুসারে হয়েছে। এই বন দেশের উপকূলীয় অঞ্চলকে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে। এটি পৃথিবীর বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বন। ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনকে বিশ্বের একটি অন্যতম ঐতিহ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ বনে বাস করে পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এছাড়া আছে চিত্রা হরিণ, বন্যশূকর, সজারু আর পাখি। বনের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে অসংখ্য খাল ও ছোট ছোট নদী যেখানে বাস করে কুমির, সাপ ও মাছ। এই খাল আর ছোট নদী সুন্দরবনের মাটিকে করেছে উর্বর।

কক্সবাজার

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত পৃথিবীর দীর্ঘতম বালুকাময় সমুদ্রসৈকত। এটি চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত। এই সৈকত বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। সাঁতার কাটা আর ঘুরে বেড়ানোর জন্য পর্যটকদের কাছে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত অত্যন্ত প্রিয়। কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের পেছনে আছে সবুজে ঘেরা পাহাড়। কক্সবাজারের দক্ষিণে আছে সেন্টমার্টিন দ্বীপ যা বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। হিমছড়ি কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত থেকে ১৮ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এটি জলপ্রপাতের জন্য বিখ্যাত। ইনানী বিচ্ কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত থেকে ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। পরিবার ও আপনজনদের নিয়ে অবসরে ভ্রমণ ও সময় কাটানোর জন্য একটি সুন্দর জায়গা হলো কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত।

কুয়াকাটা

বাংলাদেশের দক্ষিণে পটুয়াখালী হতে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত অবস্থিত। ঢাকা থেকে কুয়াকাটার দুরত্ব প্রায় ৩৮০ কিলোমিটার। কুয়াকাটা শব্দের অর্থ হলো কুয়া খনন করা। প্রায় ২০০ বছর আগে রাখাইনরা পানির জন্য এখানে কুয়া খনন করেছিলেন। এখানে ১০০ বছরের পুরানো বৌদ্ধ মন্দির আছে। শীতে এখানে অনেক অতিথি পাখি আসে। এটি বাংলাদেশের একমাত্র সমুদ্রসৈকত যেখানে সাগরের মধ্যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে কুয়াকাটাকে বলা হয় সাগরকন্যা। কুয়াকাটা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান।

ক | এসো বলি

কেন পর্যটকরা বঙ্গোপসাগরের আশপাশে এসকল স্থানে বেড়াতে আসবেন তা শ্রেণিতে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

আমরা কীভাবে আকর্ষণীয় স্থানগুলোর পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি?

খ | এসো লিখি

প্রতিটি দর্শনীয় স্থানের আকর্ষণগুলো তালিকায় লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

সুন্দরবন	কক্সবাজার	কুয়াকাটা
		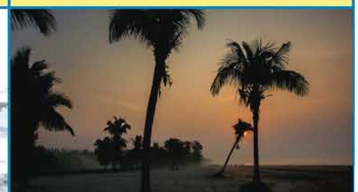

গ | আরও কিছু করি

সুন্দরবন/কক্সবাজার/কুয়াকাটা এই তিন স্থানের মধ্যে যেকোনো একটি আকর্ষণীয় স্থানকে বেছে নাও। কেন স্থানটি আকর্ষণীয়? পর্যটকদের উৎসাহিত করতে একটি পোস্টার তৈরি কর।

ঘ | যাচাই করি

বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের সাথে তাদের আকর্ষণীয় দিকগুলোর মিল কর।

সুন্দরবন	দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত
	অতিথি পাখি
কক্সবাজার	রয়েল বেঙ্গল টাইগার
	জলপ্রপাত
কুয়াকাটা	বৌদ্ধমন্দির
	ম্যানগ্রোভ বন

পাঠ ৫: বঙ্গোপসাগর
পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭

শিখনফল :

১৫.২.৩। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত কয়েকটি স্থানের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে পারবে। (সুন্দরবন, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত, রাঙামাটি, বান্দরবান, কুয়াকাটা, সেন্টমার্টিন, জাফলং)।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৫৬-৫৭নং পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের মানচিত্র
ব্রোশিওর / প্রদর্শন বই থেকে নেওয়া দর্শনীয় স্থানের আরও কোনো ছবি

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- এই পাঠটি শুরু করার আগে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কিছু প্রশ্ন করে, এ সম্পর্কে তাদের ধারণা যাচাই করবেন। উপকূলীয় অঞ্চল কী? কোথায় কোথায় উপকূলীয় অঞ্চল অবস্থিত? বইয়ে দেওয়া মানচিত্র থেকে তিনটি উপকূলীয় এলাকা খুঁজে বের কর?

- ক্লাসে তিনটি অনুচ্ছেদ পড়ুন। প্রতিটি অনুচ্ছেদ পড়া শেষ হওয়ার পর, বইয়ে দেওয়া পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি দেখান এবং শিক্ষার্থীরা কী বুঝলো তা জিজ্ঞাসা করুন।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটিতে দুইটি অংশ আছে : প্রথমত আলোচনা করুন কেন পর্যটকরা বাংলাদেশে বেড়াতে আসবেন এবং প্রতিটি দর্শনীয় স্থানের আকর্ষণগুলো কী কী এবং দ্বিতীয়ত আলোচনা করুন যদি অনেক বেশি পর্যটক এসব দর্শনীয় স্থানে আসেন, তবে এসব স্থানের পরিবেশ কীভাবে নষ্ট হবে এবং এ ঘটনা প্রতিরোধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। (কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে একটি প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে এখানে অনেক বেশি হোটেল গড়ে উঠেছে এবং স্থানীয় সরকার ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে।)

পর্যালোচনা :

এই পাঠে আলোচিত তিনটি দর্শনীয় স্থানের বিভিন্ন আকর্ষণ এবং বিপদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। এই স্থানগুলোর জন্য কোন বিষয়গুলো হুমকিস্বরূপ তাও আলোচনা করুন।

পাঠ ৬ঃ বঙ্গোপসাগর
পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭

শিখনফল :
১৫.২.৩। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত কয়েকটি স্থানের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে পারবে।
(সুন্দরবন, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত, রাঙামাটি, বান্দরবান, কুয়াকাটা, সেন্টমার্টিন, জাফলং)।

শিখন উপকরণ :
পাঠ্যবইয়ের ৫৬-৫৭নং পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের মানচিত্র
ব্রোশিওর / প্রদর্শন বই থেকে নেওয়া দর্শনীয় স্থানের আরও কোনো ছবি

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

খ | এসো লিখি

'আরও কিছু করি' অংশটির প্রস্তুতি হিসেবে এবং কাজটি বোঝার জন্য 'এসো লিখি' অংশের কাজটি করান। এখানে শিক্ষার্থীরা প্রতিটি দর্শনীয় স্থানের আর্কষণগুলো তালিকায় লিখবে। কাজটি তারা জোড়ায় করবে।

গ | আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা পোস্টার তৈরি করবে। ঐ সব দর্শনীয় স্থানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এমনভাবে পোস্টারে উপস্থাপন করবে যাতে যারা ঐ স্থানগুলোতে আগে যায়নি, তারা যেতে উৎসাহিত হবে।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটিতে আছে মিলকরণ : সুন্দরবন - রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ম্যানগ্রোভ বন ; কক্সবাজার - দীর্ঘতম বালুময় সমুদ্রসৈকত, জলপ্রপাত ; কুয়াকাটা - অতিথি পাখি, বৌদ্ধমন্দির।

পর্যালোচনা :

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা আলোচনা করে পাঠটির সমাপ্তি ঘোষণা করুন। পাঠ্যবইয়ের ৮৮নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বাংলাদেশের সুন্দরবন এবং সমুদ্রসৈকত রক্ষা সম্পর্কে বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

৪ দর্শনীয় পাহাড়ি এলাকা

এই পাঠে আমরা বাংলাদেশের তিনটি আকর্ষণীয় পাহাড়ি এলাকা সম্পর্কে জানব।

স্বর্ণমন্দির, বান্দরবান

বান্দরবান

বান্দরবান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি পাহাড়ি জেলা। এখানেই আছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড়ের চূড়া তাজিনডং। এখানে আরও আছে দর্শনীয় চিম্বুক পাহাড়ের চূড়া ও বগা লেক। মিলানছড়িতে আছে শৈলপ্রপাত নামে এক পাহাড়ি ঝর্ণা। এছাড়া সারা শহর জুড়ে আছে অসংখ্য বৌদ্ধ মন্দির। স্থানীয় ভাষায় এই মন্দিরগুলোকে বলে কিয়াং।

রাঙামাটি

রাঙামাটি বাংলাদেশের আরও একটি পাহাড়ি জেলা। এর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কাপ্তাই হ্রদ। রাঙামাটি সবুজ পাহাড়, বন আর লেকে ঘেরা সুন্দর জায়গা। এটি একটি জনপ্রিয় অবকাশ কেন্দ্র। চাকমা, মারমা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বাসস্থান এই রাঙামাটি। তাই এখানে তাদের হাতে বানানো পোশাক ও হাতির দাঁতের গহনা পাওয়া যায়। এছাড়া এখানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জাদুঘর আছে। আরও কাছে ঝুলন্ত সেতু।

ঝুলন্তসেতু, রাঙামাটি

পাহাড়ঘেরা জাফলং

জাফলং

সিলেট বিভাগের উত্তরে হিমালয় পাহাড়ের পাদদেশে জাফলং অবস্থিত। এখানে খাসি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আবাসস্থল। এখানে মারী নদী থেকে বয়ে আসে অনেক পাহাড়ি পাথর। এই পাহাড়ি পাথর স্থানীয় লোকজন সংগ্রহ ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। জাফলং পাহাড়ে ঘেরা এক সবুজ বন যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি।

ক | এসো বলি

কেন পর্যটকরা বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকায় বেড়াতে আসবেন তা শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- তুমি বেড়ানোর জন্য পাহাড় নাকি সমুদ্র সৈকত বেছে নেবে?
- এসব স্থানের পরিবেশকে কীভাবে সংরক্ষণ করা যায়?

খ | এসো লিখি

প্রতিটি দর্শনীয় স্থানের আকর্ষণগুলো তালিকায় লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

বান্দরবান	রাঙামাটি	জাফলং

গ | আরও কিছু করি

তোমার পছন্দ অনুযায়ী একটি দর্শনীয় স্থান বেছে নাও এবং কেন তুমি সেখানে যেতে চাও তা লেখ। মনে কর শ্রেণিতে যার লেখা সবচেয়ে সুন্দর হবে সে দর্শনীয় স্থানটি ভ্রমণের সুযোগ পাবে।

ঘ | যাচাই করি

বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের সাথে তাদের আকর্ষণগুলোর মিল কর।

বান্দরবান	ঝুলন্তসেতু
	বৌদ্ধমন্দির
রাঙামাটি	চাকমা
	খাসি
জাফলং	জাদুঘর

পাঠ ৭: দর্শনীয় পাহাড়ি এলাকা
পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯

শিখনফল :
১৫.২.৩। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত কয়েকটি স্থানের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে পারবে।
(সুন্দরবন, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত, রাঙামাটি, বান্দরবান, কুয়াকাটা, সেন্টমার্টিন, জাফলং)।

শিখন উপকরণ :
পাঠ্যবইয়ের ৫৮-৫৯নং পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের মানচিত্র
ব্রোশিওর / প্রদর্শন বই থেকে নেওয়া দর্শনীয় স্থানের আরও কোনো ছবি

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- দর্শনীয় পাহাড়ি এলাকা কোথায় এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী জানে তা যাচাই করার মাধ্যমে আজকের পাঠটি শুরু করুন এবং বইয়ে দেওয়া মানচিত্র থেকে তিনটি দর্শনীয় পাহাড়ি এলাকা খুঁজে বের করতে বলুন।

- ক্লাসে তিনটি অনুচ্ছেদ শিক্ষার্থীদের সাথে পড়ুন। প্রতিটি অনুচ্ছেদ পড়া শেষ হওয়ার পর ছবি দেখান এবং শিক্ষার্থীরা কী বুঝলো তা জিজ্ঞাসা করুন।

ক | এসো বলি

'এসো বলি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা নিজস্ব পছন্দের পাশপাশি পর্যটকদের কীভাবে আকর্ষণ করা যায় তা চিন্তা করবে এবং পর্যটন শিল্পের সম্ভাব্য হুমকি সম্পর্কেও সজাগ হবে। শিক্ষার্থীরা যদি পাহাড়ে বা সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে গিয়ে থাকে তবে তারা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই পর্যটন শিল্প সম্পর্কে বলতে পারবে।

পর্যালোচনা :

তিনটি দর্শনীয় পাহাড়ি এলাকার বিভিন্ন আকর্ষণ এবং বিপদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। পাহাড় ও সমুদ্রে পর্যটকদের কীভাবে আকর্ষণ করা যায় 'এসো বলি' কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তা চিন্তা করবে এবং তাদের মধ্যে বিশ্লেষণী মনোভাবের সৃষ্টি হবে। দর্শনীয় স্থান এবং পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পুনরালোচনা করুন।

পাঠ ৮ঃ দর্শনীয় পাহাড়ি এলাকা

পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯

শিখনফল :

১৫.২.৩। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত কয়েকটি স্থানের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে পারবে। (সুন্দরবন, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত, রাঙামাটি, বান্দরবান, কুয়াকাটা, সেন্টমার্টিন, জাফলং)।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৫৮-৫৯নং পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের মানচিত্র
ব্রোশিওর / প্রদর্শন বই থেকে নেওয়া দর্শনীয় স্থানের আরও কোনো ছবি

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

খ | এসো লিখি

'আরও কিছু করি' কাজটির প্রস্তুতি হিসেবে এবং কাজটি বোঝার জন্য 'এসো লিখি' কাজটি করান। এখানে শিক্ষার্থীরা প্রতিটি দর্শনীয় স্থানের আর্কষণগুলো তালিকায় লিখবে। কাজটি তারা জোড়ায় করবে।

গ | আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কেবল ইতিবাচক লেখাই শিখবে না বরং সত্যিকার অর্থেই বিস্তারিতভাবে তারা লিখবে যেন (অন্যদের থেকে বেশি) পর্যটকদের আকর্ষণ করতে তারা সমর্থ হয়। কোনো এলাকার বর্ণনা লিখে সে এলাকায় ঘুরতে যাওয়ার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারবে। সব শিক্ষার্থীই এলাকাগুলো আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করতে চাইবে, কেননা এতে তাদেরও ঐ জায়গা ভ্রমণের সুযোগ থাকবে।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটি হলো মিলকরণ, যেখানে একের অধিক উত্তর আছে : বান্দরবান - বৌদ্ধমন্দির ; রাঙামাটি - ঝুলন্ত সেতু, চাকমা এবং জাদুঘর ; জাফলং - খাসিয়া।

পর্যালোচনা :

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা আলোচনা করে পাঠটির সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

মূল্যায়ন: নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নগুলোর সহায়তায় শিক্ষক নিজে প্রশ্ন তৈরি করে মূল্যায়ন করবেন।

১. বাংলাদেশের দুইটি উঁচু পাহাড়ের নাম বল।
২. তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জলবায়ুকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে? নাম গুলো বল।
৩. কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত সম্পর্কে বর্ণনা দাও।
৪. কুয়াকাটাকে সাগর কন্যা বলা হয় কেন?
৫. বান্দরবানের কয়েকটি দর্শনীয় স্থানের নাম বল।
৬. খাসি নৃ-গোষ্ঠীর বাস কোন অঞ্চলে?

অধ্যায় ১২
দুর্যোগ মোকাবিলা

১ বন্যা

বাংলাদেশে নানা ধরনের দুর্যোগ ঘটে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুইটি হলো বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়। প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও মানবসৃষ্ট পরিবেশ দুষণের প্রভাবে অনেক সময় দুর্যোগ ঘটে থাকে।

বন্যার প্রভাব

১৯৮৭ সাল থেকে বাংলাদেশে ৭টি ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাসের মধ্যে মূলত বন্যার প্রকোপ বেশি থাকে। এই বন্যার ফলে মানুষের জীবন, ফসল, বাড়ি-ঘর এবং রাস্তা-ঘাটের অনেক ক্ষতি হয়। বন্যার কারণে বিশুদ্ধ পানির অভাবে নানা রোগ ছড়ায়। তবে বন্যা হলে মাটিতে পলি জমা হয় যা মাটির উবরতা বাড়াতে সহায়তা করে।

বন্যার কারণ

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক কারণে বন্যা হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও বন্যার একটি কারণ। এ ছাড়াও পলি জমে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে নদীগুলোর ধারন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে বর্ষা মৌসুমে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে বন্যা দেখা দেয়।

বন্যা মোকাবিলা

বন্যা সবসময় নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। আমরা যাতে বন্যা মোকাবিলা করতে পারি সে জন্য কিছু প্রস্তুতি নেওয়া যায়। যেমন :

- নিয়মিত রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে আবহাওয়া সম্পর্কে খবর শুনব।
- বাড়ির কাছে খাল-নদীতে চিহ্ন দিয়ে বাঁশ-লাঠি পুঁতে রাখব যাতে বুঝতে পারি পানি কতটুকু বাড়ল।
- বন্যার আগে শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি, ঔষধ জমিয়ে রাখব।
- পড়ার বই-খাতা ও ঘরের গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে গুছিয়ে রাখব।
- মনে সাহস রাখব এবং ধৈর্যের সাথে দুর্যোগ মোকাবিলা করব।

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর :

- বন্যা নিয়ে তোমার কী ধরনের অভিজ্ঞতা আছে?
- তোমার এলাকায় সংঘটিত কোনো বন্যা সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা বল।
- বন্যা মোকাবিলায় কী ধরনের প্রস্তুতি নেবে?
- বন্যা কীভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব?

বন্যা

খ | এসো লিখি

বন্যা মোকাবিলায় প্রস্তুতিস্বরূপ তুমি তোমার পরিবারের জন্য প্রধান যে ৪টি কাজ করবে তার একটি তালিকা তৈরি কর। কাজটি জোড়ায় কর।

গ | আরও কিছু করি

বন্যায় কী ধরনের প্রস্তুতি নিতে হয় সে সম্পর্কে বন্ধুদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য একটি পোস্টার তৈরি কর। প্রয়োজনে ছবি আঁকতে পার অথবা অন্য কোনো ছবি সংযোজনও করতে পার।

ঘ | যাচাই করি

বন্যার সময় পড়ালেখার ক্ষতি হয় কারণ..।

অধ্যায় ১২: দুর্যোগ মোকাবিলা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১০.১। বাংলাদেশে ঘটমান বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ এবং সমাজজীবনে এদের প্রভাব সম্পর্কে জানবে।
১০.২। প্রতিকূলতা ও দুর্যোগ মোকাবিলার উপায় জানবে এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে।

শিখনফল :

১০.১.১। বাংলাদেশে বিভিন্ন দুর্যোগ (বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আগুন লাগা) ও এসব দুর্যোগের কারণ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.১.২। সামাজিক জীবনে এসব দুর্যোগের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।
১০.২.১। প্রধান প্রধান দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি ও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.২.২। দুর্যোগ মোকাবিলার মনোভাব অর্জন করবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৬টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: বন্যা

পৃষ্ঠা ৬০-৬১

শিখনফল :

১০.১.১। বাংলাদেশে বিভিন্ন দুর্যোগ (বন্যা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আগুন লাগা) ও এসব দুর্যোগের কারণ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.১.২। সামাজিক জীবনে এসব দুর্যোগের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।
১০.২.১। প্রধান প্রধান দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি ও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.২.২। দুর্যোগ মোকাবিলার মনোভাব অর্জন করবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৬০-৬১নং পৃষ্ঠা
বন্যা সম্পর্কিত পত্রিকার কোনো রিপোর্ট, বন্যার ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীরা শুনেছে এমন কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা তারা দেখেছে, এমন অভিজ্ঞতা দিয়ে আজকের পাঠ শুরু করুন। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে তোমরা কী ভয় পাও? অথবা এই দুর্যোগ মোকাবিলা করতে তোমাদের কী

ইতিবাচক মনোভাব আছে? যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমে বলুন এর প্রভাব, তারপর তার কারণ এবং এরপর ঐ দুর্যোগ মোকাবিলার কিছু ব্যবহারিক উপায় বা ঐ দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি।

- ৬০নং পৃষ্ঠার ৩টি অনুচ্ছেদ ক্লাসে পড়ুন। শিক্ষার্থীদের বলুন এগুলো মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানবসৃষ্ট নানা কারণে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং এই প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা দুর্যোগের প্রভাব, কারণ এবং পূর্ব প্রস্তুতির সব ধরনের দিক নিয়ে আলোচনা করবে। এখানে তারা বন্যা নিয়ে নিজেদের কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে তা বর্ণনা করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মূলত নিজেদের পর্যবেক্ষণ থেকে কোনো ঘটনা বিশ্লেষণ করবে এবং বিপদে সাবধানতা অবলম্বনের উপায় নিয়ে ভাববে।

পর্যালোচনা :

বন্যার ভয়াবহতা এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা পুনরালোচনা করুন। ৬০নং পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদগুলো পড়ে এবং 'এসো বলি' কাজটির মাধ্যমে বন্যার প্রভাব, কারণ এবং বন্যা মোকাবিলা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে। যারা বন্যা দেখেছে এবং যারা বন্যা দেখেনি তারা সবাই এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারবে।

পাঠ ২: বন্যা

পৃষ্ঠা ৬০-৬১

শিখনফল :

১০.১.১। বাংলাদেশে বিভিন্ন দুর্যোগ (বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আগুন লাগা) ও এসব দুর্যোগের কারণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

১০.১.২। সামাজিক জীবনে এসব দুর্যোগের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।

১০.২.১। প্রধান প্রধান দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি ও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবে।

১০.২.২। দুর্যোগ মোকাবিলার মনোভাব অর্জন করবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৬০-৬১ নম্বর পৃষ্ঠা

বন্যা সম্পর্কিত পত্রিকার কোনো রিপোর্ট

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে শেখা বন্যার প্রভাব, কারণ, পূর্বপ্রস্তুতি এবং বন্যা কীভাবে মোকাবিলা করা যায় তা পুনরালোচনা করুন। বন্যা মোকাবিলায় শিক্ষার্থীরা কী করতে পারে এবং পরিবারকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে তা তাদের জিজ্ঞাসা করুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা তাদের এলাকার জন্য প্রযোজ্য বন্যার পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করবে এবং এগুলো তালিকাবদ্ধ করে বাড়িতে নিয়ে যাবে। শিক্ষার্থীরা কাজটি জোড়ায় করবে। এখানে মূলত শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবারের জন্য প্রধান যে ৪টি কাজ করবে তার তালিকা তৈরি করবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশে শিক্ষার্থীরা তাদের অন্য স্কুলের বন্ধুদের সাথে বন্যার যথাযথ পূর্বপ্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা করবে। তারা সচেতনতা তৈরির জন্য পোস্টার তৈরি করবে এবং এক্ষেত্রে তারা বন্যার ভয়াবহতার ছবি আঁকতে পারে বা কোনো ছবি সংযোজন করতে পারে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের জন্য বিভিন্ন উত্তর হতে পারে, যেমন - 'আমরা স্কুলে যেতে পারি না' অথবা 'আমাদের বই ভিজে যেতে পারে' অথবা 'স্কুলে বন্যা হয়' ইত্যাদি। এখানে শিক্ষার্থীরা পাঠটি পড়ে বা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে উত্তর দেবে।

পর্যালোচনা :

বন্যা বিষয়ে পাঠ দুইটি সংক্ষেপে বলুন এবং শিক্ষার্থীরা পূর্বপ্রস্তুতির বিষয়টি আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করুন। পাঠ্যবইয়ের ৮৮নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বন্যার পর রোগের প্রাদুর্ভাব, বন্যা প্রতিরোধের উপায় এবং মানুষ কীভাবে বন্যার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলেছে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

২ ঘূর্ণিঝড়

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব

ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা

বাংলাদেশে ১৯৭০, ১৯৯১ এবং ২০০৭ সালে তিনটি ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল। সাধারণত গ্রীষ্ম-বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে সমুদ্রের কাছাকাছি এলাকাগুলোতে বেশি ঘূর্ণিঝড় হয়। মানচিত্রে দেখে নাও বাংলাদেশের কোন এলাকাগুলোতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বেশি। ঘূর্ণিঝড় থেকে উৎসারিত তীব্র বাতাস ঘর-বাড়ি ও ফসল ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে সমুদ্রে ৪৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু ঢেউ সৃষ্টি হতে পারে। এতে উপকূলীয় এলাকার অনেক ক্ষতি হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের কারণ

সমুদ্রপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সেখানে বায়ুর নিম্নচাপ হয়। এই নিম্নচাপের কারণে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। এটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণেই ঘটে থাকে। তবে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা দিন দিন বাড়ার কারণে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ ঘূর্ণিঝড়কে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলেও এর ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ব্যবস্থা নিতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা

ঘূর্ণিঝড়ের সময় কিছু সংকেত দেওয়া হয়। স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ১ নম্বর থেকে মহাবিপদ সংকেত ১০ নম্বর পর্যন্ত হয়ে থাকে।

- নিয়মিত সংকেত শুনব, অন্যদের জানাব ও নিজেরা সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নেব।
- আশ্রয়কেন্দ্র বা নিরাপদ কোনো স্থানে যাবার আগে নিজেদের বইপত্র ও অন্য প্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখব।
- মা-বাবার সাথে মিলেমিশে কাজ করব। বড়দের কথা মেনে চলব এবং সবসময় নিরাপদ স্থানে থাকব।

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে তুমি কী শুনেছ?
- কারও কি ঘূর্ণিঝড় দেখার অভিজ্ঞতা আছে?
- ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত কীভাবে পাওয়া যায়?
- ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিকর প্রভাব কীভাবে কমিয়ে আনা যায়?

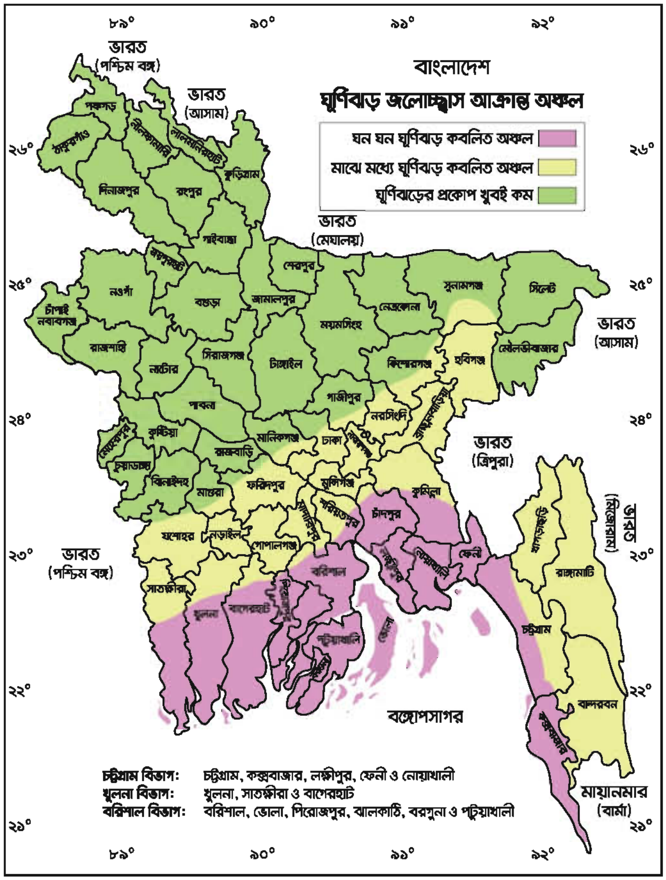

খ | এসো লিখি

মানচিত্র থেকে ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়তে পারে এমন এলাকাগুলোর তালিকা তৈরি কর।

গ | আরও কিছু করি

ঘূর্ণিঝড়ে কী ধরনের ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে এলাকার সবার মাঝে সচেতনতা তৈরির জন্য একটি পোস্টার তৈরি কর।

প্রয়োজনে ছবি আঁকতে পার ও অন্য কোনো ছবি সংযোজন করতে পার।

ঘ | যাচাই করি

শূন্যস্থান পূরণ কর।

ঘূর্ণিঝড়ের মহাবিপদ সংকেত হলো..।

পাঠ ৩ঃ ঘূর্ণিঝড়
পৃষ্ঠা ৬২-৬৩

শিখনফল :

১০.১.১। বাংলাদেশে বিভিন্ন দুর্যোগ (বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আগুন লাগা) ও এসব দুর্যোগের কারণ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.১.২। সামাজিক জীবনে এসব দুর্যোগের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।
১০.২.১। প্রধান প্রধান দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি ও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.২.২। দুর্যোগ মোকাবিলার মনোভাব অর্জন করবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৬২-৬৩নং পৃষ্ঠা
ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত পত্রিকার রিপোর্ট

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে শুনেছে বা দেখেছে, এমন অভিজ্ঞতা দিয়ে আজকের পাঠ শুরু করুন।

- গত পাঠে যেভাবে অনুচ্ছেদ পড়া হয়েছে সেভাবে ৬২নং পৃষ্ঠার তিনটি অনুচ্ছেদ পড়ান। যদিও ঘূর্ণিঝড় একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তবুও মানবসৃষ্ট নানা কারণে এর থেকে ক্ষতির ভয়াবহতা বৃদ্ধি পায়।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটিতে এই তিনটি অংশের সমস্ত তথ্য শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করুন। এখানে তারা ঘূর্ণিঝড় নিয়ে নিজেদের কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে তা বর্ণনা করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মূলত নিজেদের পর্যবেক্ষণ থেকে কোনো ঘটনা বিশ্লেষণ করবে এবং ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার বিভিন্ন উপায় জানবে এবং প্রয়োজনে কাজে লাগাবে।

পর্যালোচনা :

ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে তিনটি অংশের তথ্যগুলো পুনরালোচনা করুন। ৬২নং পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদগুলো পড়ে এবং 'এসো বলি' কাজটির মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব, কারণ এবং ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে। যারা ঘূর্ণিঝড় দেখেছে এবং যারা ঘূর্ণিঝড় দেখেনি তারা সবাই এর ভয়াবহতা উপলদ্ধি করতে পারবে।

পাঠ ৪: ঘূর্ণিঝড়

পৃষ্ঠা ৬২-৬৩

শিখনফল :

১০.১.১। বাংলাদেশে বিভিন্ন দুর্যোগ (বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আগুন লাগা) ও এসব দুর্যোগের কারণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

১০.১.২। সামাজিক জীবনে এসব দুর্যোগের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।

১০.২.১। প্রধান প্রধান দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি ও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবে।

১০.২.২। দুর্যোগ মোকাবিলার মনোভাব অর্জন করবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৬২-৬৩নং পৃষ্ঠা

বাংলাদেশের মানচিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে তিনটি অনুচ্ছেদ থেকে প্রধান প্রধান তথ্যগুলো পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটি শিক্ষার্থীদের ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকিতে আছে এমন এলাকা চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। এই কাজটি করার জন্য বাংলাদেশের একটি বড় মানচিত্র খুব সহায়ক হবে এবং এতে শিক্ষার্থীরা ঘূর্ণিঝড়প্রবণ আরও বিভিন্ন এলাকা চিহ্নিত করতে সমর্থ হবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটির মাধ্যমে স্থানীয় মানুষদের সচেতনতা তৈরি হবে। শিক্ষার্থীরা শিখবে কীভাবে যথাযথ তথ্য দিয়ে মানুষদের কোনো বিষয়ে আকৃষ্ট করতে হয় এবং সচেতন করতে হয়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের পোস্টার তৈরি করবে। এক্ষেত্রে পোস্টারে শিক্ষার্থীরা ঘূর্ণিঝড়ের বিভিন্ন ছবি সংযোজন করতে পারে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মনে রাখবে 'ঘূর্ণিঝড়ের স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ১ নম্বর থেকে মহাবিপদ সংকেত ১০ নম্বর পর্যন্ত।'

পর্যালোচনা :

ঘূর্ণিঝড় বিষয়ে সম্পূর্ণ পাঠটি সংক্ষেপে বলুন এবং শিক্ষার্থীরা ঘূর্ণিঝড়ের প্রয়োজনীয় পূর্বপ্রস্তুতির বিষয়টি

আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করুন। পাঠ্যবইয়ের ৮৮ নম্বর পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে জলোচ্ছ্বাস/সাইক্লোনের প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

৩ আগুন

আগুনের প্রভাব

বাংলাদেশে আজকাল আগুন লাগার ঘটনা বেশি ঘটছে। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে শহরের বস্তি, গার্মেন্টস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আগুন লেগে দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়াও যেসব এলাকায় বেশি লোক বসবাস করে সেসব এলাকাতেও আগুন লেগে এ ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। আগুন লাগলে ঘরবাড়ির প্রচুর ক্ষতি হয় এবং মানুষের জীবন বিপদগ্রস্থ হয়।

আগুন লাগার কারণ

মানুষের সৃষ্ট নানা কারণে আগুন লাগতে পারে। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

- রান্নার পরে চুলার আগুন সম্পূর্ণ নিভিয়ে না দিলে
- সিগারেট, বিড়ি, হুকার আগুন থেকে
- ঘরে কুপি, হারিকেন, মশার কয়েল জ্বালিয়ে রাখলে
- বাড়ির বিদ্যুতের লাইনে সমস্যা থাকলে
- কারখানার **দাহ্য** পদার্থ (যে জিনিসে সহজে আগুন ধরে) থেকে
- শিশুরা আগুন নিয়ে খেলা করলে বা আতশবাজি ফোটাতে গেলে
- এক বাড়িতে আগুন লাগলে সহজেই অন্য বাড়িতে আগুন ধরে যেতে পারে

আগুন মোকাবিলা

- প্রথমে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।
- ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিতে হবে।
- আশপাশের মানুষকে সচেতন করতে হবে।
- বিল্ডিং এর ভিতর লোক থেকে গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।
- দাহ্য পদার্থ লোকালয় থেকে দূরে রাখতে হবে।
- আগুনে শরীরের কোনো জায়গা পুড়ে গেলে সেখানে ১০ মিনিট ধরে পানি ঢালতে হবে ও দ্রুত ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।
- কোনো সম্পদ রক্ষা করতে নিজের জীবনের ঝুঁকি নেওয়া যাবে না।

আগুন নিভানো হচ্ছে

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর :

- আগুন লাগা সম্পর্কে কখনো কিছু শুনেছ?
- কেউ কি কোনো সময় নিজের এলাকায় আগুন লাগতে দেখেছ? কীভাবে আগুন লেগেছিল?
- আগুন কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়?
- আগুন লাগলে তুমি কী করবে?

খ | এসো লিখি

এ অধ্যায়ে যে দুর্যোগগুলো সম্পর্কে জেনেছ তা কি তোমাদের মনে আছে? নিচের ছকে প্রতিটি দুর্যোগ সম্পর্কে একটি করে তথ্য লেখ।

	বন্যা	ঘূর্ণিঝড়	আগুন
কারণ			
প্রভাব			
মোকাবিলা			

গ | আরও কিছু করি

আগুন লাগলে কীভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিদ্যালয়ের বন্ধুদের মধ্যে একটি সচেতনতামূলক আলোচনা সভা আয়োজন কর।

দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির জন্য পোস্টার বানাতে পার। পোস্টারে নিজে আঁকা ছবি কিংবা অন্য কোনো ছবি সংযোজন করতে পার।

ঘ | যাচাই করি

বামপাশের সাথে ডানপাশের মিল কর :

শুষ্ক মৌসুমে মানুষের অসচেতনতা	ঘূর্ণিঝড়
সাগরের উপর নিম্নচাপ	জলাবদ্ধতা
অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে পথে-ঘাটে পানি জমে যায়	আগুন লাগা

পাঠ ৫: আগুন

পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫

শিখনফল :

১০.১.১। বাংলাদেশে বিভিন্ন দুর্যোগ (বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আগুন লাগা) ও এসব দুর্যোগের কারণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

১০.১.২। সামাজিক জীবনে এসব দুর্যোগের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।

১০.২.১। প্রধান প্রধান দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি ও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবে।

১০.২.২। দুর্যোগ মোকাবিলার মনোভাব অর্জন করবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৬৪-৬৫নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- একটি চূড়ান্ত দুর্যোগ আগুন লাগা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বলুন, দেশের যেকোনো জায়গা এই দুর্যোগের শিকার হতে পারে। আগুন লাগা সম্পর্কে তাদের বাস্তব জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন। কেন আগুন লেগেছিল, কীভাবে আগুন লেগেছিল এবং ঐ আগুন লাগার ফলে কী ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল তা তাদের বলতে বলুন।

- ৬৪নং পৃষ্ঠার ৩টি অনুচ্ছেদ ক্লাসে পড়ুন এবং শিক্ষার্থীরা কী বুঝলো তা যাচাই করুন। আগুন কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে তা শিক্ষার্থীদের অভিনয় করে দেখাতে বলুন। এতে তারা আনন্দের সাথে বিষয়টি আয়ত্ব করবে।

ক| এসো বলি

পাঠের তথ্যগুলো আরও ভালোভাবে জানার জন্য এবং বোঝার জন্য ‘এসো বলি’ অংশের কাজটি সাহায্য করবে। এখানে তারা আগুন লাগা নিয়ে নিজেদের কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে তা বর্ণনা করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মূলত নিজেদের পর্যবেক্ষণ থেকে কোনো ঘটনা বিশ্লেষণ করবে এবং আগুন লাগা প্রতিরোধে এবং মোকাবিলার বিভিন্ন উপায় জানবে এবং প্রয়োজনে কাজে লাগাবে।

পর্যালোচনা :

শিক্ষার্থীরা আগুনের ক্ষতি সাধন সম্পর্কে যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন। ৬৪নং পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদগুলো পড়ে এবং ‘এসো বলি’ কাজটির মাধ্যমে আগুনের প্রভাব, কারণ এবং আগুন লাগা মোকাবিলা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে। তারা সবাই এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারবে।

পাঠ ৬: আগুন

পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫

শিখনফল :

১০.১.১। বাংলাদেশে বিভিন্ন দুর্যোগ (বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আগুন লাগা) ও এসব দুর্যোগের কারণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

১০.১.২। সামাজিক জীবনে এসব দুর্যোগের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।

১০.২.১। প্রধান প্রধান দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি ও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবে।

১০.২.২। দুর্যোগ মোকাবিলার মনোভাব অর্জন করবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৬৪-৬৫নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে আগুন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশে শিক্ষার্থীরা পড়ে যা বুঝেছে তা দেখাবে বা প্রদর্শন করবে এবং তাদের নিজেদের জন্য তথ্যের একটি সার সংক্ষেপ তৈরি করবে। এখানে ছকে তারা বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং আগুন এই তিনটি দুর্যোগের কারণ, প্রভাব এবং মোকাবিলা সম্পর্কে লিখবে। এই কাজটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ের সার সংক্ষেপ হিসেবে থাকবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশে একটি পোস্টার তৈরির কাজ, এটি স্কুলের বন্ধুদের সচেতন করতে ব্যবহৃত হবে। পোস্টারটি রঙিন ও আকর্ষণীয় হবে, তবে এতে লিখিত নির্দেশনাগুলো স্পষ্ট হবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের উত্তরগুলো হবে - শুষ্ক মৌসুমে মানুষের অসচেতনতা - আগুন লাগা, সাগরের উপর নিম্নচাপ - ঘূর্ণিঝড়, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত যা পথে ঘাটে জমে যায় - বন্যা।

পর্যালোচনা :

ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এই অধ্যায়ে যা শেখানো হয়েছে তা সংক্ষেপে বলুন। প্রয়োজনীয় পূর্বপ্রস্তুতি সম্পর্কে আরও তথ্য জানার পর সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলার শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে কিনা তা যাচাই করুন।

মূল্যায়ন: নিম্নের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

১. বন্যার সংজ্ঞা দাও।

২. আগুন লাগলে তুমি কী করবে?

৩. বন্যার প্রভাব আলোচনা কর।

৪. ঘূর্ণিঝড়ের কারণ কী?

অধ্যায় ১৩

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

সাল	মোট জনসংখ্যা
১৯৭৪	৭ কোটি ৬৪ লক্ষ
১৯৮১	৮ কোটি ৯৯ লক্ষ
১৯৯১	১১ কোটি ১৪ লক্ষ
২০০১	১২ কোটি ৯৩ লক্ষ
২০১১	১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ

১ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা

জনসংখ্যা বৃদ্ধি

বিভিন্ন সময়ের **আদমশুমারি** থেকে নেওয়া বাংলাদেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত ছকটি লক্ষ কর। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৩৭ বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী বছরে ১.২% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধির হার ১৯৭০ সালের থেকে কম। সেই সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩%। দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে। তা সত্ত্বেও অতীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় আয়তনের তুলনায় তা অনেক বেশি।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

একটি দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে যতজন লোক বাস করেন, তাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে। যেহেতু আমাদের দেশের আয়তনের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তাই সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়ে চলেছে। ২০১১ সালে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০১৫ জন।

জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে এগারতম। সিঙ্গাপুরের অবস্থান তৃতীয় এবং হংকং চতুর্থ। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত আছে তেত্রিশতম স্থানে এবং পাকিস্তানের অবস্থান ছাপ্পান্নতম।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার কুফল

অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে আমাদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। যেমন :

- মানুষ কাজ পায় না;
- প্রয়োজনীয় খাবার পাওয়া যায় না;
- অনেকে সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন না;
- চিকিৎসা পাওয়া যায় না;
- সমাজে অপরাধ বেড়ে যায়;
- পরিবেশ দূষিত হয়।

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব নিয়ে শ্রেণিতে আলোচনা কর :

- সাধারণত একটি পরিবারে কতজন সদস্য থাকে?
- পরিবহনের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়ে?
- বাসস্থানের উপর কী প্রভাব পড়ে?
- মানুষ কী পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে?

খ | এসো লিখি

অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব কেমন হতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি কর। কাজটি জোড়ায় কর।

কাজে	
খাবারে	
শিক্ষায়	
স্বাস্থ্যে	
পরিবেশে	

গ | আরও কিছু করি

জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ে একটি গ্রাফ তৈরি কর।

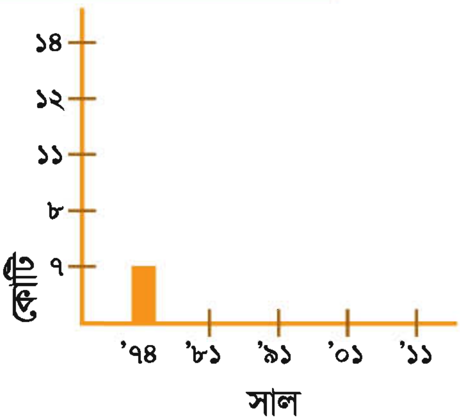

ঘ | যাচাই করি

সংখ্যা দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ....।

প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ....।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ....।

আমরা বিশ্বে .... তম জনবহুল দেশ।

অধ্যায় ১৩: বাংলাদেশের জনসংখ্যা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১২.১। বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানবে।
১২.২। বাংলাদেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণ জানবে।

শিখনফল :

১২.১.১। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা বর্ণনা করতে পারবে।
১২.১.২। জনসংখ্যার ঘনত্ব কী তা বলতে পারবে।
১২.১.৩। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বৃদ্ধির হার উল্লেখ করতে পারবে।
১২.১.৪। বিশ্বের কয়েকটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব তুলনা করতে পারবে।
১২.২.১। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১২.২.২। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৪টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা

পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭

শিখনফল :

১২.১.১। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা বর্ণনা করতে পারবে।
১২.১.২। জনসংখ্যার ঘনত্ব কী তা বলতে পারবে।
১২.১.৩। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বৃদ্ধির হার উল্লেখ করতে পারবে।
১২.১.৪। বিশ্বের কয়েকটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব তুলনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৬৬-৬৭নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- 'বাংলাদেশের জনসংখ্যা' নামক এই অধ্যায়ের প্রথম পাঠে আছে বিভিন্ন বছরের মোট জনসংখ্যা, বিভিন্ন সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যার কুফল আবার দ্বিতীয় পাঠে আছে

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।
১২.১.৪ নম্বর শিখনফলে বলা হয়েছে শিক্ষার্থীরা বিশ্বের কয়েকটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের জনসংখ্যা তুলনা করতে পারবে। তাই শিক্ষক এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব এই ধরনের পরিসংখ্যানই ব্যবহার করতে পারবেন।
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২%, ভারতেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২% এবং পাকিস্তানের (১.৭%) তুলনায় তা কম। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার বেশ কম, বাংলাদেশের অবস্থান ৭৭তম স্থানে (sources vary). জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১% বৃদ্ধি মানে বছরে ১.৫ মিলিয়ন বা ১৫ লক্ষ মানুষ মোট জনসংখ্যার সাথে যোগ হওয়া। উচ্চ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দেশ মূলত আফ্রিকা, যেমন ; জিম্বাবুয়েতে ৪.৪% এবং দক্ষিণ সুদানে ৪.১%। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৬% এবং যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৭%। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বেশ উপরে কারণ বাংলাদেশ ছোট আয়তনের একটি দেশ। যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার ঘনত্বের তুলনায় বাংলাদেশ বারতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। আরও ছোট কিন্তু ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হচ্ছে সিঙ্গাপুর এবং হংকং। শিক্ষার্থীদের জন্য যে সব গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান মনে রাখতে হবে তা হলো: বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৩৭ বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে; বছরে ১.২% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে; প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ১০১৫ জন লোক বাস করে; জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে বারতম। এই চারটি প্রধান তথ্য বোর্ডে লিখে দিন এবং কেবল এই তথ্যগুলোই শিক্ষার্থীদের আত্মস্থ করতে হবে।

- ক্লাসে ধীরে ধীরে পাঠটি পড়ুন। শিক্ষার্থীরা এই দুইটি বিষয় আলাদাভাবে বুঝতে পারছে কিনা তা যাচাই করুন: জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব। আমাদের এই ভূ-খণ্ডে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি তাই এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হারকে আমরা পরিহার করি। তৃতীয় অনুচ্ছেদে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করবে এবং শিক্ষক এখানে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাকে প্রধান্য দিয়ে 'এসো বলি' অংশের কাজটি পরিচালনা করবেন।

পর্যালোচনা :

অতিরিক্ত জনসংখ্যার পরিসংখ্যান এবং প্রভাব সম্পর্কে ক্লাসে যা শিখানো হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন। পাঠটির অনুচ্ছেদ পড়ে এবং আলোচনা থেকে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা জানল 'এসো বলি' কাজটির মাধ্যমে তারা তা প্রকাশ করবে।

পাঠ ২: বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা

পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭

শিখনফল :

১২.১.১। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা বর্ণনা করতে পারবে।
১২.১.২। জনসংখ্যার ঘনত্ব কী তা বলতে পারবে।
১২.১.৩। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বৃদ্ধির হার উল্লেখ করতে পারবে।
১২.১.৪। বিশ্বের কয়েকটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব তুলনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৬৬-৬৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- অতিরিক্ত জনসংখ্যার পরিসংখ্যান এবং প্রভাব সম্পর্কে ক্লাসে যা শিখানো হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীরা সবাই প্রধান প্রধান পরিসংখ্যানগুলো মনে রাখতে পেরেছে কিনা যাচাই করুন।

খ| এসো লিখি

শিক্ষার্থীরা 'এসো লিখি' কাজটির সমস্ত উত্তর এই পাঠের 'অতিরিক্ত জনসংখ্যার কুফল' শিরোনামের তৃতীয় অনুচ্ছেদে পাবে, তবে তারা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার তথ্যও এখানে সংযুক্ত করতে পারে। এখানে তারা কাজে, খাবারে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে এবং পরিবেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব ব্যাখ্যা করবে। কাজটি তারা জোড়ায় করবে।

গ| আরও কিছু করি

পূর্বের পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বক্সের তথ্য থেকে 'আরও কিছু করি' কাজটিতে শিক্ষার্থীদের একটি গ্রাফ আঁকতে বলুন। বছরগুলো তারা কলামে আঁকবে এবং ঐ বছরগুলোতে জনসংখ্যা আনুভূমিকভাবে আঁকবে। শিক্ষার্থীরা প্রতিটি কলাম পর পর ফাঁকা দিয়ে, মাপ ঠিক রেখে গ্রাফটি আঁকবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা আরও কিছু পরিসংখ্যান পাঠ থেকে খুঁজে বের করবে :
২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ।
প্রতি বর্গকিলোমির্টারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১০১৫ জন।
জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ১.২%।
আমরা বিশ্বে ১২তম জনবহুল দেশ।

পর্যালোচনা :

অতিরিক্ত জনসংখ্যার পরিসংখ্যান এবং প্রভাব সম্পর্কে ক্লাসে যা শিখানো হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন। পাঠ্যবইয়ের ৮৯নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বাংলাদেশে বর্তমানে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং পরিবেশের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

২ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

বাংলাদেশে জনসংখ্যা নানা কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান চারটি কারণ হলো :

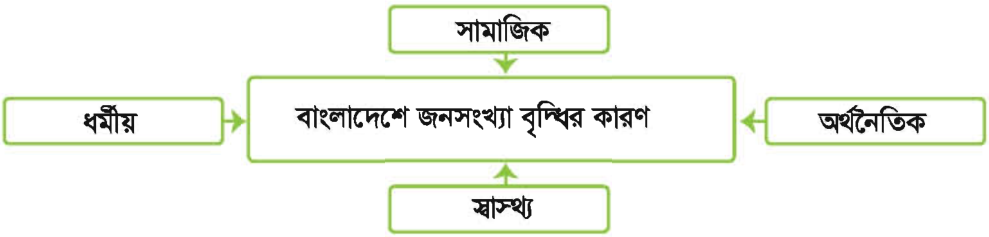

সামাজিক কারণ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে বিভিন্ন **সামাজিক** কারণ রয়েছে। যেমন- শিক্ষার অভাব, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, কুসংস্কার, ছেলে সন্তান লাভের আশা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। আর তাদের অধিকাংশ আয়মূলক কাজে জড়িত নন। ফলে ছেলেমেয়ে লালন-পালনেই তাদের বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। অনেক মা-বাবা মনে করেন, অধিক সন্তান থাকলে বৃদ্ধ বয়সে তাদের দেখাশোনা করবে। তাই তারা বেশি সন্তান নেন।

অর্থনৈতিক কারণ : বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। আর কৃষিকাজে লোকবল বেশি প্রয়োজন হয়। এ কাজ করার জন্য সবাই ছেলে সন্তান চায়। কারণ ছেলেরাই কৃষিকাজ করে পরিবারের জন্য আয় করে থাকেন। আবার বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবা ছেলে সন্তানের উপর বেশি নির্ভর করেন।

ধর্মীয় কারণ : অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন সৃষ্টিকর্তা যেহেতু আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি খাবারের ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। ফলে তারা অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার বাস্তব সমস্যাগুলোর কথা ভাবেন না।

স্বাস্থ্যগত কারণ : চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিতে বাংলাদেশের মৃত্যুহার এখন অনেক কমে এসেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর ক্ষেত্রে **নারীর ভূমিকা** অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েদের যথাযথ শিক্ষা থাকলে তারা তাদের পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জনের কাজ করতেন। শিক্ষা ও ভালো উপার্জন তাদের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সচেতন করত। ফলে পরিবার ছোট রাখা সম্ভব হতো।

ক | এসো বলি

অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে সমস্যাগুলো হয় তা সমাধানের কয়েকটি উপায় নিচে দেওয়া আছে। এগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর? গুরুত্বের ভিত্তিতে ক্রমানুসারে সমাধানগুলো সাজাও। শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনার মাধ্যমে কাজটি কর।

- উন্নত চিকিৎসা সেবা
- ছোট পরিবার
- সন্তানদের যথাযথ শিক্ষা
- নারীদের উপার্জনমূলক কাজে অংশগ্রহণ

খ | এসো লিখি

নিচের শিরোনামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলোর তালিকা তৈরি কর :

সামাজিক	
অর্থনৈতিক	
ধর্মীয়	
স্বাস্থ্যগত	

গ | আরও কিছু করি

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করতে টেলিভিশনে একটি নতুন ধরনের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা কর। যে বিষয়গুলো লক্ষ রাখতে হবে :

- অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি কারা থাকবেন?
- কী কী দৃশ্য থাকতে পারে?
- কী বার্তা তুমি দিতে চাও?

ঘ | যাচাই করি

সংক্ষেপে উত্তর দাও :

তোমার মতে বাংলাদেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির মূল কারণ কোনটি?

পাঠ ৩: জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ
পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯

শিখনফল :
১২.২.১। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১২.২.২। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :
পাঠ্যবইয়ের ৬৮-৬৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- পূর্বের পাঠ থেকে অতিরিক্ত জনসংখ্যার পরিসংখ্যানগুলো পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন কেন আমরা প্রথমে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান এবং প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি এবং পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ নিয়ে আলোচনা করব : জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করা বেশি কঠিন এবং এর প্রতিকারও বেশ জটিল। পাঠের শুরুতে যে ছকটি আছে তা দেখান, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এই চারটি কারণ ব্যাখ্যা করুন।

- ক্লাসে ধীরে ধীরে পাঠটি পড়ুন। প্রতিটি অংশ পাঠ করার পর শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা তা যাচাই করুন। শেষের অনুচ্ছেদটি আগের চারটি কারণের সম্মিলন করে অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটিতে অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে কিছু সম্ভাব্য সমাধান দেওয়া হয়েছে। সমাধানগুলো গুরুত্বের ভিত্তিতে ক্রমানুসারে সাজানোর আগে, প্রতিটি সমাধান বিশদভাবে আলোচনা করুন। যেন শিক্ষার্থীরা আলোচনা শুনে নিজেরাই বলতে পারে সমাধানের কোন উপায়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অথবা তারা আরও নতুন কোনো সমাধানের উপায় খুঁজে বের করবে।

পর্যালোচনা :

অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণ সম্পর্কে ক্লাসে যা শেখানো হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন। এখানে একেকজন শিক্ষার্থীকে একেকটি কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরও কোনো কারণ আছে কিনা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন এবং সে বিষয়ে আলোচনা করতে বলুন।

পাঠ ৪: জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ
পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯

শিখনফল :

১২.২.১। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১২.২.২। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৬৮-৬৯নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণ এবং এর সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে শিক্ষার্থীদের আলোচনাটি পুনরালোচনা করুন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমেই এই পুনরালোচনার কাজটি করাতে পারেন।

খ | এসো লিখি

'এসো লিখি' অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণ সম্পর্কিত এই পাঠটি পড়ে শিক্ষার্থীরা কী বুঝলো তা যাচাইয়ের একটি কাজ। তারা নিজের ভাষায় কারণগুলো লিখবে এবং কোনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে তারা মনে করে তা উল্লেখ করবে।

গ | আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তার জগৎ আরও প্রসারিত হবে। বিভিন্ন মানুষের সাক্ষাৎকার এবং ভিড়ের দৃশ্য ধারণ করে টিভিতে দেখানো বাস্তব প্রামান্য চিত্রের সাথে তারা বিশেষ পরিচিত নয়, তাই শিক্ষক তাদের এই কাজটি করতে সাহায্য করবেন।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির প্রশ্নটি মূলত বর্ণনামূলক : শিক্ষার্থী তাদের মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণটি খুঁজে বের করবে। এখানে তাদের মতামতে বিভিন্নতা থাকতে পারে।

পর্যালোচনা :

অধিক জনসংখ্যার উপর সম্পূর্ণ অধ্যায়ে যা শেখানো হয়েছে তা সংক্ষেপে বলুন। শিক্ষার্থীরা কি মনে করে যে এই সমস্যাটি সমাধানযোগ্য? শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

মূল্যায়ন: পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করাতে পারেন।

১. অতিরিক্ত জনসংখ্যার কুফলগুলো লেখ।
২. জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে কী বুঝ?
৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধর্মীয় কারণ ব্যাখ্যা কর।
৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধির সামাজিক কারণগুলো বর্ণনা কর।

অধ্যায় ১৪

আমাদের ইতিহাস

প্রাচীন যুগের একজন রাজা

১ প্রাচীন যুগ

এই অধ্যায়ে আমরা প্রাচীনকালের তিনজন রাজা সম্পর্কে জানব। আরও জানব সেই সময়কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে।

রাজা শশাংক

সপ্তম শতকে বাংলায় শশাংক নামে একজন প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। তিনি বাংলার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন কর্ণসুবর্ণ ছিল তাঁর রাজধানী। তাঁর শাসনামলে তিনি বাংলার বাইরেও রাজ্যসীমানা বাড়িয়েছিলেন।

রাজা গোপাল

রাজা শশাংকের পর প্রায় একশ বছর ধরে বাংলায় ভীষণ অস্থির অবস্থা বিরাজ করছিল। এরপর অষ্টম শতকে রাজা গোপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি **পাল রাজবংশের** প্রতিষ্ঠাতা। এই রাজবংশ বাংলায় প্রায় ৪০০ বছর রাজত্ব করেছিল।

রাজা লক্ষণ সেন

রাজা লক্ষণ সেন দ্বাদশ শতকে বাংলায় রাজত্ব করেন। রাজা লক্ষণ সেন ছিলেন সেন রাজবংশের চর্তুথ রাজা। তিনি ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ও কবি। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বখতিয়ার খিলজী বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেছিলেন।

সামাজিক জীবন

সেই সময়ের সমাজজীবনের মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম। তখন মানুষ সনাতন পেশায় নিয়োজিত ছিল। যেমন, নাপিত, কামার, কুমার, ধোপা, মুচি ইত্যাদি। সে সময় হিন্দু ও বৌদ্ধ ছিল দুইটি প্রধান ধর্ম। নৌকা, গরুর গাড়ি ও পালকি ছিল প্রধান যানবাহন। ভাত ছিল বাঙালির প্রধান খাদ্য। শাকসবজি, ডাল, মাছ ইত্যাদিও খাওয়া হতো। বিনোদনের প্রধান উপাদান ছিল গান, নাচ, পাশা, দাবা, মল্লযুদ্ধ ও কুস্তি খেলা।

অর্থনৈতিক জীবন

কৃষিকাজই ছিল প্রাচীন বাংলার মানুষের প্রধান পেশা। ধান আর আখ ছিল প্রধান ফসল। কুটির শিল্পে তুলা ও রেশম দিয়ে বাংলার কারিগররা নানারকম কাপড় বুনতেন। এসব কাপড় বিদেশেও রপ্তানি করা হতো। সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বাংলার বণিকেরা বিদেশের সাথে বাণিজ্য করতেন।

ক| এসো বলি

বাংলার প্রাচীনকালের ইতিহাস সম্পর্কে তুমি যা শুনেছ তা শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে সবার সাথে আলোচনা কর।

- রাজবংশ কী?
- প্রাচীনযুগে মানুষের প্রধান পেশা কী ছিল?

খ| এসো লিখি

নিচের তিনজন রাজার বিভিন্ন অর্জন এবং তাদের শাসনকাল লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

শশাংক	গোপাল	লক্ষণ সেন

গ| আরও কিছু করি

নিচে দেওয়া শতাব্দীর ঘটনাপঞ্জি আঁক এবং এই তিনজন রাজার নাম এবং তাদের রাজবংশীয় শাসনামলের সময় উল্লেখ কর।

------সপ্তম------অষ্টম------নবম------দশম------একাদশ-------দ্বাদশ------
শতক শতক শতক শতক শতক শতক

ঘ| যাচাই করি

বিভিন্ন রাজার সাথে তাদের শাসনকালের মিল কর।

সপ্তম শতক	লক্ষণ সেন
অষ্টম শতক	শশাংক
দ্বাদশ শতক	গোপাল

অধ্যায় ১৪: আমাদের ইতিহাস

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১৫.১। প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলার ইতিহাস সংক্ষেপে জানবে।

শিখনফল :

১৫.১.১। প্রাচীন যুগের বাংলার মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার প্রধান দিকগুলো উল্লেখ করতে পারবে।

১৫.১.২। উল্লেখযোগ্য শাসকের নাম বলতে পারবে (যেমন- রাজা শশাঙ্ক, গোপাল ও লক্ষণ সেন)।

১৫.১.৩। তাদের কৃতিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করতে পারবে।

১৫.১.৪। মধ্য যুগের বাংলার মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার উল্লেখযোগ্য দিক বর্ণনা করতে পারবে।

১৫.১.৫। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শাসকের নাম বলতে পারবে (যেমন : শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, বার ভুঁইয়া, শায়েস্তা খান)।

১৫.১.৬। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, বার ভুঁইয়া ও শায়েস্তা খানের কৃতিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৪টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: প্রাচীন যুগ

পৃষ্ঠা ৭০-৭১

শিখনফল :

১৫.১.১। প্রাচীন যুগের বাংলার মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার প্রধান দিকগুলো উল্লেখ করতে পারবে।

১৫.১.২। উল্লেখযোগ্য শাসকের নাম বলতে পারবে (যেমন- রাজা শশাঙ্ক, গোপাল ও লক্ষণ সেন)।

১৫.১.৩। তাদের কৃতিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৭০-৭১নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর এই পাঠ্যবইয়ে এটিই প্রথম অধ্যায়। এক্ষেত্রে আপনাকে শ্রেণিতে বাংলাদেশের

ইতিহাসের পূর্ববর্তী প্রেক্ষাপট বলার প্রয়োজন হতে পারে : আমরা বাংলা নামে একটি প্রদেশ হিসেবে বহু শতাব্দী ধরে ভারতীয় উপমহাদেশের একটি অংশ ছিলাম। সবশেষে ১৯৭১ সালে আমরা বাংলাদেশ হিসেবে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র পাই। আরও কিছু করির মতো করে আপনি একটি সময়কাল লিখতে পারেন, যেখানে বইয়ে প্রদত্ত প্রতিটি শাসক ও তাদের সময়কাল উল্লেখ করা যায়।

- শ্রেণিতে এই পাঠের ৭০ নম্বর পৃষ্ঠার পাঁচটি অনুচ্ছেদই পড়ুন এবং শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা তা যাচাই করুন। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্ন করার মাধ্যমে তাদের বোধগম্যতা যাচাই করুন। যেমন: পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? কোনগুলো সনাতন পেশা? কে মুসলিম শাসনের সূচনা করেছিলেন? ইত্যাদি।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটির উত্তর: 'রাজবংশ' এর মানে শব্দভাণ্ডারে আছে – রাজপরিবারের শাসনামল এভাবে বিভিন্ন শব্দের মানে খুঁজতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় বাংলার প্রাচীনকালের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করবে।

পর্যালোচনা :

প্রাচীন যুগ সম্পর্কে প্রথম পাঠে যা শেখানো হয়েছে তা সংক্ষেপে বলুন। শিক্ষার্থীদের দিয়ে পুনরালোচনার কাজটি করাতে পারেন। একেক জন শিক্ষার্থীকে একেকটি রাজা সম্পর্কে বলতে বলুন বা একেকজন রাজার বিশেষ দিক বা তাদের শাসনামল সম্পর্কে বলতে বলুন।

পাঠ ২: প্রাচীন যুগ

পৃষ্ঠা ৭০-৭১

শিখনফল :

১৫.১.১। প্রাচীন যুগের বাংলার মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার প্রধান দিকগুলো উল্লেখ করতে পারবে।

১৫.১.২। উল্লেখযোগ্য শাসকের নাম বলতে পারবে (যেমন- রাজা শশাঙ্ক, গোপাল ও লক্ষ্মণ সেন)।

১৫.১.৩। তাদের কৃতিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৭০-৭১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে প্রাচীন যুগের তিনজন রাজা এবং তাদের শাসনামল বা সময়কাল সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন। সে সময়ের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন কেমন ছিল তাও আলোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠটি পড়বে এবং বুঝবে, পাশাপাশি এটি তাদের নোট নেওয়ার দক্ষতাকে উৎসাহিত করবে। এখানে তিনজন রাজার বিভিন্ন অর্জন এবং তাদের সময়কাল লিখতে হবে। এ কাজটি শিক্ষার্থীরা জোড়ায় করবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা নিজেরা রাজবংশীয় সময়কাল তৈরি করবে, এতে তাদের মধ্যে কালের বা সময়ের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশে আছে বিভিন্ন রাজার সাথে তাদের রাজত্বকাল মিলকরণ। এর উত্তরগুলো হবে: সপ্তম শতক - শশাংক, অষ্টম শতক - গোপাল, দ্বাদশ শতক - লক্ষ্মণ সেন।

পর্যালোচনা :

প্রাচীন যুগ সম্পর্কে এই পাঠে যা শেখানো হয়েছে তা সংক্ষেপে বলুন। পাঠ্যবইয়ের ৮৯নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বাংলার প্রাচীন যুগের রাজার নাম এবং বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠাত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

২ মধ্যযুগ

প্রাচীনকালের পরবর্তী সময়ের (মধ্যযুগের) তিনজন রাজা সম্পর্কে আমরা জানব, আরও জানব সেই সময়কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ চতুর্দশ শতকে বাংলার সিংহাসন দখল করেন। তখন ছিল বাংলায় মুসলিম শাসনামল। তাঁর প্রধান সাফল্য হলো তিনি দিল্লির সুলতানদের কবল থেকে বাংলার স্বাধীনতা বজায় রাখেন। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের সূচনা করেন। তাঁর শাসনামলে দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, পণ্ডিত ও কবিদের সমাদর বাড়ে।

ঈসা খাঁ

বাংলার বড় বড় অঞ্চলের জমিদার যারা বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত, তাঁদের নেতা ছিলেন ঈসা খাঁ। তিনি সোনারগাঁও এর জমিদার ছিলেন। বাংলার স্বাধীনতার জন্য ষোড়শ শতকে দিল্লির মোগল সম্রাট আকবরের সাথে তিনি যুদ্ধ করেন। ঈসা খাঁ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় মোগলদের অধীনতা মানেন নি।

শায়েস্তা খান

বাংলা মোগলদের অধীনে চলে গেলে সপ্তদশ শতকে মোগলরা শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। তাঁর আমলে সুশাসন ছিল। এসময় চাল খুব সস্তা ছিল। টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেত। শায়েস্তা খান এ অঞ্চল থেকে জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন।

সামাজিক অবস্থা

বাংলায় তখন হিন্দু, মুসলমান এবং বৌদ্ধসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে সম্প্রীতির সাথে বাস করতেন। মধ্যযুগের শাসকদের আনুকূল্যে বাংলাভাষা এবং সাহিত্য ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়। এসময় বাংলায় গড়ে উঠেছিল ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প। কুটির শিল্পের কারিগররা ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। মধ্যযুগের পোশাক এবং খাদ্যাভাস ছিল প্রাচীন যুগের মতোই।

অর্থনৈতিক অবস্থা

এ যুগের অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক। এসময় সুতার তৈরি মসলিন এবং রেশমের কাপড় অনেক প্রসিদ্ধ ছিল। হাতির দাঁতের শিল্প ও কাঠের কাজে বাংলার শিল্পীরা পারদর্শী ছিলেন। আমদানি থেকে রপ্তানি বাণিজ্য এসময় বেশি ছিল। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে রপ্তানি হতো চাল, চিনি, আদা, হলুদ, মসলিন এবং অন্যান্য ধরনের কাপড়। বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে চট্টগ্রাম সুপরিচিত ছিল।

ক | এসো বলি

বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে তুমি যা জান তা শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- কখন বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটে?
- মোগলরা কোন স্থান হতে শাসনকার্য পরিচালনা করত?

খ | এসো লিখি

নিচের তিনজন রাজার বিভিন্ন অর্জন এবং তাদের শাসনকাল লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ	ঈসা খাঁ	শায়েস্তা খান

গ | আরও কিছু করি

আগের পাঠে তোমার আঁকা ঘটনাপঞ্জিটির সাথে বাংলার মধ্যযুগ যোগ কর। এই সময়কাল সম্পর্কে আরও কিছু ঘটনা খুঁজে বের করতে চেষ্টা কর।

ঘ | যাচাই করি

বিভিন্ন শাসকদের সাথে তাদের শাসনামলের মিল কর :

চতুর্দশ শতক	শায়েস্তা খান
ষোড়শ শতক	শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
সপ্তদশ শতক	ঈসা খাঁ

পাঠ ৩: মধ্যযুগ

পৃষ্ঠা ৭২-৭৩

শিখনফল :

১৫.১.৪। মধ্য যুগের বাংলার মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার উল্লেখযোগ্য দিক বর্ণনা করতে পারবে।

১৫.১.৫। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শাসকের নাম বলতে পারবে (যেমন: শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, বার ভুঁইয়া, শায়েস্তা খান)।

১৫.১.৬। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, বার ভুঁইয়া ও শায়েস্তা খানের কৃতিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৭২-৭৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠের ধারাবাহিকতায় চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজবংশের শাসনামল এই পাঠে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেই সময়কার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে। মধ্যযুগের তিনজন প্রসিদ্ধ রাজা হলেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ, ঈসা খাঁ এবং শায়েস্তা খান।

  শ্রেণিতে ৭২ নম্বর পৃষ্ঠার পাঁচটি অনুচ্ছেদই পড়ুন এবং শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা তা যাচাই করুন। প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদ তিনজন রাজা শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ, ঈসা খাঁ এবং শায়েস্তা খান সম্পর্কে এবং পরের দুইটি অনুচ্ছেদ সেই সময়ে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটির উত্তর: চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে; মোগলরা দিল্লি থেকে শাসন করত। বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আরও প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন মধ্যযুগের একটি প্রসিদ্ধ কাপড়ের নাম লিখ? কে জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন?

পর্যালোচনা :

মধ্যযুগ সম্পর্কে এই পাঠে যা শেখানো হয়েছে তা সংক্ষেপে বলুন। অনুচ্ছেদ পড়ে এবং এসো বলি কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যা শিখলো তা পুনরালোচনা করুন।

পাঠ ৪: মধ্যযুগ

পৃষ্ঠা ৭২-৭৩

শিখনফল :

১৫.১.৪। মধ্য যুগের বাংলার মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার উল্লেখযোগ্য দিক বর্ণনা করতে পারবে।

১৫.১.৫। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শাসকের নাম বলতে পারবে (যেমনঃ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, বার ভুঁইয়া, শায়েস্তা খান)।

১৫.১.৬। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, বার ভুঁইয়া ও শায়েস্তা খানের কৃতিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৭২-৭৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠের মধ্যযুগ পুনরালোচনা করুন। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, বার ভুঁইয়া ও শায়েস্তা খানের কৃতিত্ব, তাদের শাসনামলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করুন।

খ | এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা পাঠটি পড়বে, বুঝবে এবং প্রয়োজনীয় নোট নেবে। এখানে তারা শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, বার ভুঁইয়া ও শায়েস্তা খান এই তিনজন রাজার বিভিন্ন অর্জন এবং তাদের সময়কাল লিখবে। এ কাজটি শিক্ষার্থীরা জোড়ায় করবে।

গ | আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা যে রাজবংশীয় শাসনামলের একটি সময়কাল তৈরি করেছিল তাতে মধ্যযুগের রাজবংশ যোগ করবে।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশে আছে বিভিন্ন শাসকের সাথে তাদের শাসনামল মিলকরণ। এর উত্তরগুলো হবেঃ চতুর্দশ শতক -শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ, ষোড়শ শতক - ঈসা খাঁ, সপ্তদশ শতক - শায়েস্তা খান।

পর্যালোচনা :

প্রাচীন যুগ এবং মধ্যযুগের উপর লিখিত সম্পূর্ণ অধ্যায়টি সংক্ষেপে বলুন। পাঠ্যবইয়ের ৮৯নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বাংলার মধ্যযুগের শাসকের নাম, বাংলায় সাহিত্যচর্চার বিকাশ, মধ্যযুগে বাংলায় ধর্মীয় আচার আচরণ, মধ্যযুগে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

মূল্যায়নঃ নিম্নে মূল্যায়ন প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হলো।

১. বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিকাশ ঘটে কখন?

২. ঈশা খাঁর সর্ম্পকে যা জান লিখ।

৩. প্রাচীন যুগের সামাজিক জীবন কেমন ছিল?

অধ্যায় ১৫
আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

১ ভাষা আন্দোলন: ১৯৫২

১৯৪৭ সালে ভারত ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এরপর দেশটি ভারত ও পাকিস্তান– এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ভারত ছিল হিন্দু অধ্যুষিত এবং পাকিস্তান ছিল মুসলিম অধ্যুষিত। পাকিস্তানের দুইটি ভাগ ছিল। একটি পশ্চিম পাকিস্তান এবং অপরটি পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তানের রাজধানী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। তাই পশ্চিম পাকিস্তানিরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। পশ্চিম পাকিস্তানি শাষক গোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি নিজেদের ভাষায় কথা বলার দাবিতে ঢাকার রাজপথে মিছিল বের হয়। পুলিশ সে মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। সেখানে রফিক, সালাম, জব্বার, বরকত, শফিউরসহ অনেকেই শহিদ হন।

ভাষা শহিদদের স্মরণে ঢাকায় শহিদ মিনার গড়ে তোলা হয়। এছাড়া অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছোট ছোট শহিদ মিনার গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা শহিদ দিবস হিসেবে পালন করি। মাতৃভাষার মর্যাদাকে ধরে রাখার জন্য প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে দিনটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

কেন্দ্রীয় শহিদমিনার

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

- পশ্চিম পাকিস্তানিরা কী কী সুযোগ সুবিধা ভোগ করত?
- পশ্চিম পাকিস্তানিরা কোন ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু করতে চেয়েছিল?
- কোন তারিখে মিছিল বের হয়েছিল?
- ভাষা আন্দোলনে কারা শহিদ হয়েছিলেন?
- দিনটিকে কীভাবে স্মরণ করা হয়?

খ | এসো লিখি

তোমাদের বিদ্যালয়ে বিগত শহিদ দিবস (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস) কীভাবে পালিত হয়েছিল তার বর্ণনা লেখ।

গ | আরও কিছু করি

১৯৫২ সালের আন্দোলন সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ কর।

১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যারা শহিদ হয়েছেন তাদের ছবি নিয়ে অ্যালবাম তৈরি কর। ছবিগুলোর নিচে তাদের নাম লেখ।

ঘ | যাচাই করি

শূন্যস্থান পূরণ কর :

একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা পালন করি ....।

অধ্যায় ১৫: আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১৪.১। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি জানবে (ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর ২৫ এ মার্চ পর্যন্ত)।
১৪.২। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য সম্পর্কে জানবে।
১৪.৩। বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনার কথা জানবে।
১৪.৪। ১৯৭১ এর ২৫ এ মার্চ রাতে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের ঘটনা বলতে পারবে।
১৪.৫। ১৯৭১ এর ২৬ এ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানবে।

শিখনফল :

১৪.১.১। ভাষা আন্দোলন কবে কেন শুরু হয়েছে বলতে পারবে।
১৪.১.২। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের নাম বলতে পারবে।
১৪.১.৩। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের আত্মত্যাগের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.১.৪। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে যে জাতীয় শহিদ মিনারটি তৈরি হয়েছে তা বলতে পারবে।
১৪.১.৫। একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য বলতে পারবে।
১৪.২.১। সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যেসব বৈষম্য ছিল তা উল্লেখ করতে পারবে।
১৪.৩.১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেতনা সৃষ্টির কথা বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.৩.২। ১৯৭০ এর নির্বাচনের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.৩.৩। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ও এর প্রেক্ষাপট উল্লেখ করতে পারবে।
১৪.৪.১। ১৯৭১ এর ২৫ এ মার্চ রাতে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.৫.১। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৪.৫.২। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৬টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: ভাষা আন্দোলন : ১৯৫২

পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫

শিখনফল :

১৪.১.১। ভাষা আন্দোলন কবে কেন শুরু হয়েছে বলতে পারবে।
১৪.১.২। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের নাম বলতে পারবে।
১৪.১.৩। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের আত্মত্যাগের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।

১৪.১.৪। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে যে জাতীয় শহিদ মিনারটি তৈরি হয়েছে তা বলতে পারবে।
১৪.১.৫। একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য বলতে পারবে।
১৪.২.১। সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যেসব বৈষম্য ছিল তা উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৭৪-৭৫নং পৃষ্ঠা
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানচিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- স্বাধীনতা অর্জনের আগে বাংলাদেশ সম্পর্কে ৩য় শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা কী শিখেছে এবং তাদের কী মনে আছে তা জিজ্ঞাসা করুন। মানচিত্রের কোথায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ছিল তা তাদের দেখান। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এ পর্যন্ত এই অবস্থাই ছিল এবং ২৪ বছর পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন করেছে। এই বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের বলুন।

- শ্রেণিতে ৭৪নং পৃষ্ঠার পাঠটি পড়ুন এবং প্রত্যেক অনুচ্ছেদ পড়ার পর শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা তা যাচাই করুন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে কয়টি অংশ ছিল? ১৯৫২ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারি পুলিশ মিছিলে কেন গুলি চালিয়েছিল?

ক| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা পাঠ কতটা বুঝেছে তা আবার যাচাই করুন।
১। পশ্চিম পাকিস্তানিরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত।
২। পশ্চিম পাকিস্তানিরা উর্দু ভাষা চালু করতে চেয়েছিল।
৩। ২১ এ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
৪। রফিক, সালাম, জব্বার, বরকত, শফিউর
৫। প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে ভাষা শহিদ দিবসটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

পর্যালোচনা :

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব সংক্ষেপে বলুন। ভাষা আন্দোলন কেন হয়েছিল অর্থাৎ এর ঐতিহাসিক পটভূমি কী ছিল তা গল্পের মতো করে শিক্ষার্থীদের বলুন। প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে ভাষা শহিদ দিবসটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়। এর মাধ্যমে আমাদের ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন যে আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেয়েছে এই বিষয়টি শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ২: ভাষা আন্দোলন : ১৯৫২

পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫

শিখনফল :

১৪.১.১। ভাষা আন্দোলন কবে কেন শুরু হয়েছে বলতে পারবে।
১৪.১.২। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের নাম বলতে পারবে।
১৪.১.৩। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের আত্মত্যাগের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.১.৪। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে যে জাতীয় শহিদ মিনারটি তৈরি হয়েছে তা বলতে পারবে।
১৪.১.৫। একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য বলতে পারবে।
১৪.২.১। সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যেসব বৈষম্য ছিল তা উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৭৪-৭৫নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- এই পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। ভাষা আন্দোলন কেন হয়েছিল, কারা ভাষা আন্দোলন করেছিলেন এবং কীভাবে তারা শহিদ হয়েছিলেন এই বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের আবার মনে করিয়ে দিন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' বর্ণনামূলক লেখার একটি কাজ। এ কাজটি প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় লিখবে। তাদের বিদ্যালয়ে গত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কীভাবে পালিত হয়েছে তারা তার বর্ণনা লিখবে। উল্লিখিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীর ভূমিকা কী ছিল, তাও উল্লেখ করতে বলুন।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটি দুইটি অংশে বিভক্ত, এখানে ছাত্ররা কাদের সাথে পরিচিত বা কাদের সাথে তাদের যোগাযোগ আছে সে অনুসারে তারা তথ্য সংগ্রহ করবে।
'আরও কিছু করি'র দ্বিতীয় অংশের কাজটি করতে শিক্ষার্থীদের বেশ অনুসন্ধান করতে হবে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যাঁরা শহিদ হয়েছেন, তাঁদের ছবি নিয়ে অ্যালবাম তৈরি করতে হবে। এ কাজের জন্য শিক্ষার্থী বিভিন্ন বই, জার্নাল, সংবাদপত্র এবং সর্বোপরি শিক্ষকের সাহায্য নেবে।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশে বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে হবে। এ অংশের উত্তর হতে পারে, শহিদ দিবস বা ভাষা শহিদ দিবস বা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে।

পর্যালোচনা :

পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের একটি পর্যায় হিসেবে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন। পাঠ্যবইয়ের ৮৯নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে ভাষা আন্দোলন কখন হয়েছিল এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

২ গণ অভ্যুত্থান: ১৯৬৯

ভাষা আন্দোলনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলগুলোর শক্তিশালী জোট তৈরি হয়। এই জোটের নাম 'যুক্তফ্রন্ট'। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়। এর ফলে পাকিস্তানের সরকারে তাদের স্থান শক্তিশালী হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয়। ফলে দেশের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তির দাবি ছয় দফা উত্থাপন করেন। এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলেন বঙ্গবন্ধু। একারণে বঙ্গবন্ধুসহ আরও অনেকের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয় এবং তাঁদের কারাগারে বন্দী করা হয়। এই মামলাটি আগরতলা মামলা নামে পরিচিত। অসংখ্য ছাত্র ও সাধারণ মানুষ এই গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানান। বঙ্গবন্ধুসহ সকল কারাবন্দীকে মুক্ত করার জন্য ছাত্র-জনতা আন্দোলন শুরু করেন এবং তা একসময় গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় যা ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান নামে খ্যাত। শহিদ হন শিক্ষক, ছাত্রসহ অনেকে। গণ অভ্যুত্থানের চার শহিদের ছবি নিচে দেওয়া হলো :

শহিদ আসাদ | শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক | শহিদ ড. শামসুজ্জোহা | শহিদ মতিউর

এই অভ্যুত্থানের ফলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন এবং নতুন প্রেসিডেন্ট হন ইয়াহিয়া খান। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করলেও ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে দেয়নি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়।

ক| এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কারা জয়লাভ করেছিল?
- ছয় দফা দাবির উদ্দেশ্য কী ছিল?
- কিসের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান হয়েছিল?
- অভ্যুত্থানে কারা শহিদ হয়েছিলেন?
- ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট কে হয়েছিলেন?
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কারা জয়লাভ করে?

খ| এসো লিখি

নিচের সালগুলোতে কী ঘটেছিল?

১৯৫২ ....

১৯৫৪ ....

১৯৬৬ ....

১৯৬৯ ....

১৯৭০ ....

গ| আরও কিছু করি

তোমাদের এলাকার একজন মুক্তিযোদ্ধাকে শ্রেণিতে আমন্ত্রণ জানাও এবং ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ তাঁর কাছ থেকে শোন।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন?

ক. ১৯৬৯ খ. ১৯৬৬ গ. ১৯৭০ ঘ. ১৯৫৪

পাঠ ৩: গণ অভ্যুত্থান: ১৯৬৯
পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭

শিখনফল :
১৪.৩.১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেতনা সৃষ্টির কথা বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.৩.২। ১৯৭০ এর নির্বাচনের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :
পাঠ্যবইয়ের ৭৬-৭৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- গত পাঠে শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে যা শিখেছে তা পুনরালোচনা করুন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের মনে কীভাবে এই আন্দোলন স্বাধীনতা লাভের শক্তিকে পরিণত হয়েছিল তা আলোচনা করুন।

- শ্রেণিতে ৭৬নং পৃষ্ঠার পাঠটি পড়ুন। ঘটনার ধারাবাহিকতা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করুন। পাঠটির মাঝে মাঝে তাদের প্রশ্ন করুন, যেমন কখন পশ্চিম পাকিস্তানিরা যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেয়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগে না পরে? বঙ্গবন্ধু কখন ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন? আইয়ুব খানের পদত্যাগের পর পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট কে হন? ইত্যাদি।

ক| এসো বলি

ঘটনাগুলো শিক্ষার্থীদের মনে আছে কিনা তা জানা যাবে ‘এসো বলি’ কাজটির মাধ্যমে। প্রশ্নে উল্লিখিত সালগুলোতে যা যা ঘটেছিল, সেগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১। যুক্তফ্রন্ট গঠন
২। আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন বা স্বায়ত্বশাসন
৩। বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্যদের কারাবাস
৪। শহিদ আসাদ, শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক, শহিদ ড. শামসুজ্জোহা, শহিদ মতিউর
৫। ইয়াহিয়া খান
৬। আওয়ামী লীগ

পর্যালোচনা :

১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে তা সংক্ষেপে বলুন। এই গণ অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক পটভূমিও পুনরালোচনা করুন। তাই এক্ষেত্রে আপনাকে আলোচনা করতে হবে-যুক্তফ্রন্ট গঠন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবি এবং আগরতলা মামলা। ফলে এরই ধারাবাহিকতায় যে ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান, শিক্ষার্থীরা তা সহজেই বুঝতে পারবে।

পাঠ ৪: গণ অভ্যুত্থান : ১৯৬৯

পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭

শিখনফল :

১৪.৩.১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেতনা সৃষ্টির কথা বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.৩.২। ১৯৭০ এর নির্বাচনের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৭৬-৭৭নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান সম্পর্কে গত পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা পুনরালোচনা করুন। যুক্তফ্রন্ট গঠন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবি, আগরতলা মামলা, ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান- এই ধারাবাহিক ঘটনাগুলো শিক্ষার্থীদের দিয়ে আলোচনা করান। শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে কোনো ঘটনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কীভাবে ঐ ঘটনা ঘটার সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজটি শিক্ষার্থীদের ঘটনার ধারাবাহিকতা বুঝতে সাহায্য করবে।
১৯৫২ ভাষা আন্দোলন
১৯৫৪ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী
১৯৬৬ ছয় দফা দাবি
১৯৬৯ কারাবাসের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান
১৯৭০ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটি সে সময়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের যৌক্তিকতা নির্দেশ করছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গল্পের মতো করে ইতিহাস জানতে পারবে। কোনো একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে দেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে শোনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে আরও আগ্রহী হবে এবং তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত হবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের উত্তর খ) ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন।

পর্যালোচনা :

১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান সম্পর্কে এই পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন। পাঠ্যবইয়ের ৮৯নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে ছয়-দফা দাবি উত্থাপন, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে বন্দী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

৩ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেন- "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ

১৬ই মার্চ থেকে ২৫এ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খানের সাথে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন। সব আলোচনা ব্যর্থ করে দিয়ে ২৫এ মার্চের 'কাল রাতে' পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, ইপিআর ও সাধারণ নারী-পুরুষকে হত্যা করে। এ কাল রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের আগে অর্থাৎ ২৬এ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেস বার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এর ভিত্তিতে ২৬এ মার্চ শুরু হয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। এ সরকার মুজিব নগর সরকার নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধু হলেন স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। এই সরকার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে জনগণকে উৎসাহিত করে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করে। মুক্তিবাহিনীতে সকল শ্রেণি পেশার বাঙালিদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন ।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হন, অসংখ্য মানুষ পঙ্গু হন, অনেকেই ঘরবাড়ি হারান। রাজাকার-আলবদর নামে পরিচিত কিছু সংখ্যক বাঙালি পাকিস্তানিদের পক্ষে হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও বর্বর নির্যাতন চালায়। তারা যুদ্ধাপরাধী। তাদের বর্বর নির্যাতন ও পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর গণহত্যা মুক্তিবাহিনীকে দমাতে পারেনি। অবশেষে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এবং স্বাধীন ভূ-খণ্ডের পাশাপাশি আমরা পাই একটি নতুন মানচিত্র, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত।

ক | এসো বলি

সবাই মিলে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু কোথায় ভাষণ দিয়েছিলেন?
- ইয়াহিয়া খানের সাথে কতদিন ধরে আলোচনা হয়েছিল?
- ২৫এ মার্চে কী ঘটেছিল?
- ১০ই এপ্রিল কী ঘটেছিল?
- কয়মাস ধরে মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল?
- মুক্তিবাহিনীতে কারা যোগদান করেছিলেন?

খ | এসো লিখি

১৯৭১ সালের নিম্নের দিনগুলোতে কি ঘটেছিল?

৭ই মার্চ ....

১৬ই মার্চ ....

২৫এ মার্চ ....

২৬এ মার্চ ....

১০ই এপ্রিল ....

১৬ই ডিসেম্বর ....

গ | আরও কিছু করি

তোমাদের পরিবার ও আশপাশের বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে ১৯৭১ সালের ঘটনা শোন। সম্ভব হলে স্মৃতিচারণের জন্য বিদ্যালয়ে তাদের আমন্ত্রণ জানাও।

ঘ | যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ .... ।

পাঠ ৫: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ

পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯

শিখনফল :

১৪.৩.৩। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ও এর প্রেক্ষাপট উল্লেখ করতে পারবে।

১৪.৪.১। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাতে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।

১৪.৫.১। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে বলতে পারবে।

১৪.৫.২। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৭৮-৭৯ নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা চেতনার অগ্রগতি বিষয়টি পুনরালোচনা করুন। তখন চলছিল গণ বিক্ষোভ ও হরতাল। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ, ২৫এ মার্চ, ২৬এ মার্চ, ২৭এ মার্চ, ১০ই এপ্রিল থেকে ১৬ই ডিসেম্বর এই উত্তাল দিনগুলোর বিশেষ ঘটনাগুলো শিক্ষার্থীদের আবার বলুন।

- শ্রেণিতে ৭৮নং পৃষ্ঠার পাঠটি পড়ুন। ঘটনার ধারাবাহিতা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করুন। পাঠটির মাঝে মাঝে তাদের প্রশ্ন করুন, যেমন মুজিবনগর সরকার কবে গঠন হয়, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে না আগে? ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর কী ঘটে? ইত্যাদি।

ক| এসো বলি

ঘটনাগুলো শিক্ষার্থীদের মনে আছে কিনা তা জানা যাবে ‘এসো বলি’ কাজটির মাধ্যমে।

১। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে

২। ৯ দিন ধরে

৩। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের আক্রমণ করে

৪। মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়

৫। ৯ মাস

৬। মুক্তিবাহিনীতে বাঙালিদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর লোকেরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পর্যালোচনা :

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যা শিখানো হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন। পাঠটি পড়ে এবং এসো বলি অংশের কাজটি করে শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের যথার্থতা এবং ঘটনার ধারাবাহিকতা বিষয়ে ধারণা তৈরি হয়েছে। শিক্ষার্থীদের এ সম্পর্কে বলতে বলুন এবং তাদের মাধ্যমে পুনরালোচনা করান।

পাঠ ৬: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ

পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯

শিখনফল :

১৪.৩.৩। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ও এর প্রেক্ষাপট উল্লেখ করতে পারবে।

১৪.৪.১। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাতে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।

১৪.৫.১। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে বলতে পারবে।

১৪.৫.২। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৭৮-৭৯ নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে গত পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা পুনরালোচনা করুন। মুক্তিযুদ্ধের যথার্থতা এবং ঘটনার ধারাবাহিকতা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখির' কাজটি শিক্ষার্থীদের ঐ গুরুত্বপূর্ণ বছরে ঘটনার ক্রম বুঝতে সাহায্য করবে।

৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন

১৬ মার্চ আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনা করে

২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর আক্রমণ করে এবং বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেস বার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন

২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়

১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়

১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটি যুদ্ধের সময়কে নির্দেশ করছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গল্পের মতো করে ইতিহাস জানতে পারবে। কোনো একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে দেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে শোনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে আরও আগ্রহী হবে এবং তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত হবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশে বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে হবে। এ অংশের উত্তর - স্বাধীনতা অর্জন করে।

পর্যালোচনা :

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন।

মূল্যায়ন: পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করাতে পারেন।

১. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে কারা শহীদ হন?
২. আগরতলা মামলা কী?
৩. ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল কী ঘটেছিল?
৪. ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চকে কাল রাত্র বলা হয় কেন?
৫. "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস"– বলতে কী বুঝ?

১৪.১.৪। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে যে জাতীয় শহিদ মিনারটি তৈরি হয়েছে তা বলতে পারবে।
১৪.১.৫। একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য বলতে পারবে।
১৪.২.১। সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যেসব বৈষম্য ছিল তা উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৭৪-৭৫নং পৃষ্ঠা
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানচিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- স্বাধীনতা অর্জনের আগে বাংলাদেশ সম্পর্কে ৩য় শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা কী শিখেছে এবং তাদের কী মনে আছে তা জিজ্ঞাসা করুন। মানচিত্রের কোথায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ছিল তা তাদের দেখান। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১এ পর্যন্ত এই অবস্থাই ছিল এবং ২৪ বছর পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন করেছে। এই বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের বলুন।

- শ্রেণিতে ৭৪নং পৃষ্ঠার পাঠটি পড়ুন এবং প্রত্যেক অনুচ্ছেদ পড়ার পর শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা তা যাচাই করুন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে কয়টি অংশ ছিল? ১৯৫২ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারি পুলিশ মিছিলে কেন গুলি চালিয়েছিল?

ক| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা পাঠ কতটা বুঝেছে তা আবার যাচাই করুন।
১। পশ্চিম পাকিস্তানিরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত।
২। পশ্চিম পাকিস্তানিরা উর্দু ভাষা চালু করতে চেয়েছিল।
৩। ২১ এ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
৪। রফিক, সালাম, জব্বার, বরকত, শফিউর
৫। প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে ভাষা শহিদ দিবসটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

পর্যালোচনা :

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব সংক্ষেপে বলুন। ভাষা আন্দোলন কেন হয়েছিল অর্থাৎ এর ঐতিহাসিক পটভূমি কী ছিল তা গল্পের মতো করে শিক্ষার্থীদের বলুন। প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে ভাষা শহিদ দিবসটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়। এর মাধ্যমে আমাদের ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন যে আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেয়েছে এই বিষয়টি শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করুন।

অধ্যায় ১৬
আমাদের সংস্কৃতি

১ ভাষা ও পোশাক

সংস্কৃতি হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাপনের ধরন : এর মধ্যে রয়েছে আমাদের ভাষা, পোশাক, খাদ্য, আচার-অনুষ্ঠান, গানবাজনাসহ আরও অনেক কিছু। আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মের মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। এগুলো সব মিলিয়েই বাংলাদেশের সংস্কৃতি।

ভাষা

ভাষার মাধ্যমে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। বাংলাদেশের বেশিরভাগ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব মাতৃভাষা রয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এদেশের মুসলিম, হিন্দু,, বৌদ্ধ খ্রিস্টান, সবাই বাংলা ভাষার মাধ্যমে **একসূত্রে গাঁথা**।

মেয়েদের পোশাক

শাড়ি বাংলাদেশের মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। বর্তমানে অনেকেই বিশেষ করে কম বয়সী মেয়েরা সালোয়ার-কামিজ পরতে পছন্দ করে। ছোট মেয়েদের অনেকেই ফ্রক এবং স্কার্ট পরে। তবে এখনও বিশেষ অনুষ্ঠানগুলোতে বেশিরভাগ মেয়েই শাড়ি পরেন এবং নানারকম গয়না, টিপ, ফুল পরে থাকেন।

ছেলেদের পোশাক

এদেশের পুরুষেরা গ্রামাঞ্চলে এবং বাড়িতে সাধারণত লুঙ্গি পরেন। অফিসের কাজে তারা শার্ট-প্যান্ট পরেন। অনেকে বিশেষ অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবি-পায়জামা পরেন। বয়স্ক হিন্দু পুরুষেরা আগে ধুতি পরতেন। পুরুষ মুসলমানগণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পায়জামা-পাঞ্জাবি ও টুপি পরেন।

ক| এসো বলি

বিশেষ অনুষ্ঠানে তোমরা কী ধরনের পোশাক পর? জোড়ায় আলোচনা কর। তোমাদের পরিবারের অন্য সদস্যরা কী ধরনের পোশাক পরেন?

খ| এসো লিখি

তোমার এলাকার মানুষজন কী ধরনের পোশাক পরেন সে সম্পর্কে লেখ।

মেয়েদের পোশাক	ছেলেদের পোশাক

গ| আরও কিছু করি

বিভিন্ন ধরনের পোশাকের ছবি দিয়ে একটি অ্যালবাম তৈরি কর। ছবির নিচে পোশাকগুলো সম্পর্কে লেখ।

ঘ| যাচাই করি

কোনটি সংস্কৃতির অংশ নয়?

ক. ভাষা খ. পোশাক গ. গাড়ি ঘ. ধর্ম

অধ্যায় ১৬: আমাদের সংস্কৃতি

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১৫.৩। বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে ও শ্রদ্ধা করবে।

শিখনফল :

১৫.৩.১। বাংলাদেশের সংস্কৃতি (ভাষা, খাদ্য, পোশাক, আচার অনুষ্ঠান, লোকজ গান ইত্যাদি) সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে।
১৫.৩.২। বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে।
১৫.৩.৩। বাংলাদেশের সংস্কৃতির চর্চা ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৬টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: ভাষা ও পোশাক

পৃষ্ঠা ৮০-৮১

শিখনফল :

১৫.৩.১। বাংলাদেশের সংস্কৃতি (ভাষা, খাদ্য, পোশাক, আচার অনুষ্ঠান, লোকজ গান ইত্যাদি) সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে।
১৫.৩.২। বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে।
১৫.৩.৩। বাংলাদেশের সংস্কৃতির চর্চা ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৮০-৮১ নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- নতুন অধ্যায়ের মূল বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জানান : বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি কীভাবে তৈরি হয়েছে বলে শিক্ষার্থীরা মনে করে? কিছু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি পুনরালোচনা করুন এবং এরপর আলোচনা করুন বাংলাদেশের সর্বত্র কোন সংস্কৃতিগুলো একই। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে ভাষা, পোশাক, খাবার, সংগীত, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, ধর্ম ইত্যাদি।

- শ্রেণিতে ৮০ নম্বর পৃষ্ঠার চারটি অনুচ্ছেদই পড়ুন এবং প্রত্যেকটি পড়া শেষে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা

তা যাচাই করুন।

ক| এসো বলি

কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে নারী ও পুরুষের পোশাক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করুন। এখানে শিক্ষার্থীরা নিজেরা এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা কী ধরনের পোশাক পরে, সে অভিজ্ঞতার আলোকে পোশাক বিষয়ে আলোচনা করবে। যেমন : বিয়ের অনুষ্ঠানে মেয়েরা সাধারণত শাড়ি পরে, এছাড়া কেউ কেউ লেহেঙ্গা বা সেলোয়ার-কামিজও পরে থাকে। ছেলেরা সাধারণত পরে পায়জামা-পাঞ্জাবি বা সেরোয়ানি, হিন্দু ছেলেরা নিজেদের বিয়েতে ধুতি- পাঞ্জাবিও পরে থাকে। এভাবে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নারী ও পুরুষেরা বিভিন্ন পোশাক পরে থাকে। বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন।

পর্যালোচনা :

ভাষা ও পোশাক সম্পর্কে একই ধরনের সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো সংক্ষেপে বলুন। শিক্ষার্থীদের বলুন পোশাকে যেমন এত বিভিন্নতা আছে তেমনি বিভিন্নতা আছে খাবারে, ভাষায়, আচার-অনুষ্ঠানে, ধর্মে। এইসব কিছু নিয়েই যে আমাদের সংস্কৃতি তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ২: ভাষা ও পোশাক

পৃষ্ঠা ৮০-৮১

শিখনফল :

১৫.৩.১। বাংলাদেশের সংস্কৃতি (ভাষা, খাদ্য, পোশাক, আচার অনুষ্ঠান, লোকজ গান ইত্যাদি) সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে।

১৫.৩.২। বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে।

১৫.৩.৩। বাংলাদেশের সংস্কৃতির চর্চা ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৮০-৮১ নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- বাংলাদেশের সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায় তা পুনরালোচনা করুন। ভাষা, খাদ্য, পোশাক, আচার অনুষ্ঠান, গান ইত্যাদি বিষয় মিলেই যে আমাদের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তা শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজটি মূলত নারী এবং পুরুষ, বালক এবং বালিকা সাধারণভাবে কী পোশাক পরে তার উপর। এখানে শিক্ষার্থীরা ছকে মেয়েদের পোশাক এবং ছেলেদের পোশাক কী কী তা লিখবে। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে এই ছকটি লিখবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটি শ্রেণির বাইরে একটি গবেষণামূলক কাজ। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের পোশাকের ছবি দিয়ে একটি অ্যালবাম তৈরি করবে এবং ছবির নিচে পোশাকগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখবে। শিক্ষার্থীরা এই ছবিগুলো পেতে পারে বিভিন্ন ম্যাগাজিনে, সংবাদপত্রে বা ইন্টারনেটে। শিক্ষক ছবিগুলোর বিভিন্ন উৎস বলে দিয়ে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের উত্তরটি হবে গ) গাড়ি।

পর্যালোচনা :

আগের দুইটি পাঠে শেখা বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুন। পাঠ্যবইয়ের ৮৯নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বাংলাদেশি সংস্কৃতির উপাদানের এবং বাংলাদেশি সংস্কৃতির কোন বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে পছন্দের তা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

২ খাবার

কথায় আছে 'মাছে-ভাতে বাঙালি'। মাছ ও ভাত আমাদের প্রধান খাবার। এছাড়াও আমরা ডাল, মাংস ও নানারকম শাকসবজি খাই এবং খাবার সুস্বাদু করার জন্য মসলা ব্যবহার করি।

বিশেষ অনুষ্ঠানে আমরা সাধারণত পোলাও-মাংস, বিরিয়ানি এবং খিচুড়ি খাই। বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খাওয়া বাঙালিদের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। গরমের দিনে কৃষক পরিবারে নানারকম ভর্তা, ভাজি ও কাঁচামরিচ দিয়ে পান্তা খাওয়ার প্রচলন রয়েছে।

আমরা উৎসব অনুষ্ঠানে মিষ্টি খেতে ভালোবাসি। আমাদের মিষ্টি খাবারগুলো সাধারণত দুধের তৈরি। যেমন দই, পায়েস, রসগোল্লা, চমচম, ক্ষীর ইত্যাদি। ঈদের দিনে সেমাই এবং শবেবরাতে হালুয়া তৈরি হয়। বিভিন্ন পূজা ও উৎসবে হিন্দুরা পায়েস, নাড়ু, মোয়া এবং মুড়কি তৈরি করেন। বড়দিন উপলক্ষে খ্রিস্টানরা অনেক রকম পিঠা তৈরি করেন।

বাংলাদেশের খাবার

ক| এসো বলি

তোমাদের প্রিয় খাবার নিয়ে জোড়ায় আলোচনা কর।
বিশেষ অনুষ্ঠানে তোমরা কী খাও?
তোমাদের প্রিয় মিষ্টি কী কী?

খ| এসো লিখি

মিষ্টি

নিচের ছকে দেওয়া উৎসবগুলোতে যেসব মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়া হয় সেগুলোর নাম লেখ :

ঈদ ও শবেবরাত	পূজা	বড়দিন

গ| আরও কিছু করি

নিচে দেওয়া খাবারগুলোর যেকোনো একটির রেসিপি যোগাড় কর :

- মাছের তরকারি
- মাংসের তরকারি
- সবজি
- মিষ্টি
- শরবত

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :
আমাদের প্রধান খাবার কী কী ....

পাঠ ৩: খাবার

পৃষ্ঠা ৮২-৮৩

শিখনফল :

১৫.৩.১। বাংলাদেশের সংস্কৃতি (ভাষা, খাদ্য, পোশাক, আচার অনুষ্ঠান, লোকজ গান ইত্যাদি) সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে।

১৫.৩.২। বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে।

১৫.৩.৩। বাংলাদেশের সংস্কৃতির চর্চা ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৮২-৮৩ নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- এই পাঠটি খাবার সম্পর্কে। শিক্ষার্থীদের পছন্দের খাবার কী তা জিজ্ঞাসার মাধ্যমে পাঠটি শুরু করতে পারেন। তাদের বলা খাবারগুলোর মধ্যে কোনোটি কি বাংলাদেশের বিশেষ কোনো খাবার বা পৃথিবীর অন্য কোথাও কি খাবারটি পাওয়া যায়?

- শিক্ষার্থীদের নিয়ে ৮২নং পৃষ্ঠার পাঠটি পড়ুন। পাঠটি শুরু হয়েছে মসলাদার খাবার দিয়ে এবং শেষ হয়েছে মিষ্টি খাবার দিয়ে। আমরা কোন কোন অনুষ্ঠানে মাংস- পোলাও, বিরিয়ানি, খিচুড়ি খাই আবার কোন কোন উৎসব অনুষ্ঠানে মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য যেমন দই, পায়েস, রসগোল্লা খাই তাই বলা হয়েছে এই পাঠটিতে।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রিয় খাবার নিয়ে কথা বলবে, কাজটি তারা জোড়ায় করবে। বিশেষ অনুষ্ঠানে তারা কী খায় এবং তাদের প্রিয় মিষ্টি কী কী, তারা তা আলোচনা করবে। এভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে তারা বুঝতে পারবে একেকজনের পছন্দ একেক রকম এবং এরকম বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়েই আমাদের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

পর্যালোচনা :

বাংলাদেশের খাবার সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের পরিবারে ও উৎসবে অনুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজনের পরিবারে বিভিন্নরকম খাবার খায় অর্থাৎ তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এবং পড়ে ও 'এসো বলি' অংশের কাজটি করে তারা যা শিখলো তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন। শিক্ষার্থীদের মাধ্যমেই এই পুনরালোচনার কাজটি করান।

পাঠ ৪: খাবার

পৃষ্ঠা ৮২-৮৩

শিখনফল :

১৫.৩.১। বাংলাদেশের সংস্কৃতি (ভাষা, খাদ্য, পোশাক, আচার অনুষ্ঠান, লোকজ গান ইত্যাদি) সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে।

১৫.৩.২। বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে।

১৫.৩.৩। বাংলাদেশের সংস্কৃতির চর্চা ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৮২-৮৩ নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- বাংলাদেশের খাবার সম্পর্কে পুনরালোচনা করুন। আগের পাঠে শিক্ষার্থীরা যে বিভিন্ন খাবার সম্পর্কে জেনেছে সে বিষয়ে তাদের বলতে বলুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুঝে পড়বে এবং খাবারের শ্রেণিবিভাগ করা শিখবে। তারা বিভিন্ন উৎসবে মিষ্টি জাতীয় খাবারের নাম লিখবে। এখানে একটি ছক দেয়া আছে, যেখানে ঈদ ও শবেবরাত, পূজা এবং বড়দিনে আমরা কী কী মিষ্টি জাতীয় খাবার খাই তার তালিকা তৈরি করতে হবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে কিছু দেশি খাবারের রেসিপি জোগাড় করতে হবে। এখানে দেওয়া খাবারগুলোর রেসিপি জোগাড় করতে শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবারের সাহায্য নেবে। এছাড়া শিক্ষক বা শিক্ষার্থীরাও একে অপরকে সাহায্য করতে পারে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটিতে বাক্য সম্পূর্ণ করতে হবে। এ অংশের উত্তর হবে- আমাদের প্রধান খাবার মাছ, ভাত, শাকসবজি, ডাল, মাংস, মসলা।

পর্যালোচনা :

কোন খাবারগুলো আমাদের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে তা সংক্ষেপে বলুন। পাঠ্যবইয়ের ৮৯নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে উৎসবে আমরা কোন ধরনের মিষ্টি খাই এবং শিক্ষার্থীদের মতে আমাদের

সংস্কৃতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

৩ আচার অনুষ্ঠান ও সংগীত

আমাদের জীবনে বিভিন্ন সময়ে অনেক রকম অনুষ্ঠান হয়। নিচে সেরকম তিনটি ছবি দেওয়া হলো :

মুখেভাত

গায়ে হলুদ

জন্মদিন

আমাদের দেশে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে, পালা-পার্বণে এবং দৈনন্দিন জীবনে নানা প্রকার গান বাজনা হয়। লোকসংগীত বাংলাদেশের প্রাণ। ক্ষেতে লাঙল দিতে দিতে কৃষকেরা গান গায়। নৌকা বাইতে বাইতে মাঝি গান গায়। তেমনই এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে যেতে বাউলেরা গান গায়। জারি, সারি, বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা আমাদের প্রধান লোকসংগীত। এছাড়া গ্রামের মেলা আর অনুষ্ঠানগুলোতে যাত্রা, পালাগান, কীর্তন আর মুর্শিদি গানের আসর বসে। সংরক্ষণের অভাবে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের দেশের সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। আমরা সবাই সচেতন হলে আমাদের সংস্কৃতি রক্ষা করা সম্ভব হবে ।

ক | এসো বলি

পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে জোড়ায় আলোচনা কর। তোমার সবচেয়ে পছন্দের অনুষ্ঠান কোনটি? কেন?

খ | এসো লিখি

আগের পৃষ্ঠার ছবিগুলো দেখ। যেকোনো একটি অনুষ্ঠান বেছে নাও এবং তোমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। অনুষ্ঠানটিতে কী ধরনের খাবার খেয়েছিলে? অনুষ্ঠানে কারা অংশগ্রহণ করেছিলেন?

মুখেভাত	ছোট বাচ্চাদের প্রথম ভাত মুখে দেওয়ার অনুষ্ঠান
জন্মদিন	জন্মগ্রহণ করার দিনটি আনন্দ সহকারে পালন করা
গায়ে হলুদ	বিয়ের আগে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান হয়

গ | আরও কিছু করি

তোমার এলাকার লোকগীতি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য খুঁজে বের কর।

ঘ | যাচাই করি

আমাদের সংস্কৃতি কেন তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে?

পাঠ ৫: আচার অনুষ্ঠান ও সংগীত
পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫

শিখনফল :

১৫.৩.১। বাংলাদেশের সংস্কৃতি (ভাষা, খাদ্য, পোশাক, আচার অনুষ্ঠান, লোকজ গান ইত্যাদি) সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে।
১৫.৩.২। বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে।
১৫.৩.৩। বাংলাদেশের সংস্কৃতির চর্চা ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৮৪-৮৫নং পৃষ্ঠা
সম্ভব হলে লোকজ গানের কিছু রেকডিং

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আচার অনুষ্ঠান ও সংগীতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে কিছু রেকর্ড করা গান নিয়ে আসুন এবং তা বাজিয়ে শুনান। বা নিজে গান গেয়ে বা অন্য কোনো শিক্ষার্থীকে গান গাইতে বলুন। শিক্ষার্থীরা গান সম্পর্কে কী জানে, বিভিন্ন রকম গান, কখন কোন গান গাওয়া হয় এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন।

- ক্লাসে ৮৪নং পৃষ্ঠার পাঠটি পড়ুন। বইয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি দেখানো হয়েছে, এই ছবিগুলো দেখে শিক্ষার্থীরা এইসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবে। ছবির নিচের অনুচ্ছেদে আমাদের সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধরনের গান সম্পর্কে বলা হয়েছে, এবং এদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদের শেষের দিকে আমাদের লোকজ সংগীত সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' অংশে পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। ৮৪নং পৃষ্ঠার বিভিন্ন ছবিতে যে রকম দেখানো হয়েছে, সে রকম কিছু অনুষ্ঠান সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা বলবে। কাজটি তারা জোড়ায় করবে। তাদের সবচেয়ে পছন্দের অনুষ্ঠান কোনটি তারা তা বলবে। হতে পারে কোনো শিক্ষার্থীর পছন্দের অনুষ্ঠান জন্মদিন, কারো ঈদ, কারো আবার পূজা। সকলেই নিজেদের পছন্দের অনুষ্ঠান বলবে এবং কেন তারা সেটি পছন্দ করে তাও বলতে পারে।

পর্যালোচনা :

আমাদের সংস্কৃতিতে আচার অনুষ্ঠান এবং রীতিনীতির ভূমিকা সংক্ষেপে বলুন। মূলত এই আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, খাবার, গান, ভাষা, ধর্ম মিলিতভাবে তৈরি করে আমাদের সংস্কৃতি। এদের নানা বৈচিত্র্যই আমাদের সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে।

পাঠ ৬: আচার অনুষ্ঠান ও সংগীত

পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫

শিখনফল :

১৫.৩.১। বাংলাদেশের সংস্কৃতি (ভাষা, খাদ্য, পোশাক, আচার অনুষ্ঠান, লোকজ গান ইত্যাদি) সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে।
১৫.৩.২। বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে।
১৫.৩.৩। বাংলাদেশের সংস্কৃতির চর্চা ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৮৪-৮৫নং পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি এবং সংগীত সম্পর্কে যা শেখানো হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন বইয়ে উল্লেখ করা বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের নাম ছাড়াও তারা আর কোনো অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানে কিনা।

খ | এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবে; অথবা তাদের অভিজ্ঞতা দলে আলোচনা করতেও উৎসাহিত করুন।
মুখে ভাত মূলত হিন্দু রীতি থেকে এসেছে, প্রথমবার শিশুকে ভাত খাইয়ে পরিবারে আমন্ত্রণ জানানো হয়।
শিশুদের জন্মদিনে তাদের বিশেষ বিশেষ খাবার এবং উপহার দেওয়া হয়।
বিবাহ অনুষ্ঠানের আগে বর এবং কনের গায়ে-হলুদ অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বর এবং কনের শরীরে হলুদ দেওয়া হয়।

গ | আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' এই পাঠের একটি মজার ব্যবহারিক কাজ। হয়ত কোনো শিক্ষার্থী নিজেই বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারে বা গান গাইতে পারে। শিক্ষার্থীরা লোকগীতির রেকর্ড সংগ্রহ করবে। শিক্ষার্থীরা কোথায় লোকগীতির রেকর্ড পেতে পারে শিক্ষক তা বলে দিয়ে তাদের সাহায্য করবেন।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা একটি প্রশ্নের উত্তর দেবে। এ অংশের উত্তর হতে পারে- বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে এবং সঠিক সংরক্ষণের অভাবে আমাদের সংস্কৃতি

তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে।

পর্যালোচনা :

আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে যা শেখানো হয়েছে তা সংক্ষেপে বলুন। বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করতে শিক্ষার্থীদের মনোভাব যাচাই করুন।

মূল্যায়ন: পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে পারেন।

১. সংস্কৃতির সংজ্ঞা দাও।
২. লোকসংগীত বাংলাদেশের প্রাণ কেন?
৩. বাংলাদেশের মেয়েদের পোশাকের নাম লেখ।
৪. উৎসব অনুষ্ঠানে আমরা কোন ধরনের খাবার খাই?
৫. আমাদের সংস্কৃতি আজ বিপন্ন কেন?

নমুনা প্রশ্ন

অধ্যায় ১: আমাদের পরিবেশ ও সমাজ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. প্রাকৃতিক পরিবেশের তিনটি উপাদানের নাম লেখ।
২. বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে বেশি বন্যা হয়?
৩. সামাজিক পরিবেশের তিনটি উপাদানের নাম লেখ।
৪. বেশি বেশি গাছ লাগানো প্রয়োজন কেন?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি কীভাবে আলাদা?
২. আমাদের সামাজিক পরিবেশে আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাব কী?

অধ্যায় ২: সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. জনসংখ্যায় নারী ও পুরুষের সংখ্যা কীভাবে তুলনা করা হয়?
২. 'বৈষম্য' বলতে কী বোঝায়?
৩. শ্রেণিকক্ষে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন একটি শিশুর পরিচয় দাও।
৪. 'বৈচিত্র্য' বলতে কী বোঝায়?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. পরিবারে ছেলে ও মেয়েদের সমানভাবে মূল্যায়নের একটি উদাহরণ দাও।
২. তোমার কোনো বন্ধুর উপর রেগে গেলে তুমি কী কর?

অধ্যায় ৩: বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. চাকমা জনগোষ্ঠী কোন ধরনের বাড়ি নির্মাণ করেন?
২. মারমা জনগোষ্ঠী কোন ধর্মের অনুসারী?
৩. সাঁওতালদের একটি উৎসবের নাম লেখ।
৪. মণিপুরিরা যে বিশেষ এক ধরনের সবজি খান তার নাম কী?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কীভাবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা অন্যদের চেয়ে আলাদা?
২. কীভাবে বর্তমান সময়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা বদলে যাচ্ছে?

অধ্যায় ৪: নাগরিক অধিকার

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. 'নাগরিক' বলতে কী বোঝায়?
২. 'ভাষার অধিকার' বলতে কী বোঝায়?
৩. একটি রাজনৈতিক অধিকারের নাম লেখ।
৪. 'অর্থনৈতিক অধিকার' কী?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের একটি উদাহরণ দাও।
২. ন্যায্য পারিশ্রমিক না পেলে মানুষ কী করতে পারেন?

অধ্যায় ৫: মূল্যবোধ ও আচরণ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. একটি নৈতিক গুণের নাম লেখ।

২. নম্র স্বভাবের মানুষ কেমন আচরণ করেন, তার একটি উদাহরণ দাও।

৩. তোমার একটি দোষের কথা লেখ যা তুমি পরিত্যাগ করতে চাও।

৪. রাস্তায় কিছু টাকা কুড়িয়ে পেলে তুমি কী করবে?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. মূল্যবোধ ও আচরণের মধ্যে পার্থক্য কী?

২. নৈতিক গুণগুলোর মধ্যে কোনটির মাধ্যমে তুমি সুপরিচিত হতে চাও ?

অধ্যায় ৬: পরমতসহিষ্ণুতা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. 'সহিষ্ণুতা' বলতে কী বোঝায়?

২. প্রত্যেকের মতামত শোনা উচিত কেন?

৩. বাড়িতে অন্যদের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের একটি উদাহরণ দাও।

৪. 'বিতর্ক' কী?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. তোমরা সবাই মিলে শ্রেণিকক্ষের বাইরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কীভাবে নেবে?

২. সকলের মতামত নিয়ে আলোচনা করতে কি বেশি সময় লাগে?

অধ্যায় ৭: কাজের মর্যাদা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. কায়িক শ্রমভিত্তিক একটি কাজের নাম লেখ।

২. হাসপাতালে কোন ধরনের পেশাজীবীরা কাজ করেন?

৩. আইনি পেশার উদ্দেশ্য কী?

৪. সকল পেশার মানুষের সাথে আমাদের কেমন আচরণ করা উচিত?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কোন কাজটিকে তোমার সবচেয়ে কঠিন মনে হয়?

২. তুমি ভবিষ্যতে কোন পেশায় কাজ করতে চাও?

অধ্যায় ৮: সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. পার্ক এবং খেলার মাঠ কীভাবে সমাজে ভূমিকা রাখে?

২. সরকার আমাদের জন্য কী কী নির্মাণ করে?

৩. সমাজে পানির দুইটি ব্যবহার উল্লেখ কর।

৪. দুইটি প্রাকৃতিক সম্পদের নাম লেখ।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় আমরা কী কী করতে পারি?

২. রাস্তাঘাট ও সেতু মেরামত করা জরুরি কেন?

অধ্যায় ৯: এলাকার উন্নয়ন

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. গ্রামীণ অঞ্চলের দুইটি সুবিধা উল্লেখ কর।

২. কীভাবে রাস্তা-ঘাট ও সেতু মেরামত করা সম্ভব?

৩. শহর অঞ্চলের দুইটি সুবিধা উল্লেখ কর।

৪. কীভাবে পানি ও গ্যাস লাইন মেরামত করা সম্ভব?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. এলাকার উন্নয়নে আমাদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত?

২. এলাকায় কোনোকিছু মেরামত করার দায়িত্ব কার?

অধ্যায় ১০: এশিয়া মহাদেশ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. বাংলাদেশ ব্যতীত এশিয়া মহাদেশের দুইটি দেশের নাম লেখ।

২. এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত দুইটি মহাসাগরের নাম লেখ।

৩. এশিয়ার দুইটি প্রধান ফসলের নাম লেখ।

৪. এশিয়া মহাদেশের দুইটি প্রাণীর নাম লেখ।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. এশিয়া কেন বিশ্বের বৃহত্তম মহাদেশ?

২. এশিয়ার জলবায়ুর প্রকৃতি বর্ণনা কর।

অধ্যায় ১১: বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. বাংলাদেশের নদীগুলো কোন সাগরে পতিত হয়েছে?

২. আমাদের দেশে কয়টি ঋতু আছে?

৩. আমাদের দেশে জলাভূমির ম্যানগ্রোভ বন কোথায় অবস্থিত?

৪. সেখানে কোন কোন প্রাণী পাওয়া যায়?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. বাংলাদেশের সমুদ্রসৈকতগুলোতে বেশি পর্যটক আকৃষ্ট করতে তুমি কী কী করবে?

২. সমুদ্রসৈকতগুলো রক্ষায় তুমি কী কী করতে পার?

অধ্যায় ১২: দুর্যোগ মোকাবেলা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. কোন দুইটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমরা বেশি আক্রান্ত হই?

২. বন্যার পর কোন কারণে রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যেতে পারে?

৩. আগুন লাগার দুইটি কারণ উল্লেখ কর।

৪. বন্যা প্রতিরোধের দুইটি উপায় লেখ।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. মানুষ কীভাবে বন্যার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলেছে?

২. জলোচ্ছ্বাস/সাইক্লোনের প্রভাব বর্ণনা কর।

অধ্যায় ১৩: বাংলাদেশের জনসংখ্যা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. বাংলাদেশে বর্তমানে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?
২. বর্তমানে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?
৩. জনসংখ্যার ঘনত্বের ভিত্তিতে বর্তমানে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
৪. অতিরিক্ত জনসংখ্যার একটি সামাজিক কারণ উল্লেখ কর।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. পরিবেশের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব কী কী?
২. পরিবারে শিশুর সংখ্যা কম থাকলে কী কী হতে পারে?

অধ্যায় ১৪: আমাদের ইতিহাস

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. বাংলার প্রাচীন যুগের একজন রাজার নাম লেখ।
২. কোন শতাব্দীতে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়?
৩. বাংলার মধ্যযুগের একজন শাসকের নাম লেখ।
৪. কোন শতাব্দী থেকে বাংলার সাহিত্যচর্চা বিকশিত হয়?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. মধ্যযুগে বাংলার ধর্মীয় আচার-আচরণের বিবরণ দাও।
২. মধ্যযুগে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিবরণ দাও।

অধ্যায় ১৫: আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. ভাষা আন্দোলন কখন হয়েছিল?
২. ছয়-দফা দাবি কখন উত্থাপন করা হয়েছিল?
৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয় কবে?
৪. বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধ কয় মাস স্থায়ী হয়েছিল?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ১৯৭০ সালের নির্বাচন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?
২. বঙ্গবন্ধুকে কেন কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল?

অধ্যায় ১৬: আমাদের সংস্কৃতি

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. বাঙালি সংস্কৃতির দুইটি উপাদানের নাম লেখ।
২. উৎসবে আমরা কোন ধরনের মিষ্টি খাই?
৩. লোকসংগীতের দুইটি ধারার নাম লেখ।
৪. আমাদের সংস্কৃতির জন্য কী কী হুমকি আছে?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. বাঙালি সংস্কৃতির কোন বিষয়টি তোমার সবচেয়ে পছন্দের? কেন?
২. তোমার মতে আমাদের সংস্কৃতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কী কী?

শব্দভাণ্ডার

অগ্রাধিকার- সকলের আগে সুবিধা লাভের সুযোগ।

অর্থকরী ফসল- যেসব কৃষিপণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়।

অধিকার- মানুষ হিসেবে যা আমাদের প্রাপ্য।

আচরণ- একজন মানুষের প্রতি আরেকজন মানুষের ব্যবহার।

ইনানী বিচ- কক্সবাজার থেকে ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত একটি পাথুরে ও বালুময় সৈকত।

একসূত্রে গাঁথা- সবাই মিলে একসাথে থাকা/একই সুতোয় গাঁথা।

গণতন্ত্র- জনগণের শাসন।

গোলার্ধ- পৃথিবীর অর্ধেক: আমরা উত্তর গোলার্ধে বসবাস করি।

জনসংখ্যার ঘনত্ব- প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাসরত মানুষের সংখ্যা।

দাহ্য- সহজে আগুন ধরে যায় এমন জিনিস।

দায়িত্ব- এমন কোনো কাজ যা অবশ্যই করণীয়।

দুর্যোগ- বিপর্যয় (বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, আগুন লাগা ইত্যাদি)

নাগরিক- একটি নির্দিষ্ট দেশে বসবাসকারী ব্যক্তি।

পরমতসহিষ্ণুতা- অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা করার ক্ষমতা।

প্রবাল দ্বীপ- প্রবালে সমৃদ্ধ দ্বীপ।

প্রাকৃতিক সম্পদ- পরিবেশের উপাদানসমূহ যেগুলো আমাদের ভালোভাবে বাঁচতে সাহায্য করে।

প্রকৌশলী- যাঁরা বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, সেতু বানানোর কাজ করেন।

প্রযুক্তিবিদ- যাঁরা মানুষের প্রয়োজনে নানা যন্ত্র ও কৌশল উদ্ভাবন করেন।

ফার্মাসিস্ট- যাঁরা ঔষধ তৈরি করেন।

বিতর্ক- কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন মতামতের উপর আনুষ্ঠানিক আলোচনা।

বৈষম্য- সবাইকে সমান দৃষ্টিতে না দেখা।

বৈচিত্র্য- ভিন্নতা।

ভূপ্রকৃতি- ভূমির আকার ও ধরন।

ম্যানগ্রোভ বন- লোনা পানিতে জন্মায় এমন উদ্ভিদের বন।

মূল্যবোধ- আমরা যা ভালো ও সঠিক বলে মনে করি।

রাজত্ব- রাজপরিবারের শাসন/ রাজপরিবারের শাসনভুক্ত এলাকা।

সম্পদ- উন্নত জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ।

স্বায়ত্তশাসন- নিজের দ্বারা পরিচালিত।